আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

শুরু হলো স্বাধীনতার মাস



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শুরু হলো স্বাধীনতার মাস 'মার্চ'। অগ্নিঝরা মার্চের প্রথম দিন আজ। এবারের মার্চ বাঙালীর জীবনে অন্যরকম আবহ নিয়ে (বাকি অংশ ৪২ পাতায়

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৫ || সংখ্যা ২৩ || সোমবার || ফাল্গুন ১৬ || ১৪২৭ || রজব ১৭ || ১৪৪২ || Vol. 25 || Issue 23 || 1 March || 2021 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

১৪০০ ডলার পাবেন অনেকেই

১.৯ ট্রিলিয়ন ডলারের স্টিমুলাস বিল পাস

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : করোনা ভাইরাস মহামারি মোকাবেলায় অবশেষে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ১ দশমিক ৯ ট্রিলিয়ন ডলারের 'করোনা তহবিল' বিলটি পাস হয়েছে কংগ্রেসে। পর্বতসম এই বিলে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান আরও দৃঢ় হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন বাইডেন। করোনা রিলিফ বিলটি হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভে স্থানীয় সময় শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) সকালে পাস হয়। এই বিল পাসের ফলে বার্ষিক আয় ৭৫ হাজার ডলারের কম আয়ের নাগরিকরা মাথাপিছু ১৪০০ ডলারের চেক পাবেন। আর বেকাররা সপ্তাহে ৪০০ ডলার করে ফেডারেল ভাতা পাবেন আগস্ট পর্যন্ত। শনিবার নিম্নকক্ষে ২১৯-২১২ ভোটে পাস হওয়া এ বিলে রিপাবলিকানদের সাথে ডেমক্র্যাটিক পার্টির দুই কংগ্রেসম্যানও বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন। এই বিলের ফলে কমপক্ষে ১০ লাখ বাংলাদেশি আমেরিকানসহ সাড়ে ৮ কোটি নাগরিক উপকৃত হবেন বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ফেডারেল ন্যূনতম মজুরি (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

গ্রিনকার্ড ইস্যুতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের জারি করা অভিবাসন নিষেধাজ্ঞা বাতিল করেছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বুধবার তিনি এই নিষেধাজ্ঞা (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

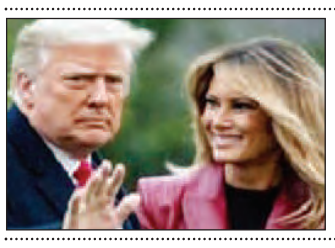
বিশ্বে করোনায় মৃত্যু ২৫ লাখ ১৫ হাজার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১১ কোটি ৩৩ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। আর মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ২৫ লাখ ১৫ হাজার। জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর সিস্টেম সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের (সিএসএসই) তথ্য অনুযায়ী, শনিবার সকাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১ কোটি ৩৩ লাখ ৭৫ হাজার ৩৩৫ জনে। এদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ২৫ লাখ ১৫ হাজার ৮৯৬ জনের। আর এ পর্যন্ত সেরে উঠেছেন (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)



নিউইয়র্কে এশীয় বংশোদ্ভূতদের ওপর হামলা বাড়ছেই

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক শহরে এশীয় বংশোদ্ভূতদের ওপর হামলা বেড়েই চলেছে। সর্বশেষ গত বৃহস্পতিবার ৩৬ বছর বয়সি এশীয় বংশোদ্ভূত এক ব্যক্তিকে (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)



ডিভোর্স হতে পারে ট্রাম্প-মেলানিয়ার!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পের মধ্যে যে কোনো সময় ডিভোর্স হয়ে যেতে পারে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

সৌদির ৭৬ নাগরিকের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিষেধাজ্ঞা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : সাংবাদিক জামাল খাশোগি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সৌদি আরবের ৭৬ জন নাগরিকের ওপর ভিসা বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

গাঁজা বিক্রেতা টাইসন মাসিক আয় ৫ লাখ ডলার

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ মাইক টাইসন, এক সময়কার বিখ্যাত বক্সার। পেশাদার ক্যারিয়ারে মোট ৫৮টি ফাইটে লড়ে এর ৫০টিতেই জিতেছিলেন তিনি। (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)



জনসন অ্যান্ড জনসন্সের টিকা অনুমোদন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : একক ডোজের জনসন অ্যান্ড জনসনের কোভিড-১৯ টিকার জরুরি অনুমোদন দিয়েছে এফডিএর একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল। গত শুক্রবার এ



টিকার অনুমোদন দেওয়া হয়। আগামী সপ্তাহে এই টিকার ৩০ লাখ ডোজ যুক্তরাষ্ট্রে সরবরাহ করা হবে। শীর্ষস্থানীয় (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)



মালিককে খুন করল মোরগ!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : হাত থাকলে বলা যেত মোরগের ছুড়িকাঘাতে মালিকের মৃত্যু। সটা বলা না গেলেও ভারতের তেলেঙ্গানা রাজ্যের লোথুনুর গ্রামে ঘটছে এমন মর্মান্তিক ঘটনা। (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

করোনায় চুল পড়ে যায় এক-চতুর্থাংশের

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে চার ভাগের প্রায় এক ভাগ রোগীর চুল পড়ে যায়। এক্ষেত্রে নারীরা রয়েছেন সবচেয়ে বেশি (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
BASE NO. B03152
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Avenue, Astoria, NY 11106
Tel : 718-472-9800 Fax : 718-472-9801
Email: apollobrokerageinc@gmail.com exitluxuryinc@gmail.com Website: www.exitluxuryinc.com

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
সারা বছর জুড়ে
একাউন্টিং
সার্ভিসেস
বাক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
Digital One Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা IATA
আমরা ARC
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Email: digitalonetravel@gmail.com (কাবাব কিং এর পার্শে, ডাইভারসিটি প্লাজা)
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
আমেরিকার যে কোন ট্রেট থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য ইন্টারনেটের চাইতে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
সুপার সেল $689+
QATAR
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

CORE CREDIT REPAIR
www.cmscreditsolutions.com
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন ?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না ?
তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন।
Late Payments
Tax Liens
Charge Offs
Garnishment
Inquiries
Collections
Call us: 646-775-7008
Mohammed A Kashem
Credit Consultant
37-53, 72nd Street, Suite # 1
Jackson Heights, NY 11372
Email: info@cmscreditsolutions.com

SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP
Haji trusted since 2000
IATA
All Air Tickets
Visa Services
SAUDIA ETIHAD KUWAIT QATAR
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-527-6276, 347-750-3909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnatihajj@gmail.com
Web: www.hajjmakkah.com

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate

আপনি কি সপ্তাহে ২,০০০ ডলার আয় করতে চান?
লারনার পারমিট, রোড টেস্ট এবং টিএলসি পরীক্ষা দিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়েছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন
6 WEEKS DDS
5 WEEKS CLASS
R & R Driving School
471 McDonald Avenue (Basment), Brooklyn, 347-836-1279
(মহিলাদের জন্য মহিলা প্রশিক্ষক দ্বারা ড্রাইভিং শিখানোর ব্যবস্থা আছে)

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
(বিস্তারিত দেখুন ৯ পাতায়)
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

www.banglapatrikausa.com

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES
LOVE WITH CARE IS HUMANITY"
বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



Corporate Office
72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal




BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

FOR MORE INFO

718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388

E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা
৩-এর পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

ইকোসক'র উচ্চ পর্যায়ের এক বিশেষ সভায় রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা



নিউইয়র্ক: "কোভিড-১৯ অতিমারিজনিত সঙ্কটে সবচেয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে অভিবাসী শ্রমিকগণ। এটি আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় বিদ্যমান অসমতা ও বৈষম্যেরই প্রকাশ। পিছনে পড়ে থাকা মানুষদের জন্য কর্মসংস্থানসহ অন্যান্য সুযোগ তৈরি করা অত্যন্ত প্রয়োজন"। গত ১৯ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার 'বিদ্যমান অসমতা: এসডিজি'র কার্য-দশকে সকলের জন্য বর্ণবাদ, জাতিগত বিদ্বেষ ও বৈষম্য দূরীকরণ' শীর্ষক অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের (ইকোসক) উচ্চ পর্যায়ের এক বিশেষ সভায় প্রদত্ত বক্তব্যে একথা বলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। রাবাব ফাতিমা (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)



বাংলাদেশ আমেরিকা কালচারাল সোসাইটির পুরস্কার বিতরণ



নিউইয়র্ক: বাংলাদেশ আমেরিকা কালচারাল সোসাইটি আয়োজিত প্রথম ভার্চুয়াল সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরনী গত ৬ ফেব্রুয়ারী শনিবার ডুমুরিয়া উপজেলা পরিষদে অনুষ্ঠিত হয়। গাজী নূর আলীর সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা চেয়ারম্যান গাজী এজাজ আহমেদ এমন একটি সৃজনশীল আয়োজনের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান। ভবিষ্যতে তিনি সর্বদা এ সংগঠনের কর্মকান্ডের সাথে থাকার আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আমজাদ হোসেন, প্রবীন নাট্য ব্যক্তিত্ব এস এম মতিউর রহমান, কবি তুষার দত্ত, সুদাম সরকার, গৌরাঙ্গ বিশ্বাস, সফিউল আলম ও কানিজ মিরা।

অনুষ্ঠানে যে ১৮ জন পুরস্কার পেলেন: লন্ডন প্রবাসী দেবপ্রদ বিশ্বাস পেলেন হোম টাইন হিরো অ্যাওয়ার্ড। তার পক্ষে পুরস্কার গ্রহন করেছেন তপা বৈরাগী। গুড ডিসটিজের অ্যাওয়ার্ড পেলেন ডুমুরিয়া উপজেলার প্রবীন ফুটবলার শেখ নওসের আলী (পিতাঃ মৃত শেখ কেরামত আলী। গ্রাম ও পোস্টঃ থুকড়া)। খুলনার বীর মুক্তিযোদ্ধা শ্রীঅশোক দাশ পেলেন ফ্রিডম অ্যাওয়ার্ড। এস, এম, মতিউর রহমানকে খুলনার প্রবীণতম নাট্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্পেশাল ট্যালেন্টেড অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। কবি তুষার দত্তকে স্পেশাল ট্যালেন্টেড অ্যাওয়ার্ড-এর বিশেষ সম্মাননায় ভুষিত করা হয়। ডিসেম্বর মাসের কবিতা আবৃত্তিতে ৩ জনকে পুরস্কার দেয়া হয়। এরা হলেন প্রথম- মিস মহসিনা (ভুলবাড়িয়া, ডুমুরিয়া), দ্বিতীয়- গাজী নূর আলী (শাহপুর) এবং তৃতীয়- রিপাসরকার (দেড়ুলি)।

ডিসেম্বর মাসের সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় ৩ জনকে পুরস্কার দেয়া হয়: প্রথম- অর্নিকা সরকার খুশি (গ্রাম: ডুমুরিয়া), দ্বিতীয়- শ্রুতি বিশ্বাস (রূপরামপুর) এবং তৃতীয়- সাথী কবিরাজ (গ্রামঃ পাহাড়পুর)।

জানুয়ারী মাসের নৃত্য প্রতিযোগিতার বিজয়ীরা হলেন: প্রথম- নবদীপা বিশ্বাস (বয়স-১২বছর, গ্রাম-রূপরামপুর), দ্বিতীয়- পলি সরকার (বয়স-২১ বছর, গ্রাম-গজেন্দ্রপুর), তৃতীয়- সাথী রায় (গ্রাম-রংপুর)।

জানুয়ারী মাসের সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় বিজয়ীরা হলেন: প্রথম- অর্থী সরকার (বয়স ১২ +, গ্রামঃ রংপুর), দ্বিতীয়- সাধনা মন্ডল (গ্রাম-রংপুর) এবং তৃতীয়- রশনী তরফদার হ্যাপি (পিতাঃ রবীন্দ্রনাথ তরফদার, ডুমুরিয়া) এবং গৌরাঙ্গ বিশ্বাসের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তপোবন একাডেমি।

অনুষ্ঠানে গাজী নূর আলী বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকীকে বাংলাদেশ আমেরিকা কালচারাল সোসাইটির উদ্যোগে করোনার এই ক্রান্তিলগ্নে কর্মহীন শিল্পীদের উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতি মাসে আমেরিকা থেকে ভার্চুয়ালী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা চলমান রয়েছে। এটি পরিচালনা করছেন ডুমুরিয়া উপজেলার শাহপুরগ্রামের কৃতি সন্তান আমেরিকা প্রবাসী খান শওকত। তার সাথে আছি আমরা সবাই। এজন্য খান শওকতকে অসংখ্য ধন্যবাদ

প্রতিযোগিতায় যারা অংশগ্রহন করেছিলেন অথচ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেননি, তাদেরকে সনদপত্র গ্রহন করার জন্য সুদাম সরকারের সাথে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ আমেরিকা কালচারাল সোসাইটি নামক ফেসবুক গ্রুপে প্রতি মাসে নিয়মিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাচলছে। ফেব্রুয়ারী মাসে ৩টি বিষয়ে প্রতিযোগিতা হয়। সঙ্গীত, নৃত্য এবং আবৃত্তি। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারীদরকে ফেসবুক গ্রুপে ভিডিও পাঠানোর জন্য আহবান জানানো হয়েছে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

নিউইয়র্ক প্রবাসী আব্দুর রাজ্জাকের মাতৃবিয়োগ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ ইনক ও টাঙ্গাইল কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্য, নিউইয়র্ক প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীদের প্রিয় মুখ আব্দুর রাজ্জাকের মা রাজিয়া খাতুন (৫৯) ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। বুধবার (২৪ ফেব্রুয়ারী) তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় এলমহার্স্ট হাসপাতালে বেলা ২:৪৪ মিনিটে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, ২ পুত্র ও ৩ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তার মৃত্যুতে প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। খবর ইউএনএ'র।

মরহুমার পুত্র আব্দুর রাজ্জাক বার্তা সংস্থা ইউএনএ প্রতিনিধিকে জানান, বিগত ১৫দিন আগে তার মায়ের কভিড পজেটিভ সনাক্ত হওয়ার পর এলমহার্স্ট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বুধবার বেলা ২:৪৪ মিনিটে এলমহার্স্ট হাসপাতালে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তাদের দেশের বাড়ী টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার মিজাপুর ইউনিয়নের দিগল আটগ্রাম। মরহুমা বিগত ২০/২২ বছর ধরে পরিবারের সাথে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে বসবাস করছিলেন। এদিকে মরহুমার ঘনিষ্টজনরা জানান, ব্যক্তিগত জীবনে রাজিয়া খাতুন সদালাপী এবং অত্যন্ত ভাল মনের মানুষ ছিলেন। মরহুমার মরদেহ নিউইয়র্কেই দাফন করা হবে বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে।

জানাজা: মরহুমা রাজিয়া খাতুনের নামাজে জানাজা শুক্রবার (২৬ ফেব্রুয়ারী) বাদ জুমা উডসাইডের আল-নূর কালচারাল সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন দারুল ফুরকান মসজিদের ইমাম মওলানা ইদ্রিস। জানাজায় সর্বস্তরের প্রবাসী বাংলাদেশীসহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীসহ অংশ নেন। পরে ঐদিন বিকেলেই মরহুমার মরদেহ নিউজার্সীর মার্লবরো কবর স্থানে দাফন করা হয়।

শোক প্রকাশ: প্রবাসী রাজিয়া খাতুনের অকাল মৃত্যুতে প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএস ইনক এবং টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ ইনক ও টাঙ্গাইল কল্যাণ ট্রাষ্টের পক্ষ থেকে মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং শোকসপ্ত পরিবার ও আত্মীয়দের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা হয়েছে।

এছাড়াও আব্দুর রাজ্জাকের মা রাজিয়া খাতুনের ইন্তেকালে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান ও বার্তা সংস্থা ইউএনএ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ।

প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএস ইনক'র সভাপতি আব্দুল হাকিম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান আনিস সহ অন্যান্যের মধ্যে শোক প্রকাশকারীদের মধ্যে রয়েছেন- আশিক খন্দকার শামীম, মীর মাহবুবুর রহমান, খন্দকার বদরুজ্জামান পিকলু, মো: মোজাম্মেল হক, মো: আকতারুজ্জামান, মো: ফরিদুল ইসলাম খান, অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা, খন্দকার জাকির হোসেন বাদল প্রমুখ।

টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ ইনক'র সভাপতি মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম রফিক ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম খান এবং টাঙ্গাইল কল্যাণ ট্রাষ্টের সমন্বয়কারী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান খান আপেল সহ শোক প্রকাশকারীদের মধ্যে রয়েছেন: আব্দুস সালাম, হারুন-অর রশীদ বাবলু, শামসুজ্জামান খান, আশরাফুল আলম জঙ্গী, শহীদুর রহমান, মির্জা নূর-ই আলম প্রমুখ।







অরুণ চক্রবর্তী, কিম হিয়ং ও কাজী জহিরুল

কাজী জহির সহ তিনজন পেলেন পশ্চিমবঙ্গের 'রসমতী সম্মাননা'

নিউইয়র্ক: পশ্চিম বঙ্গের কুলো ক্রিয়েটিভ সোসাইটি ২০২১ সালে তিনজন কবিকে 'রসমতী সম্মাননা ২০২১' প্রদান করেছে। তারা হলেন- ভারতের কবি অরুণ চক্রবর্তী, কোরিয়ার কবি কিম হিয়ং এবং বাংলাদেশের কবি কাজী জহিরুল ইসলাম।

দুই বাংলার অসম্ভব জনপ্রিয় গান 'লাল পাহাড়ের দেশে যা, রাঙামাটির দেশে যা, অরুণ চক্রবর্তীর লেখা একটি কবিতা, যেটি তিনি ১৯৭২ সালে লেখেন। পরবর্তীতে এই কবিতাটি গান হয় এবং মানুষের মুখে মুখে ফেরে। কবি কিম হিয়ং প্রকৃতি ও মানবতার কবি। দক্ষিণ কোরিয়া এবং নেপালে তিনি খুব জনপ্রিয়। তার অনেক কবিতা নেপালী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। কবি কাজী জহিরুল ইসলাম বাংলা ভাষায় নতুন ধারার ক্রিয়াপদহীন কবিতার প্রবর্তন করেন। তার রচিত ক্রিয়াপদহীন কবিতা উড়িয়া ভাষায় অনূদিত হয়ে উড়িষা থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

কুলো ক্রিয়েটিভ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক শিল্পী সারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, তিন দেশের তিন গুণী কবিকে সম্মাননা জানাতে পেরে আমরা আনন্দিত এবং সম্মানিত। তাদের কাছ থেকে এই পৃথিবী আরো অনেক নান্দনিক এবং মানবিক কবিতা পাবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা। উনবাঙাল নিউইয়র্কের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।



মা চলে গেলেন!



আবেদীন কাদের

মা চলে গেলেন ঢাকা সময় ২২ ফেব্রুয়ারী সোমবার সকাল ৫:৩০ মিনিটে, নিউইয়র্ক সময় রোববার সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটে। দিন সাতেক যাবৎ এতো উদ্বেগে ছিলাম, কখন না জানি আমার বুকটা এফোঁড় ওফোঁড় করে সংবাদটা তেড়ে আসবে। টেলিফোন ধরতে ভয় পেতাম। ফেসবুকের মেসেঞ্জার খুলতে হাত কাঁপতো। দিন সাতেকের সকল উদ্বেগের অবসান ঘটিয়ে খবরটি প্রথম পেলাম বন্ধু শাহীন খানের কাছে। এতো সকালে শাহীনের টেলিফোন দেখে মনটা আতকে উঠেছিল।

মা কয়েকদিন ভীষণ অসুস্থ ছিলেন, আমার ভাইঝি ডাক্তার আদৃতা আবেদীন ও ছোট ভাই খোকা ভয় পেয়ে বাড়ি থেকে দ্রুত মা-কে এম্বুলেন্সে ঢাকা নিয়ে আসে। মা প্রায় শীর্ণ শরীরের সকল শক্তি দিয়ে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন যেন তাঁকে বাড়ি ছেড়ে কোথাও না নেয়া হয়। ঢাকা আনার আগে মা কিছুটা ভাল হয়েছিলেন স্যালাইন এবং অক্সিজেন দেয়ার পর। প্রায় বছর খানেক ধরেই টেলিফোন ধরেই বলতেন, 'বাবা, কবে আইবা?' আমি বার বার বলেছি, 'একটু অবস্থা স্বাভাবিক হলেই দীর্ঘদিনের জন্য চলে আসবো, স্থায়ীভাবে তোমার কাছে থাকবো মা, যা গত তেপ্পান্ন বছর থাকা হয়নি!' মা শুধু দুর্বল কণ্ঠে বলতেন, 'আচ্ছা!' আমার মা সাধারণ প্রাইমারী শিক্ষিত মানুষ ছিলেন। বইপত্র পড়তে পারতেন। ধর্মীয় গ্রন্থই সারাজীবন খুব পড়তেন। ভীষণ মেধাবী, অকল্পনীয় স্মৃতিশক্তির অধিকারী মানুষ ছিলেন। খুব নীরব, কিছুটা বিষণ্ন চেহারার ছিলেন দেখতে। পাতলা, ক্ষীণদেহ, কিন্তু খুব সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। একজন বড় মাওলানার আদরের মেয়ে, ইসলামী শিক্ষাটা ছেলেবেলায় খুব শক্তভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। ১৯৪৪ সালে আমার বাবা মায়ের বিয়ে হয়। আমার দাদার পরিবার সম্পন্ন কৃষক পরিবার, কিন্তু আমার নানার পরিবার ধনী পরিবার। মা ৭৬ বছর আমাদের বাড়িতে ছিলেন। এখনকার বাড়িটা বাবা তৈরি করেছিলেন মায়ের জন্য পঞ্চাশ বছর আগে, দাদা বাড়ির সামনে একটু বড় জমিতে। মা সেখানে গাছ গাছালি লাগিয়েছিলেন।

ছেলেমেয়েদের ইংরেজি শিক্ষায় মায়ের অনীহা ছিল না, কিন্তু বাড়ি থেকে তারা দূরে গেলে উৎকণ্ঠায় থাকতেন। বাবা আমাকে ঢাকায় স্কুলে পড়তে পাঠালে মা তীব্র আপত্তি করেছিলেন, থামাতে পারেন নি, কিন্তু প্রতিরাতেই চোখ ভিজে যেত। রাত একটা দুটোর দিকে ঢাকা থেকে মাদারীপুর অভিমুখী লঞ্চের আওয়াজ পেলে মায়ের ঘুম ভেঙ্গে যেত, আর ঘুমুতে পারতেন না। বাড়ি গেলে রান্না ঘরে আমাকে পাশে বসিয়ে সেসব বলতেন। ঢাকায় স্কুল আমার ভালোই লাগতো, কিন্তু মাকে ছেড়ে, বাড়ি ছেড়ে একদম ভাল লাগতো না। একদিন বাড়ি ফিরে যাব সেটাই সারাক্ষণ ভাবতাম। মা চাইতেন আমি গ্রামে থাকি, সামান্য কিছু করি আর তাঁর পাশেই থাকি। সেটা আর হল না।

ছেলেবেলায় প্রথম দশ বছর সারা বছর জুড়ে অসুস্থ থাকতাম, একেবারে কয়েক মাস মাতৃগর্ভে থাকার পর নির্দিষ্ট সময়ের কয়েক মাস আগে জন্ম বলে আমার শরীর বহুদিন নাজুক, দুর্বল, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত থাকতো। মা শুধু ডাক্তার, কবিরাজ, ফকিরের তাবিজ এসব নিয়ে জমের সঙ্গে যুদ্ধ করে কাটিয়েছেন আমার প্রথম দশ বছর। আমি ছেলেবেলায় এবং পরে ঢাকা বা অন্যত্র থেকে বাড়ি গেলে কোনদিন মায়ের বিছানা ছাড়া অন্য কোথাও ঘুমাইনি। মায়ের পিঠের দিক থেকে গলা জড়িয়ে ঘুমানোই আমার আজীবনের অভ্যাস। এখনও বলতে গেলে আমার স্মৃতিতে প্রথম মনে পড়ে খুব সকালে মোরগ ডাক দিলে মা ফজর পড়তে উঠতেন, আমার ডান হাতটা তাঁর গলা থেকে ছাড়িয়ে বালিশে রাখতেন আলতো করে, আমার ঘুম ভেঙ্গে যেত, মুহূর্তেই আবার ঘুমিয়ে যেতাম। আর মন জুড়ে থাকতো নারকেল তেল ও মায়ের বালিশ ও চুলের গন্ধ। আজও মায়ের কথা মনে হলে আমি সেই গন্ধটাই প্রথম অনুভব করি।

আমি ধার্মিক মানুষ নই। কিন্তু ঢাকায় স্কুলে পড়তে আসার সময় মা আমাকে সেই কোরান শরীফটা সাথে দিয়েছিলেন, যেটা আমি ছেলেবেলায় পড়তাম। ছিপারা শেষ করে এটাই আমি প্রথম বাড়ির সামনে মসজিদে হুজুরের কাছে পড়া শিখি। স্কুলের পর কখনও নামাজ পড়িনি, কোরানও পড়িনি। কিন্তু মোটা সূতি কাপড়ের খুতিতে মোড়ানো এই কোরান আমার কাছে রয়েছে আজ বহু দশক। যেখানে গিয়েছি, সাথে বহন করেছি, কেন করেছি জানি না। মাঝে মাঝে কোরান শরীফটার এই সূতির কভার ধুয়ে পরিচ্ছন্ন করে রাখি। কেন এটা আমার সঙ্গে রেখেছি জানি না। মা কোনদিন নামাজ রোজা করতে বা কোরান পড়তে আমাকে বলেন নি বড় হওয়ার পর। বাবা-মা দুজনেই ছিলেন ভীষণ ধর্মপরায়ণ মানুষ। বাবার সঙ্গে মা হজ্বে যান নি। আর্থিক কারণে হয়তো বাবা বলেননি যেতে, সেসময়



আমি জোর করে পাঠাইনি। এটা আমার সারাজীবনের দুঃখ। কয়েক বছর পর মা আমার ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে হজ্বে গিয়েছেন বাবার মৃত্যুর পর। আজ বেশ কিছুদিন যাবৎ মায়ের দেয়া সেই কোরান আর ছেলেবেলায় পড়া তাফসীরগুলো নতুন করে পড়ার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল। আমার বন্ধুদের মধ্যে ড. জিসান আরা আরাফুন্নেসা, ড. শেখ রশীদ ও ড. আউয়াল আমাকে এসব নতুন করে পড়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

মায়ের অসুস্থতার পর কেন জানি ভয়ার্ত শরীরে কিছুই প্রায় করিনি, রাতে চোখ বন্ধ করতে পারিনি, অবিরাম চোখ থেকে জল গড়ায়। আহার বা সাধারণ কাজে ভীষণ অসুবিধা হচ্ছিল। বুকের ওপর অকল্পনীয় এক ভার বয়ে বেড়াচ্ছি। হাজারটা স্মৃতি আমাকে প্রায় স্থবির করে দিচ্ছে। নিজে ভাবার চেষ্টা করছি, এমন অসহনীয় অবস্থা আমার কেন হচ্ছে!

শাহীনের টেলিফোন রাখার পর হঠাৎ মনে হল বারো বছর আগে চলে যাওয়া বাবার ছবি আমার সামনে দাঁড়িয়ে, বলছেন- 'তোমার মায়ের দেয়া কোরান পড়তে পারো, হয়তো কিছুটা কষ্টের লাঘব হবে!' আমি সেই সন্ধ্যায় টেলিফোন রেখে গোসল করে, কয়েক দশক পর অজু করে কোরান নিয়ে বসলাম। মায়ের প্রিয় জায়গাগুলো পড়লাম, যা ছেলেবেলায় আমি মাকে পড়তে শুনেছি। আমার কষ্টের লাঘব হয়েছে কিনা জানি না, কিন্তু পড়ছি আজ কয়েকদিন ধরে। মা এবং বাবার সকল জেনেটিক কোডগুলো আমার মধ্যে উপস্থিত ধর্ম এবং নৈতিকতার দিক থেকে, সেটা বুঝতে পারি।

ছেলেবেলায় বাড়ি থেকে ঢাকা ফেরার দিন আমার খুব কষ্ট হত। আমি লঞ্চের ডেক থেকে দেখতাম, মা আমাদের বাইরের ঘরের পাশে কলা গাছের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। লঞ্চটা ধীরে ধীরে পদ্মায় দূরে চলে যেত, মার ছবিটা গাছের সবুজের সঙ্গে মিলিয়ে যেত। আমি চোখ মুছে দাঁড়িয়ে থাকতাম লঞ্চের ডেকে। মাকে নিয়ে এ ছবিটাই বেশি মনে পড়ে আমার! মা এবং আমার ছেলেবেলা নিয়ে একটি অসমাপ্ত লেখা শুরু করেছিলাম, সেটি শেষ করতে হবে। আর মার বলে যাওয়া কিছু কাজ আমার সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে শেষ করতে হবে, সেটাই এখন ভাবনা। আখতার আপা টেক্সট করেছেন দিন দুই আগে, আমি যেন সবসময় আয়তাল কুড়ছি পড়ি, বা মায়ের প্রিয় সূরা, সূরা আর রাহমান ও সূরা ইয়াসিন পড়ি। বন্ধুদের মধ্যে নাসরিন ও আনোয়ার শাহাদাত আমাকে একটা ছোট ফেসবুক স্ট্যাটাস দিতে বলেছেন, যাতে আমার বন্ধুরা মায়ের জন্য প্রার্থনা করতে পারেন। কিন্তু আমি গত চার দিন একটি শব্দও লিখতে পারিনি! বন্ধুদের প্রতি অনুরোধ আপনারা আমার মায়ের জন্য দোয়া করবেন!

আমার কাজিন শেখ আজহারের তোলা ছবি দরোজায় বসা মা কপালে হাত দিয়ে অপেক্ষমাণ আমার জন্য, বা কাজিন মেরিনা আখতারের তোলা উঠোনে বসা অপেক্ষমান মা। এটাই গত কয়েক দশকের মায়ের ছবি। আর আমার ছেলেবেলায় তাঁর সঙ্গে আমার তোলা বিষণ্ন চোখের ছবি আমাকে খুব তাড়া করে ফেরে! ছবিতে তাঁর এই দীর্ঘ প্রতীক্ষারত বেদনার জন্য আমিই দায়ী! মা হাসপাতালে যাওয়ার আগে একেবারে পরিষ্কারভাবে কিছু নির্দেশ দিয়ে গেছেন আমার ছোট ভাই এবং ডাক্তার ভাইঝিকে। যাতে বোঝা যায় ডাক্তার ঠিকই বলেছেন- 'তাঁর স্মৃতি এবং নার্ভাস সিস্টেম একেবারে অবিকল তাঁর তরুণ বয়সের মতোই ছিল।' দিন কয়েক আগে হাসপাতালে মা বলেছিলেন, 'আল্লাহ যদি আমাকে শুক্রবার নেন!' শুক্রবার তাঁর প্রিয়দিন ছিল যাওয়ার জন্য। শুক্রবার জুমার আজানের পর আমার জন্ম, কেন জানি মা সব সময় আমার জন্ম মুহূর্তটাকে শুভ দিন বলতেন। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে নিয়েছেন সোমবার সুবে সাদেকের সময়। মা ছেলেবেলায় বলতেন নবীজীর জন্ম এবং মৃত্যু সোমবার। এটি খুব পবিত্র দিন!

লেখক: সাবেক সম্পাদক, অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক কাগজ, নিউ-ইয়র্ক।

RiverSpring Health Plans touches the lives of more than 15,000 New Yorkers.

ElderServe Health, Inc, doing business as RiverSpring Health Plans, contracts with both the Centers for Medicare and Medicaid Services and the New York State Department of Health to offer you personalized care coordination and help you remain in your own home and live as independently as possible.

RiverSpring Health Plans offers a care management concierge service that provides our members, their families and caregivers with truly personalized support. **We are the family that families reach out to in times of need**. RiverSpring Health Plans touches the lives of more than 15,000 New Yorkers, bringing care and compassion into the homes of our members 24 hours a day, 7 days a week.

RiverSpring Health Plans operates RiverSpring MAP (HMO-D-SNP), a dual Medicare and Medicaid plan that offers affordable prescription drug coverage, access to the best doctors and hospitals, in addition to a $155 a month over the counter benefit, and more. With RiverSpring MAP, our members will have a "one-stop shop" and receive covered Medicare and Medicaid benefits through a single plan and a trusted care team.

Call 1-800-362-2266 (TTY: 711) from 8am-8pm Eastern Time, 7 days a week and a RiverSpring MAP benefits professional will be happy to answer questions about the services available to you. RiverSpring Health Plans has several plan options and we can help you choose the right one for you.

RiverSpring MAP is an (HMO D-SNP) plan with Medicare and Medicaid contracts. Enrollment in RiverSpring MAP depends on contract renewal.

ElderServe Health, Inc. complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

You can get this information for free in other languages. Call 1-800-362-2266 and TTY/TDD: 711 during 8 a.m. – 8 p.m. Eastern Time, 7 days a week. The call is free.

RiverSpring Health Plans

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে নিয়ে প্রশ্ন

বহুল আলোচিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে নয় মাস আগে আটক লেখক মুশতাক আহমেদের কারাবন্দি অবস্থায় মৃত্যু অনেককেই বেদনাহত ও বিক্ষুব্ধ করেছে। প্রশ্ন উঠেছে এমন পরিণতি কি তার প্রাপ্য ছিল? 'সুস্থ লোকটাকে এভাবে মরতে হলো'- সমকাল-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনে মুশতাকের স্ত্রীর এই প্রশ্নের জবাব দেবে কে? ছয়বার আদালতে গিয়েও তিনি জামিন পেলেন না কেন, সেটিও একটি বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে থাকবে। আমরা দেখছি, বৃহস্পতিবারের ওই ঘটনার পর থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও দেখা যাচ্ছে নাগরিকদের ক্ষোভ ও হতাশার বহিঃপ্রকাশ। খোদ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও শনিবার সংবাদমাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে তীব্র নিন্দা ও উদ্বেগ জানানো হয়েছে। সমকাল অনলাইনে প্রকাশিত ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, কারাবন্দি অবস্থায় মৃত্যুর দায় রাষ্ট্র বা তার অধীনস্থ সংস্থা কোনোভাবেই এড়াতে পারে না। শুক্রবারই বাংলাদেশে নিযুক্ত ১৩টি দেশের রাষ্ট্রদূতদের পক্ষ থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করে দ্রুত স্বাধীন, স্বচ্ছ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আহ্বান জানানো হয়েছে।

আমরাও মনে করি, এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া উচিত। কাশিমপুর কারা কর্তৃপক্ষ যদিও জানিয়েছে, মুশতাক 'হঠাৎ অসুস্থ' হয়ে পড়েন এবং হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন; এই ভাষ্যে ভরসা রাখা উচিত হবে না। এর পূর্বাপর পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই করে দেখতে প্রয়োজনে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে। এটাও খতিয়ে দেখা জরুরি যে, আটকের সময়ই তিনি নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন কিনা এবং তার জের ধরেই এমন করুণ মৃত্যু ঘটেছে কিনা। কারাগারে আটক কিংবা অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি অব্যবস্থাপনার শিকার হয়েছিলেন কি? যদি কারও অতি উৎসাহ কিংবা অবহেলায় এই মৃত্যু ঘটে থাকে, তাদের সবাইকে আইনের আওতায় আনার বিকল্প নেই। এও মনে রাখতে হবে যে, মুশতাকের মৃত্যু নিয়ে যে ক্ষোভ সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়েছে, তা কেবল ব্যক্তিবিশেষের জন্য নয়; বরং এক সাগর রক্তের বিনিময়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত সংবিধান আমাদের মত প্রকাশের যে স্বাধীনতা দিয়েছে, তা রক্ষার তাগিদও এতে জড়িত। বিশেষত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের নিবর্তনমূলক ধারাগুলোর অপব্যবহার কতটা প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে, মুশতাকের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তা আরেকবার প্রমাণ হলো। সম্পাদক পরিষদের পক্ষে প্রথম থেকেই ওই ধারাগুলো নিয়ে প্রশ্ন তুলে সংশোধনের দাবি জানিয়ে আসা হচ্ছে। এই সম্পাদকীয় স্তম্ভেও আমরা একাধিকবার দিয়েছি একই তাগিদ। মুশতাকের মৃত্যুর পর আমরা বলতে চাই, বিলম্বে হলেও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের নিবর্তনমূলক এবং সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ধারাগুলো সংশোধন করার বিকল্প নেই।

এক্ষেত্রে সরকার ও কর্তৃপক্ষের সঠিক বিবেচনাও প্রত্যাশা করি। আলোচ্য আইনের আওতায় যারা আটক হয়েছেন, তাদের একটি বড় অংশ আসলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, অসাম্প্রদায়িকতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার সপক্ষের মানুষ। সমাজে তাদের অবস্থান বিপন্ন হওয়া মানে অন্ধকারেরই বাড়বাড়ন্ত। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মুক্তবুদ্ধি, মুক্তমত ও মুক্ত সমাজের জন্য দৃঢ় অবস্থান গ্রহণকারী আওয়ামী লীগ যখন দেশ পরিচালনার দায়িত্বে, তখন আমরা দেখতে চাই, মুশতাকের সঙ্গে আটক কার্টুনিস্ট কিশোরকেও মুক্তি দেওয়া হয়েছে। বস্তুত আলোচ্য মামলায় যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে, তারাসহ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপব্যবহারের মাধ্যমে আটক সবারই মুক্তি চাই আমরা। মুশতাকের মৃত্যুর পর বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে গিয়ে যারা আটক হয়েছেন, তাদের বিরুদ্ধেও যেন অভিযোগ গঠনের বদলে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হয়। একটি অসংগত প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কোনো অন্যায় হতে পারে না।



কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

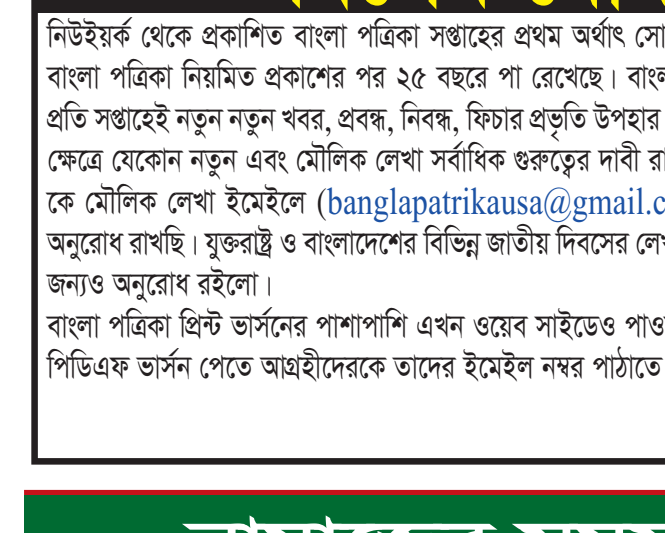
এলডিসি থেকে উত্তরণ প্রশ্নটা আত্মমর্যাদার

জাতিসংঘের বিচারে চূড়ান্তভাবে স্বল্পোন্নত দেশ বা এলডিসি থেকে বের হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসির (সিডিপি) পাঁচ দিনের বৈঠক শেষে শুক্রবার এই সুপারিশ করেছে। প্রথম দফায় ২০১৮ সালে বাংলাদেশ এলডিসি থেকে বের হওয়ার যোগ্য হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এলডিসি থেকে বের হতে সিডিপির পরপর দুটি ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনায় যোগ্যতা অর্জনের স্বীকৃতি পেতে হয়। স্বীকৃতি পাওয়ার পর প্রস্তুতির জন্য সাধারণত তিন বছর এলডিসি হিসেবে থাকে একটি দেশ। সে অনুযায়ী বাংলাদেশের ২০২৪ সালে এলডিসি থেকে বের হওয়ার কথা। এজন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন। তার নেতৃত্বেই গত এক যুগের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এই উত্তরণে ভূমিকা রেখেছে।

অবশ্য স্বল্পোন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত রাষ্ট্রের যে বিভাজন, তা আমার কাছে মেকি মনে হয়। সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে কিছু দেশ নানান সমস্যায় জড়িত থাকায় এগিয়ে যেতে পারছিল না। ওই দেশগুলোকে এগিয়ে নিতে বিশেষ সহায়তার প্রয়োজন ছিল। জাতিসংঘ সে লক্ষ্যেই স্বল্পোন্নত ধারণাটি সামনে আনে। যাতে ওই দেশগুলোকে বিশেষ সহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি বাণিজ্য সুবিধা, উন্নয়ন সুবিধা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিশেষ ছাড়ে, সহজ শর্তে ঋণ বা অনুদান দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে সব দেশই উন্নয়নশীল, সবাই এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তবে কেউ এগিয়ে যাচ্ছে, আর কেউ এগিয়ে যেতে পারছে না। আবার কোনো দেশ কখনও এগিয়ে যাচ্ছে, কখনও পিছিয়ে পড়ছে। মোটের ওপর সব দেশই উন্নয়নশীল। এমনকি উন্নত দেশগুলোও কোনো কোনো অর্থে উন্নয়নশীল। স্বল্পোন্নত শব্দটি অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য শব্দ নয়। এর সঙ্গে সম্মান ও ভাবমূর্তির বিষয় জড়িত। পৃথিবীর কয়েকটি দেশ স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে স্বীকৃতি নেয়নি। মোট ৪৮টি দেশ স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং এর সুযোগ-সুবিধাগুলো পেয়ে আসছে।

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বের হতে হলে কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়। এগুলো হলো- মাথাপিছু আয়, মানব সক্ষমতা ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা। বাংলাদেশ ২০১৮ সালে এবং ২০২১ সালে সব শর্ত পূরণ করেছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘ বলছে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের অবস্থান থেকে বেরিয়ে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য প্রস্তুত। বাংলাদেশ চাইলে আগামী তিন বছর বা ২০২৪ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশ হতে পারে, আর তা না হলে হয়তো আরও কিছুটা সময় লাগবে। কিন্তু বাংলাদেশের আর্থসামাজিক যে অবস্থান তাতে তাকে স্বল্পোন্নত দেশ বলার অবকাশ নেই। স্বল্পোন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত রাষ্ট্রের যে বিভাজন, এর চেয়ে অর্থবহ বিভাজন হলো স্বল্প আয়ের দেশ, মধ্যম আয়ের দেশ ও উঁচু আয়ের দেশ। এই বিভাজন স্পষ্ট করে কোন দেশ কোন অবস্থানে রয়েছে। সেই হিসেবে বাংলাদেশ কয়েক বছর আগে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পৌঁছে গেছে। এখন আমরা এগিয়ে যাচ্ছি মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের দিকে। আশা করা যায়, ২০৩০ সালের মধ্যে আমরা এ লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবো।

পৃথিবীতে বাংলাদেশের পরিচিতি এখন উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে। বিগত কয়েক বছর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৬ শতাংশের ওপরে, এরপর তা সাত শতাংশে এবং সর্বোচ্চ তা ৮ দশমিক দুই শতাংশে উন্নীত হয়েছে। করোনার কারণে প্রবৃদ্ধি চার শতাংশে নেমে এলেও পৃথিবীর অনেক দেশের তুলনায় ভালো রয়েছে। সামান্য কিছু দেশ ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছে।



এর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ২০০৫ সালেওগোল্ডম্যান স্যাকস্ব বলেছিল- ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, চীন ও ব্রাজিলের মতো বাংলাদেশও অগ্রগতি সাধন করবে। সেটা ছিল সম্ভাবনার কথা, তবে আমরা সেটা অর্জন করতে পারিনি। বলা হয়েছিল- ব্রিকসের পর এগারোটি দেশ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নে সক্ষম হবে। সেই ১১টি দেশের একটি হলো বাংলাদেশ। বর্তমানে ডলারে জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৪১তম। অতি সম্প্রতি সেন্টার ফর ইকোনমিক অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চ (সিইবিআর) নামে যুক্তরাজ্যের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান বলেছে ২০৩৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ অনেক দেশকে পেছনে ফেলে ২৫তম অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে।

বাংলাদেশ এখন পদ্মা সেতুর মতো বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে নিজস্ব অর্থায়নে। আমরা দারিদ্র্য বিমোচন করেছি উল্লেখযোগ্য হারে। মান নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও শিক্ষায় যথেষ্ট উন্নতি সাধন হয়েছে। শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার কমেছে। নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে সফল রাষ্ট্র। সুতরাং এতসব অর্জনের পর বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ খুবই স্বাভাবিক। জাতিসংঘ কিন্তু বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ বানিয়ে দিচ্ছে না। বরং এ অর্জন বাংলাদেশের, জাতিসংঘ শুধু কিছু হিসাব-নিকাশ রাখছে মাত্র।

আমি বরাবরের মতোই বলতে চাই, ২০২১ সালে আমরা নিজেরাই স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে আসতে পারি। ইচ্ছা করলে আরও তিন বছর বা তার চেয়ে বেশি সময় এ অবস্থানে থাকা যাবে। বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে কিছু কিছু হিসাব করা হয়। অনেকেই মনে করেন, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বেরিয়ে এলে আমরা স্বল্প সুদে ঋণ পাব না, সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে অনুদান দেওয়া হয়, সেগুলো থেকে বঞ্চিত হবো ইত্যাদি। একটি হিসাবে দেখেছিলাম, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বেরিয়ে এলে আমাদের দুই বিলিয়ন ডলারের মতো ক্ষতি হবে, যা বাংলাদেশের জন্য খুব বড় কোনো ক্ষতি নয়। আমি মনে করি, আত্মমর্যাদার দিক বিবেচনা করে আমরা যদি এখনই বেরিয়ে আসি তাহলে খুব বেশি সমস্যা হবে না। তবে এর জন্য কয়েক বছর আগে থেকে এর জন্য যে ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া দরকার ছিল তা নেওয়া হয়নি। সেই প্রস্তুতির জন্য কিছু সময় নেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে আমরা দ্বিপক্ষীয় চুক্তিগুলো এগিয়ে নিতে পারি। আমরা দেখেছি, স্বল্পোন্নত দেশ সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের তৈরি পোশাককে শুল্কমুক্ত করেনি, শুধু ইউরোপে আমরা কিছু সুবিধা পাচ্ছি। আমরা তৈরি পোশাকের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। এটা আমাদের অভ্যন্তরীণ সংকট। ওষুধ শিল্পের বিস্তৃতি, কৃষিপণ্য রপ্তানিসহ অন্যান্য শিল্পের দিকে নজর দিতে হবে। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধিতে আধুনিকায়ন ও যান্ত্রিকীকরণ এবং অন্যান্য শিল্পের অগ্রগতিতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার বৃদ্ধি করা জরুরি। এছাড়া আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেনদরবার করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা বাড়াতে হবে। এসব প্রস্তুতির বেশ কিছু নেওয়া হয়েছে, তবে আরও অনেক বাকি রয়েছে। দ্রুত সেই প্রস্তুতিগুলো সম্পন্ন করে ২০২৪ সালের আগেই স্বল্পোন্নতর তকমা থেকে বেরিয়ে আসা উচিত। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন দেশ হিসেবে আমরা এখন প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং এই তকমা নিয়ে থাকার কোনো যৌক্তিকতা আমাদের নেই।

লেখক: অর্থনীতিবিদ

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

নামাজের সময়-সূচী

মার্চ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ফজর	৫.১২	৫.১১	৫.০৯	৫.০৮	৫.০৬	৫.০৫	৫.০৩
সূর্যোদয়	৬.২৮	৬.২৭	৬.২৫	৬.২৪	৬.২২	৬.২০	৬.১৯
জোহর	১২.০৮	১২.০৮	১২.০৮	১২.০৭	১২.০৭	১২.০৭	১২.০৭
আসর	৪.০৪	৪.০৫	৪.০৬	৪.০৭	৪.০৮	৪.০৯	৪.১০
মাগরিব	৫.৪৮	৫.৫০	৫.৫১	৫.৫২	৫.৫৩	৫.৫৪	৫.৫৫
এশা	৭.০৩	৭.০৪	৭.০৫	৭.০৬	৭.০৭	৭.০৮	৭.০৯

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশ অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ

ড. এম এম আকাশ

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয়, তখন অনেকেই দেশটিকে 'A test case for Development' বলে অভিহিত করেছিলেন [দেখুন Just Faaland and Jack R. Parkinsons (1976), "Bangladesh The test case for Development", London C. Hust and Co, 203 pp]। এই অভিধার তাৎপর্যটি ছিল বাংলাদেশকে লক্ষ্য করে ছুড়ে দেওয়া উন্নত দেশের একটি চ্যালেঞ্জের মতো। যারা তখন এটা বলতেন তারা ভাবতেন যে, বাংলাদেশে উন্নয়নের পথে এমন কতকগুলো বাধা রয়েছে, যা ডিঙিয়ে বাংলাদেশের উন্নত হওয়াটা হবে অসম্ভব একটি ব্যাপার। প্রথমত, বাংলাদেশে তখন লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৭ কোটি আর দেশটির আয়তন ছিল মাত্র ৫৪ হাজার বর্গমাইল। এত অল্প জায়গায় এত বেশি লোক পৃথিবীতে তখন খুব একটা ছিল না। তখনো বাংলাদেশ জনসংখ্যা/বর্গমিটার বিচারে নবম বা দশম হবে। তা ছাড়া ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত দেশটির ওপর একধরনের আধা ঔপনেবিশিক শোষণ (Semi Colonial Exploitation) চালানো হয়েছিল। ফলে দেশের ভেতরে শিল্পায়নের মাত্রা ছিল কম। অবকাঠামো ছিল দুর্বল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা ছিল অবিকশিত। এসব উন্নতির ছিটেফোঁটা যেটুকু ছিল তার সবটাই প্রায় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের দখলে। সারা পাকিস্তানে তখন ব্যাংক-বিমা, শিল্প-কারখানা ইত্যাদি সম্পদের সিংহভাগ ছিল ২২টি পরিবারের দখলে এবং তাদের মধ্যে একটি পরিবার ছিল বাঙালী (এ কে খানের পরিবার)। এছাড়া প্রশাসনযন্ত্রে, আর্মিতে রাজনৈতিক বিভিন্ন উচ্চপদে–সর্বত্র ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রাধান্য। সুতরাং পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত আধা-ঔপনিবেশিক শোষণ-নির্যাতন-বৈষম্যের শিকার একটি প্রদেশ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম প্রতিবাদের রব ওঠে ১৯৫২ সালে, পাকিস্তান সৃষ্টির মাত্র পাঁচ বছর পর ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। এর পরে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে ছয় দফা স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন, ১১ দফা জনগণের গণ-অভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ। এসব সংগ্রামের মূলে ছিল বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তির দুর্নিবার আকাঙ্খা।

১৯৭১ সালে ৯ মাস এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জিত হলো ঠিকই, কিন্তু দেশের সারা অঙ্গে রয়ে গেল ঔপনিবেশিক শোষণের ক্ষতচিহ্ন। পাকিস্তানীরা মুক্তিযুদ্ধের সময় 'পোড়া মাটির নীতি' (Scorched Earth Operation) অনুসরণ করেছিল। অর্থাৎ তারা ভেবেছিল, তারা যদি পরাজিত হয়ে এ দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়, তাহলে তারা যাওয়ার আগে সব জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে যাবে। আর এই নীতি তারা অক্ষরে অক্ষরে কার্যকর করেছিল। প্রায় ৩০ লাখ মানুষকে হত্যা করে, ১ কোটি লোককে উদ্বাস্তুতে পরিণত করে, ফসল ও কারখানা ধ্বংস করে দিয়ে, সমস্ত যোগাযোগব্যবস্থা লন্ডভন্ড করে দেয় তারা। সবাই ভেবেছিল বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে দুই দিনও টিকতে পারবে না। দেশে দুর্ভিক্ষ হবে। অর্থনীতি আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না। পাকিস্তানিরাও তাই আশা করেছিল এবং তাই পরাজয়ের পূর্বমুহূর্তে তারা বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের রাও ফরমান আলী ও জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে গঠিত বদর বাহিনীর নীল নকশা অনুযায়ী হত্যা করে যায়। তারা ভেবেছিল, সেভাবেই বাংলাদেশকে তারা নেতৃত্বশূন্য করে দিতে পারবে এবং বাংলাদেশ স্থায়ীভাবে পঙ্গু হয়ে যাবে। আর এসব বাস্তব পাহাড়সম অসুবিধা ও চ্যালেঞ্জগুলোর জন্যই অনেক পাশ্চাত্য পন্ডিত তখন বলেছিলেন যে, এতৎসত্ত্বেও যদি বাংলাদেশ উঠে দাঁড়াতে পারে, উন্নত দেশে পরিণত হতে পারে, তাহলে বুঝতে হবে যে পৃথিবীর যে কোনো অনুন্নত দেশই একদিন না একদিন উন্নত হতে পারবে।

আজ শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে দাবি করতে পারে যে বাংলাদেশ ধ্বংস হয়ে যায়নি, মাথা তুলে সে বিশ্বের মাঝে বুক ফুলিয়ে



উন্নত দেশ হওয়ার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের অর্জনসমূহ

এখন পৃথিবীতে যে ১১টি দেশকে ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য 'উদীয়মান এগারো' (Emerging Eleven) বলে অভিহিত করা হয়, তাদের মধ্যে আমরা একটি দেশ হিসাবে বিরাজ করছি। আমরা গত কয়েক বছর ধরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৭ শতাংশের আশপাশে ধরে রেখেছি। আমাদের দেশে দারিদ্র্যের হার ১৯৭৪ সালে ছিল ৭৫ শতাংশ। (অর্থাৎ শতকরা ৭৫টি পরিবারেরই বেঁচে থাকার মতো খাবার কেনার সামর্থ্য ছিল না) আজ সেই হার ২০ শতাংশে নেমে এসেছে। যদিও করোনার কারণে তা আবার কিছুটা বেড়ে গিয়ে থাকতে পারে (কারো কারো মতে দ্বিগুণ হয়ে গেছে)। আমরা ১৯৭১ সালে ছিলাম কৃষিপ্রধান দেশ। আজ জিডিপিতে কৃষির অবদান মাত্র ১৩ শতাংশ, শিল্পের ৩০ শতাংশ এবং সেবা খাতের অবদান ৫৭ শতাংশ। আমরা আজ কাঠামোগতভাবে আধুনিক শিল্পায়িত দেশে পরিণত হতে চলেছি। কিন্তু প্রায় ১৬ কোটি লোককে আজ আমাদের কৃষকেরা কম জমিতে দ্বিগুণ-ত্রিগুণ উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাইয়ে-পরিয়ে রেখেছেন–এটা মোটেও কম কোনো অর্জন নয়!

আমাদের দেশে লক্ষণীয়ভাবে নারীরা কাজে-কর্মে এগিয়ে এসেছেন এবং তার ফলে অনেক পরিবারেই এখন দুজন উপার্জনকারী সৃষ্টি হয়েছে। ফলে দারিদ্র্যের চাপও অনেক কমেছে। আমাদের দেশে প্রায় শতভাগ শিশু এখন প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

শিশু মৃত্যুর হার, মাতৃ মৃত্যুর হার, গড় আয়ুষ্কাল ইত্যাদি মানব উন্নয়ন সূচকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ প্রতিবেশী দেশের চেয়ে এগিয়ে আছে। নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন স্বয়ং এ কথা আজ বলছেন।

আমাদের পোশাকশিল্প, ওষুধশিল্প, সিমেন্ট শিল্প, মাছ, সবজি, ফুল ইত্যাদি পণ্য সারা দুনিয়ায় এখন রপ্তানি হচ্ছে।

আমাদের দেশের বিদেশে কর্মরত নাগরিকেরা যে রেমিট্যান্স প্রতি বছর পাঠান, তা দিয়ে আমরা আমাদের বিশাল বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডার গড়ে তুলেছি। বিদেশিরা অর্থসাহায্য না দিলেও আমরা এখন নিজেদের টাকাতেই নিজেদের পদ্মা ব্রিজসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণে সক্ষম। আমাদের তথাকথিত 'বিদেশি দাতা দেশগুলো' (Foreign Donor Countries) আজ আর পরিহাস করে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' (Bottomless Basket) আখ্যা দিতে পারে না।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ২০১৫ সালের এমডিজির (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল) অধিকাংশ লক্ষ্য অর্জনসহ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশের শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশ বর্তমানে স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) কাতার থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়োজনীয় সব মানদন্ড পূরণ করতে পেরেছে। ফলে বাংলাদেশ যে একদিন মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হবে, সে কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জসমূহ

কিন্তু মধ্য আয়ের দেশে কোনো দুর্ঘটনা ছাড়া উত্তরণ ঘটাতে হলে আমাদের দুটো গুরুত্বপূর্ণ শর্ত পূরণ করতে হবে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তি। সেই উদ্দেশ্যেই ৫০ বছর আগে বাইরের শোষণ-বৈষম্য-নির্যাতন থেকে আমরা প্রথমে স্বাধীন হয়েছিলাম, আজ দেশের ভেতরের শোষণ-বৈষম্য-নির্যাতন থেকে আমাদের জনগণকে মুক্ত করতে হবে। ৩০ লাখ শহিদের স্বপ্নও তা-ই ছিল। তাই রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক অধিকার ও অর্থনৈতিক অধিকার উভয়ই আমাদের অর্জন করতে হবে। যদিও এ দুটো লক্ষ্য একসঙ্গে অর্জন ঐতিহাসিকভাবে খুবই কঠিন একটি কাজ। আমাদের এ কাজ সমাপন করার জন্য হতে হবে গুহার ভেতরে আহত রাজা রবার্ট ব্রুসের দেখা সেই মাকড়সার মতো, যে জাল বেয়ে শত বার পড়ে যাওয়ার পরেও শত বার ওপরে ওঠার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল।

বঙ্গবন্ধুও দুঃখী মানুষের মুক্তির জন্য দারিদ্র্য-ক্ষুধামুক্ত শোষণহীন-সমাজতান্ত্রিক-গণতান্ত্রিক দেশের মহৎ স্বপ্ন দেখেছিলেন, যা তার আত্মজীবনীতে, ১৯৭০ সালের নির্বাচনি ভাষণে, তার স্বহস্তে স্বাক্ষরিত ১৯৭২ সালের সংবিধানে এবং স্বাধীনতা উত্তর নানা বক্তব্য, বিবৃতিতে নানাভাবে বিধৃত আছে। কিন্তু তার মৃত্যুর আগেই আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও খন্দকার মুশতাকের ছত্রছায়ায় দক্ষিণপন্থিরা ও নব্য ধনীরা (Nouveau Rich) শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং সপরিবারে তার মর্মান্তিক ও নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডের পর এই গোষ্ঠীই সবকিছুর অন্যতম ইবহবভরপরধৎ-তে রূপান্তরিত হয়। এ কথাও সত্য, বঙ্গবন্ধুও তার দলীয় শ্রেণিগত সীমাবদ্ধতার জন্য সমাজতন্ত্রের দিকে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হতে পারেননি। বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠন করে শেষ মুহূর্তে তিনি তার মতো করে একটি শেষ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তা আঁতুড়ঘরেই মৃত্যুবরণ করে। বঙ্গবন্ধু শাহাদত বরণ না করে বেঁচে থাকলে কী হতো বা হতে পারত, সেই আলোচনা আজ বৃথা এবং নিতান্তই একটি অনুমানমূলক অমীমাংসেয় Hypothetical আলোচনা।

কিন্তু স্বাধীনতার ঊষালগ্নে দেখা বঙ্গবন্ধুর দারিদ্র্যমুক্ত-ক্ষুধামুক্ত-শোষণহীন-সমাজতান্ত্রিক-গণতান্ত্রিক দেশের মহৎ স্বপ্নটি তার দল আজ মূলত ছেড়ে দিলেও সাধারণ মানুষ দেশবাসী জনগণ এবং তার দলের ভেতরে ও বাইরে এখনো থেকে যাওয়া তার লাখ লাখ অনুসারী ভক্ত নিশ্চয়ই আজো সেই স্বপ্ন ছাড়েননি। সেই স্বপ্নগুলো বাস্তবায়নের সঠিক পথটি না বের করা পর্যন্ত সব শহিদের প্রতি আমাদের ঋণ পূর্ণভাবে পরিশোধিত হবে না। আসুন, স্বীয় কর্তব্য সমাপ্ত করার জন্য ব্রুসের মতো অধ্যবসায় ও মনোযোগ দিয়ে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আবার আমরা সেই 'হারানো সিঁড়ির চাবিটি' খুঁজে বার করি। আমরা শহিদদের প্রতি আমাদের ঋণ পরিশোধ করি। বিশ্বের বুকে আমাদের প্রিয় স্বদেশ শোষণহীন-লুণ্ঠনহীন-দুর্নীতিহীন গণতান্ত্রিক উন্নত স্বচ্ছ এক দেশ হিসেবে আবার মাথা উঁচু করে উঠে দাঁড়াক।

লেখক: চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS القطرية

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

Digital Travel Astoria

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

প্রিয় বন্ধু'র মায়ের মৃত্যুতে



আনোয়ার শাহাদাত

বাঙালী মায়েরাও খুব হতভাগ্য! দুনিয়ার অন্যান্য অনেক হতভাগ্য মায়েদের মতনই। তারা সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে যে পরিমাণ নিষ্ঠুর হয়ে থাকেন তার উদাহরণ যদিও দুনিয়ার সকল মায়েদের ক্ষেত্রেই সমান। বিশেষ করে আবার বাংলার গ্রামীণ মায়েদের যেন অধিকতর নিষ্ঠুর ভূমিকায় অবতীর্ন হতে হয়!!

কদিন আগে আমার এক প্রিয় বন্ধু'র মায়ের মৃত্যুতে তিনি তার পরিবারের বাইরের সুহৃদদের জন্য ছোট্ট একটা প্রতিক্রিয়া লিখেছেন। সে যেমন এমন হৃদয়স্পর্শকারী একটা লেখা হতে পারে। ওই লেখা পাঠ পরঃ মনে হয়- কেবল জীবনের সবকিছু থামিয়ে দিয়ে ঠিক স্থির হয়ে থাকাই যেন জীবনের মানে... কেননা এরপর... এরপর বলে আর কিছু থাকবার নেই। বন্ধুর মাকে এমন করে বিদায় হতে দেখে আর কী-ই বা করনীয় থাকতে পারে, যেন সবকিছুই থামিয়ে ছাড়া! ওই বন্ধু'র [আবেদীন কাদের] ছোট সেই লেখাটার একটা অংশ আবার আমার জন্য ছিল এমন যে; আমি যেন চিৎকার দিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে দুনিয়াবাসীকে জানান দেইড় হ্যাঁ এমন করেই আমার মা'ও আমার বন্ধুর মায়ের মতনই পেছনে দাঁড়িয়ে আমার ফেলে আসা পথের দিকে তাকিয়ে থাকে, আমি তার দেহের নড় কাটা সন্তান যেন তাকে ওই সবুজ কলাপাতার রঙে হারিয়ে যেতে দিয়ে থাকি। আমার বন্ধু লিখেছেন এমনটি 'আমি লঞ্চের ডেক থেকে দেখতাম, মা আমাদের বাইরের ঘরের পাশে কলা গাছের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। লঞ্চটা ধীরে ধীরে পদ্মায় দূরে চলে যেত, মার ছবিটা গাছের সবুজের সঙ্গে মিলিয়ে যেত। আমি চোখ মুছে দাঁড়িয়ে থাকতাম লঞ্চের ডেকে। মাকে নিয়ে এ ছবিটাই বেশি মনে পড়ে আমার! মা এবং আমার ছেলেবেলা নিয়ে একটি অসমাপ্ত লেখা শুরু করেছিলাম, সেটি শেষ করতে হবে।'

আমি যখন এখনো গ্রামে যাই আমার বিছানা হয় আমার বাবার বিশ্রামের বিছানাটা। ঘুমের জন্য যাই ভেতরের ঘরে মা-বাবার বিছানাটায়। মা কখনো একদিন বা একরাতের বেশী আমাকে তার গ্রামের বাড়ীতে, তার প্রিয় ঘরটায়ও থাকতে বলে না। কেনোনা, যদি তার ছেলের কষ্ট হয় অমন গ্রামে থাকতে, অমন তত আধুনিক নয় তার ঘরে! ফলে আমি ১২ হাজার মাইল দূর হতে গিয়ে একরাত পালাক্রমে বাবার বসার বিছানায় ও বাবা-মায়ের গ্রামীন খাটটির কথিত অবিলাসী বিছানাটায় ঘুমিয়ে আসি; সে এক রাত, একরাত মাত্র। এর পরদিন আমাদের মায়েরা নিষ্ঠুর হয়ে ওঠেন তাদের সন্তানদের ভালও থাকাবার জন্যে..... সে নিজেদের সন্তানদের ভাল থাকবার দূরে ঠেলে দেয়া..... ! আহ ! এর নামই বুঝি মা!!

আমার মা প্রতি সপ্তাহে আমাদের গ্রামের বাড়ী হতে হয় শুক্রবার নয় শনিবার আমার সময় সন্ধ্যায় ফোন করে থাকে। তার পান খেয়ে লাল করা অপূর্ব সুন্দর মুখখানি লয়ে হেসে দিয়ে নাতী ও বউয়ের খোঁজ নেবে। হতে পারে আসলে একটু পরেই আজ এখন মা আমার ফোন করবে তার নাতনী নাবিলাকে লয়ে। আজ না হলে কাল ফোন করবে, ঠিক আমাদের বাড়ীর উত্তর দরজার ধারের কলাগাছগুলোর সবুজ ঝাড়ের পাশ হতে।

আসলে জীবন হচ্ছে এইড় যে এমন বসন্ত ধাবমান সাঁঝের কালে টেনিসি বারবন (জ্যাক ড্যানিয়েল) হুইস্কি পানায়ে পরে ধুমসে হেমন্তের পরিচালনায় গীতা দত্তের গানে মিনা কুমারীর [মেহজাবীন] অভিনয়ে গানের ভিডিও দেখা যেখানে মীনা তার ডান হাতের আংটি আঙ্গুলে কাজল মেখে চোখের নিচের পাপড়ি পাতায় তা মেখে দিচ্ছে..... :)। মীনা কুমারী আমার মায়ের মতন সুন্দর!

তারা একই সময়ে জন্মেছিলেন। চিয়ার্স! জীবন হচ্ছে এখনও পর্যন্ত দিব্যি বেঁচে থাকা যা দুখের মতন করে না ধরে বরং আনন্দের মতন ধরে নিতে তো আর কোনও অসুবিধা নেই! অর্থাৎ জীবনে আনন্দের ধরে নিতে তো আর 'পয়সা লাগে না'!

লেখক: সাংস্কৃতিক বক্তিত্ব, লেখক, নিউইয়র্ক।

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন


DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S


DR. BORNALI HASAN MD

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

SHARIF TAX SERVICE



IRS Authorize e-file provider
37-47 77th Street,
Jackson Heights, NY 11372
PH: 917-547-7298
917-858-4249
e-mail: shariftaxservice@gmail.com

SHARIF Q. ALAM (HIRA)
B.Sc. (Hons), MS, DU
20 Years experience
Tax Prepare
NYS-Lic! Real Estate Sale agent

SERVICES:
● Tax Service
● Immigration
● Real Estate

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ



অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার থ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

শহীদ জিয়ার খেতাব ও রাজনৈতিক নীচুতা

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

শেক্সপিয়ার রাজনৈতিক নেতৃত্ব-মহত্ত্বকে এভাবে দেখেছেন : 'Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon'. শহীদ জিয়ার নেতৃত্ব-মহত্ত্ব জন্ম থেকে প্রাপ্ত নয়। এটি আরোপিতও নয়। এটি অর্জিত। নিজ কর্মধারা দায়িত্ববোধ, নিষ্ঠা, শ্রম, ত্যাগ-তিতিক্ষা, সাহস এবং দেশপ্রেম দ্বারা তিনি এটি অর্জন করেছেন। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই দেশে রক্ত সাগরে অবগাহন করেছেন তিনি। অবশেষে দেশ, জাতি, রাষ্ট্রের নায়ক ও ধারকদের সতত স্বীকৃতির স্মারক পেয়েছেন তিনি। এটি কারো দয়া বা অনুগ্রহের প্রাপ্তি নয়। একটি মুক্তিযুদ্ধে ঢেলে দেয়া ত্যাগ-তিতিক্ষা ও শ্রম সাধনার ফসল।

অনেকেই যুদ্ধ করেছেন। সাধারণ সৈনিক থেকে সেনাপতি পর্যন্ত। কেউ বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করেছেন। তারা জাতির 'বীরশ্রেষ্ঠ'। আবার উত্তম নেতৃত্বের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকে জয়ের প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছেন, তারা বীর উত্তম খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। এভাবে প্রাপ্ত হয়েছেন বীর বিক্রম এবং বীর প্রতীক ইত্যাদি খেতাব। বীর উত্তম খেতাবটি বেঁচে থাকা যুদ্ধনায়কদের শ্রেষ্ঠ খেতাব। তিনি যে সেক্টর কমান্ডার ছিলেন, জেড ফোর্সের প্রধান ছিলেন এবং যুদ্ধ কৌশলের অন্যতম প্রণেতা ছিলেন– তা প্রমাণ দিয়ে তথ্য দিয়ে প্রমাণ্য বিষয় নয়। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে তার নাম লেখা আছে। আর তিনিই ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা সেনাবাহিনীর অনুঘটক। তিনটি কারণে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে জিয়াউর রহমানের অবদান অনন্য।

প্রথমত, তিনি স্বাধীনতার ঘোষক। রাজনৈতিক নেতৃত্বকে সামনে রেখেই এগিয়েছিলেন তিনি। দ্বিতীয়ত, তিনিই প্রথম পাকিস্তানি সামরিক পদাধিকারী কর্মকর্তা যিনি প্রথম বিদ্রোহের সূচনা করেছিলেন। বলেছিলেন, 'উই রিভোল্ট'। তৃতীয়ত, একটি সংগঠিত সেনাদল নিয়ে তিনিই প্রথম ভারতে প্রবেশ করেন। পরে সেই আদলে বিদ্রোহী সেনাদের সমন্বয়ে মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী সংগঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বঙ্গবন্ধুর সরকার তাকে বীর উত্তম খেতাবে ভূষিত করে। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের প্রেক্ষাপটে তার বীরত্বের প্রশংসা করেন। ভারতের প্রেসিডেন্ট সঙ্জিব রেড্ডি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তার অনন্য সাধারণ ভূমিকার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। স্বাধীনতার ৫০ বছর পরে রাজনৈতিক মতলববাজরা এখন আবিষ্কার করছেন যে, জিয়াউর রহমান পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএস-এর এজেন্ট ছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে জিয়াউর রহমানকে কেন্দ্র করে তারা কটুকাটব্য করছেন ও অসত্য, অশালীন বক্তব্য প্রচার করছেন। তাদের সর্বশেষ রাজনৈতিক নীচতার প্রমাণ 'বীর উত্তম' খেতাব কেড়ে নেয়ার প্রস্তাবনা।

এই প্রস্তাবনা উত্থাপন করেছেন এমন এক ব্যক্তি যিনি ১৫ আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডের অন্যতম প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ অংশীদার। জাসদের গণবাহিনীর সংশ্লিষ্টতা ছিল তার। সে দিন দেখলাম এক টকশোতে তিনি ইনিয়ে বিনিয়ে ভুলের স্বীকৃতি দিচ্ছিলেন। আসলে এরা হচ্ছে নীতিহীন ক্ষমতাপাগল একদল মানুষ। যারা ক্ষমতার জন্য না পারে এমন কিছু নেই। সাম্প্রতিককালে তিনি মন্ত্রিত্ব থেকে পদচ্যুত হয়েছেন। মন্ত্রিত্ব থাকাকালীন অবস্থায় পরিবহন শ্রমিকদের নেতা হিসেবে তার বিরুদ্ধে রয়েছে দুর্নীতি, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসের অভিযোগ। অনেকেই মনে করেন, একধরনের নেতিবাচক কাজ করে তিনি নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। কথাই তো আছে– 'রাজা যা বলে পারিষদ বলে তার শতগুণ'। আজকাল 'ডিজঅর্ডার বিকামস অর্ডার অব দ্য ডে' অন্যায়, অনিয়ম ও উচ্ছৃঙ্খলা-বিশৃঙ্খলা নেতৃত্বের গুণাবলি হয়ে দাঁড়িয়েছে।



আগে নেতারা ত্যাগ-তিতিক্ষা, শ্রম ও নিষ্ঠার মাধ্যমে নেতানেত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে চোখের সামনে দেখেছি– বেয়াদব জুনিয়র কর্তৃক আদব সিনিয়রকে মার খেতে। যে যত বেপরোয়া হতে পারে ততই তার শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি ঘটে। বলা বাহুল্য, এই নেতাও সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের মাধ্যমে শীর্ষদেশে পৌঁছেছেন। রাজনৈতিকভাবে বঞ্চিতরা এভাবেই কৌশল করে কুশলতা অর্জন করতে চায়। শোনা যায়, বিএনপি আমলে ঘাতকদালাল নির্মূল কমিটির প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল সরকারদলীয় এরকম ক্ষমতাপাগল লোকদের দ্বারা। অবশ্য সংগঠনটি আওয়ামী লীগ দ্বারা হাইজ্যাক হয়ে যায়। যা হোক সে দিন টকশোতে উপস্থাপক তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : এটা আলজাজিরার ঘটনা থেকে জনগণের চোখ অন্য দিকে ফেরাবার কৌশল কিনা? জিয়াউর রহমান সম্পর্কে ক্ষমতাসীন লীগের অভিযোগের শেষ নেই। ১৫ আগস্টের নির্মম ঘটনাবলির সাথে তাকে সংশ্লিষ্ট করে ইদানীং কথা বলছেন নেতানেত্রীরা। ১৫ আগস্ট নিয়ে এই সরকার তদন্ত করেছে। যারা ১৫ আগস্ট ঘটনার কুশীলব ছিল তারা কেউ বলেননি যে, জিয়াউর রহমান কোনোভাবেই আগস্ট হত্যাকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

৩ নভেম্বর সেনা অভ্যুত্থানের মূল নায়ক কর্নেল শাফায়াত জামিল ১৯৮৮ সালে আমাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেন, জিয়া আগস্ট হত্যাকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। পরবর্তীকালে তার সাক্ষাৎকার এবং প্রকাশিত দু'টি গ্রন্থে তিনি সেই কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন। অথচ আওয়ামী লীগের লোকেরা কারো কারো দুর্বল পরোক্ষ উদ্ধৃতি ব্যবহার করে মিথ্যাচার করতে চাইছে। এ ক্ষেত্রে যথার্থ উদ্ধৃতিটি এরকম 'সুজনে সুজশ গায়-কুজশ নাশিয়া, কুজনে কুজশ গায় সুজশ ঢাকিয়া'। আগস্ট হত্যাকারীদের বিচার করা হয়েছে। ফাঁসি দেয়া হয়েছে তখন তাদের এটি খেয়াল ছিল না। এখন তাদের খেয়াল এই কারণে যে, অবশেষে জিয়াউর রহমানের উত্তরাধিকার এবং তার সৃষ্ট রাজনৈতিক দল তাদের ক্ষমতার প্রতি চ্যালেঞ্জ। বিগত ১২ বছর ধরে এই দলটির প্রতি তাদের অন্যায়-অত্যাচার চলছে। এই দলের হাজার হাজার নেতাকর্মী হত্যা, গুম, হামলা, মামলার শিকার হয়েছে। এরপরও তৃণমূলে গরিষ্ঠ জনগণ বিএনপিকে সমর্থন করে। এই সময়ে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোতেও জাতীয় পর্যায়ের কারসাজি ও শক্তি প্রয়োগ করে তাদের জিততে হচ্ছে। নিত্যদিন ওবায়দুল কাদের বলেন : বিএনপি নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং তিনিই আবার প্রতিদিনই বিএনপির বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন। তাহলে তারা যে নিঃশেষ হয়ে যায়নি তিনিই তা প্রমাণ করছেন।

ক্ষমতাসীন দলের এই প্রবণতা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির নীচতাকেই প্রমাণ করে। বিজ্ঞজনরা অনেক গবেষণায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে নিম্নস্তরের বলেছেন। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য ভিলেজ পলিটিক্স স্টাইলে তারা এমন সব কথাবার্তা বলেন যা তাদের রাজনৈতিক অপরিকৃতা ও অসারতাই প্রমাণ করে। দুঃখের বিষয় বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্র তার ইতিহাসের ৫০ বছর অতিক্রম করতে যাচ্ছে। এই অবস্থায়ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভিত্তি রচিত হয়নি। ক্ষমতাসীনরা মনে করেন যে, জোর করে দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থাকার মানেই হচ্ছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। আসলে সমাজে ভেতরে ভেতরে এর মাধ্যমে যে ক্ষোভ দুঃখ-কষ্ট সঞ্চিত তা একসময় বিস্ফোরণ ঘটায়। আমরা কেউই বিস্ফোরণ দেখতে চাই না। সে জন্যই স্বাভাবিক নির্বাচন ও স্বাভাবিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি দেখতে চাই। গায়ের জোরে যে ইতিহাস পাল্টানো যায় না তা বুঝতে এরা অক্ষম।

জিয়াউর রহমান দোষে-গুণে মানুষ ছিলেন। তার অর্জন যেমন রয়েছে হয়তো ব্যর্থতাও রয়েছে। মানুষ মৃতের সাথে লড়াই করে না। অথচ এরা তা করছে। তবে আদর্শের সমালোচনা বহমান। জিয়াউর রহমানের আদর্শ এ জাতি গ্রহণ করেছে কি করেনি তার দলের বারবার নির্বাচিত হওয়া থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আজো যদি কেউ জিয়াউর রহমানের সমালোচনা করতে চায় তা করতেই পারে। কিন্তু যেটি সর্বজন স্বীকৃত সত্য, যেটি ইতিহাস হিসেবে সর্বত্র স্বীকৃত সেটি চ্যালেঞ্জ করা যায় না। মুক্তিযুদ্ধে জিয়াউর রহমানের ভূমিকাকে চ্যালেঞ্জ করার মাধ্যমে প্রকারান্তরে তারা যে মুক্তিযুদ্ধকে প্রশ্নবিদ্ধ করছেন বা মুক্তিযুদ্ধকে অবমাননা করছেন সেটি তাদের বোধগম্য নয়। এই সমাজে বিবেকবান মানুষের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। সে দিন সৈয়দ আবুল মকসুদ ছিলেন। আজ আর নেই। গত সপ্তাহে তিনি লিখেছিলেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে ভূমিকা রেখেছেন। সশস্ত্র যুদ্ধে কার কী অবদান সে প্রশ্নের মীমাংসা প্রবাসী সরকারের নেতাদের সাথে আলোচনা করে বঙ্গবন্ধুর সরকারই ১৯৭৩ এ করে গেছে। তার ওপর কলম চালানো, তাকে চ্যালেঞ্জ করা অতি অশোভন।'

এটি একটি অপ্রিয় সত্য যে, এ ধরনের প্রবণতার মাধ্যমে ক্ষমতাসীন সরকার দেশকে ভাগ করতে চায়। স্বাধীনতার প্রাথমিক বছরগুলোতে তারা মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধা সেনাবাহিনী চিহ্নিত করে সেখানে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে। যার কারণে দু'জন জনপ্রিয় রাষ্ট্রপতিকে তাদের হাতে প্রাণ দিতে হয়। আমলাতন্ত্রকে মুজিবনগরীয় ও অমুজিবনগরীয়ভাবে বিভক্ত করে। সে দিনও তারা জনগণকে স্বাধীনতার পক্ষ ও বিপক্ষ হিসেবে বিভাজিত করে। আজো তাদের সে চেষ্টা চলছে। এর মাধ্যমে একটি জাতিকে তেতিয়ে ক্ষেপিয়ে আপাত ক্ষমতার মালিক হওয়া যায়। কিন্তু অবশেষে জাতীয় ঐক্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যায়। জাতীয় মৌলিক নীতিগুলোকে তারা এমনভাবে বিন্যস্ত করছে যে, জাতীয় আদর্শের প্রতিনিধিত্বশীল একটি জাতি সংহত হয়ে গড়ে উঠছে না। সেভাবে জাতির গণতান্ত্রিক মন-মানস ও প্রতিষ্ঠানকে তারা এমনভাবে বিপর্যস্ত করেছে যে অদূরভবিষ্যতে এর মেরামত দুরূহ বিবেচিত হবে। অথচ যে জিয়াউর রহমানকে তারা অপাঙতেয় করে তুলতে চায়, মুছে দিতে চায় যার অবদান তিনিই শেখ হাসিনাকে দেশে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দিয়েছিলেন। ১৯৭৭ সালে রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের আওতায় বাকশাল ঝেড়ে আওয়ামী লীগ বৈধতা পেয়েছিল। বাকশালের মাধ্যমে বিসর্জিত গণতন্ত্র জিয়াউর রহমানই পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন। সামরিক শাসক হিসেবে জিয়াউর রহমানের শত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জাতীয় ঐক্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন উদ্দীপনার জন্য জাতি চিরকাল তাকে স্মরণ করবে।

গত ১২ বছর ধরে গণতন্ত্রের লেবাসে জিয়াউর রহমানের সেই অর্জনগুলো পরিত্যজ্য হয়েছে। মানুষ গণতন্ত্রহীনতার মধ্যে বসবাস করছে। নির্বাচনের মতো সতত স্বাভাবিক বিষয়কে অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। মানুষ হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে আছে। একটি অংশ আত্মসমর্পণ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করছে। অপর অংশ রাগ-দুঃখ-ক্ষোভে দুমড়ে মরছে। এ অবস্থা বেশি দিন চলতে পারে না। 'দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা শুধিতে হইবে ঋণ!'

লেখক : অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং



আমরা বাংলায় কথা বলি

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই
আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্যে। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনার এতটুকু হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

ইউএসসিআইএস সিটিজেনশীপ পরীক্ষায় পুরনো পদ্ধতির পুনরায় প্রবর্তনঃ

ইউএস সিটিজেনশীপ এন্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসের ঘোষণা অনুযায়ী নাগরিকত্বের আবেদনকারীরা ২০২১ সালের ১ মার্চ থেকে পুনরায় আগের পদ্ধিতিতে পরীক্ষা দিতে পারবেন। পুরনো পরীক্ষা পদ্ধতি ২০০৮ সালে প্রবর্তিত হয়েছিল।

কিন্তু আবার ২০২০ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে ইউএস সংশোধিত পরীক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করে। যারা ন্যাচারালাইজেশনের মাধ্যমে সিটিজেনশীপের জন্যে আবদেন করবে তাদের ক্ষেত্রে সংশোধিত পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে এবং তাদের জন্য এটা একটি সাংবিধানিক শর্ত হিসেবে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে আবেদনকারীদের যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস, মৌলিক নীমিতালা এবং সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রমাণ তারপর এবং ২০২১ সালের ১ মার্চের আগে নাগরিকত্বেও জন্য আবেদন করেছেন তারা ২০২০ বা ২০০১৮ সালের যে কোন পদ্ধতিতে পরীক্ষা নিতে পারবেন। আর যারা ২০২১ সালের ১ মার্চ বা তারপর আবেদন করবেন তাদের ২০০৮ সালের নগরিকত্ব পদ্ধতিতে পরীক্ষা দিতে হবে।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ২৪ ফেব্রুয়ারী বুধবার গ্রিনকার্ডের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুললেনঃ

সাবেক প্রেসিডেন্ট ডেনাল্ড ট্রাম্প কোভিড-১৯ এর কারণে জব মার্কেটের বিপর্যয় ঠেকানোর নামে ২০২০ সালের শেষে গত বসন্তে গ্রীনকার্ড ইস্যু করা বন্ধ করে দেন। পরে ট্রাম্প ৩১ ডিসেম্বর তিনি সেই আদেশ মার্চের শেষ নাগাদ বর্ধিত করেন। ট্রাম্প মনে করতেন যে ইমিগ্র্যান্টরা 'ইউএস শ্রম বাজারের জন্য ঝুঁকি' এবং ১০০১৪ এবং ১০০৫২ প্রক্লেকেশনের মাধ্যমে ইমিগ্র্যান্টদের যুক্তরাষ্ট্র প্রবেশ বন্ধ করে দেন। প্রেসিডেন্ট বাইডেন গত ২৪ ফেব্রুয়ারী বুধবার এক নির্বাহী আদেশে ট্রাম্প আমলের সেই- নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন এবং কারোনা মাহমারি কালে নতুন গ্রিনকার্ড ইস্যু করার ঘোষণা দেন। যদি কারো আবেদন ট্রাম্পের ঘোষণায় স্থগিত থাকে তবে তিনি শিগগিরই এপয়েন্টমেন্ট পাবেন।

ইউএস সিটিজেনশীপ এ্যাক্ট ২০২১ (ইউএসসিএ)

গত ১৮ ফেব্রুয়ারী কংগ্রেসে ইউএস সিটিজেনশীপ এ্যাক্ট ২০২১ (ইউএসসিএ) উত্থাপন করা হয়েছে। বিলটিকে আইনে পরিণত করতে অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। প্রেসিডেন্ট বাইডেনের স্বাক্ষর গ্রহণের পূর্বে বিলটি কংগ্রেসের উভয় পরিষদ সিনেট এবং হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভের অনুমোদন পেতে হবে। বিলটি পাশের জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন লাভের সম্ভাবনা কতখানি তা আমরা কিছু সময় পর জানতে পারবো। আমরা মনেকরি বিলটি আইন হিসেবে পাশ হওয়ার পূর্বে কিছু ধারার পরিবর্তন হবে রিপাবলিকানদের সমর্থন পাওয়ার জন্য। আমরা বিলটির প্রতি নজর রাখবো এবং এর অগ্রগতি সম্পর্কে আমাদের পাঠকদের এই বিভাগের মাধ্য াজনিয়ে দেব।

মার্চ ২০২১ ভিসা বুলেটিনঃ

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) মার্চ ২০২১ ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের জন্য ফ্যামিলি ভিসার সম্ভাবনা নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

ফ্যামিলি-স্পন্সর রেফারেন্সেসঃ

প্রথমঃ (এফ-১) ইউএস নাগরিকদের অবিবাহিত ছেলে এবং মেয়েঃ ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪।

দ্বিতীয়ঃ পারমানেন্ট রেসিডেন্টের স্বামী বা স্ত্রী (স্পাউস) অপরিণত বয়সের সন্তানেরা এবং অবিবাহিত ছেলে এবং মেয়েরাঃ

এ. (এফ-২এ) পারমানেন্ট রেসিডেন্টেদের স্বামী বা স্ত্রী (স্পাউস) এবং ২১ নিম্ন বয়সের ছেলেমেয়েরাঃ চলতি।

বি. (এফ-২বি) পারমানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত ছেলে এবং মেয়েরা (২১ বছর বা তার বেশি বয়সী) জুলাই ২২, ২০১৫।

তৃতীয়ঃ (এফ-৩) ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত ছেলে এবং মেয়েঃ ১ আগস্ট, ২০০৮।

চতুর্থ. (এফ-৪) পরিণত বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই এবং বোনঃ ২২ অক্টোবর, ২০০৬।

বিস্তারিত জানার জন্য ইউএসস্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েব সাইট: https:/travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-lawo/visa-bulletin/2021/visa-bulletin-for-march-2021-2021.html



নিউইয়র্ক থেকে অশরাফ খানের প্রশ্নঃ

আমি আমরা স্ত্রী ও দুই সন্তানসহ এদেশে আসি। এখানে আসার পরে আমাদের আরো একটি সন্তান হয়েছে। সন্তান হবার পরে আমার স্ত্রী যখন হাসপাতালে ছিলো তখন সেখানে তাকে কিছু ফর্ম পূরণ করতে হয়েছিল। সেই সময় সে আমাদের নবজাত সন্তানের নামের বানান ভুল লিখেছিল। আমি আমার নবজাত সন্তানের বার্থ সার্টিকিট হাতে পাবার পরে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয়েছিলাম। সেই থেকে আমি আমার সন্তানের নামের বানান শুদ্ধ করার চেষ্টা করে আসছি, কিন্তু পারছি না। আমি হাসপাতালের সাথে যোগাযোগ করেছি কিন্তু হেলথ ডিপার্টমেন্টে গেলে তারা আমাকে হাসপাতালে যেতে বলে- না হলে কোর্টের অর্ডার আনতে বলে। আমি আমার সন্তানের সোস্যাল সিকিউরিটি নম্বর এবং ইউএস পাসপোর্টের জন্য আবেদন করি নাই।

আশরাফ খানের প্রশ্নে উত্তরঃ

একবার বার্থ সার্টিফিকেট ইস্যু হয়ে গেলে তখন কোর্টের অর্ডার ব্যতিত আর নাম পরিবর্তন করা যায় না। যদি শুধুমাত্র হেলথ ডিপার্টমেন্ট ভুল করে নাম লিখে থাকে তখনই একমাত্র সুযোগ থাকে নাম শুদ্ধ করার।

নাম পরিবর্তনের জন্যে কোর্টের অর্ডার প্রয়োজন। আর এটাই হচ্ছে যথাযথ পদ্ধতি। তার পরে হেলথ ডিপার্টমেন্ট বার্থ সার্টিফিকেট ইস্যু করবে সটিক নামের জন্য। একটা কথা মনে রাখা দরকার আর তাহোল যে, নামের বানান ভুল হলে নাম হিসেবে বিবেচনা হতে পারে, ভুল বানান হিসেবে নয়।

কোর্টের অর্ডারের জন্যে আপনার কাউন্টির সিভিল অথবা সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করতে হবে। নাম পরিবর্তেনের আবেদনে সন্তানের মা-বাবা উভয়ের স্বক্ষর দরকার। পেপার রিভিউ এর পরে জাজ বিজ্ঞাপনের জন্যে অর্ডার দেন। নিউজ পেপারের বিজ্ঞাপন দেবার পরে ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন নিয়ে এফিডেভিডসহ ফাইল করতে হবে। তারপর জাজ ফাইনাল অর্ডার দেবেন। তখন ঐ অর্ডার নিয়ে হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে নতুন বার্থ সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে।

নিউইয়র্ক থেকে কামার আহমেদের প্রশ্নঃ

আমি আমার স্ত্রীর আবেদনে গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছি। আমার স্ত্রী একজন ইউএসএ'র সিটিজেন। কিন্তু আমি কখন সিটিজেনশীপের আবেদনের জন্যে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবো। আর সিটিজেনশীপের আবেদনের জন্যে কি কি তথ্যপত্র প্রয়োজন হবে?

এই বিভাগের মাধ্যমে আপনার পরামর্শ পেলে উপকৃতি হব।

কামাল আহমেদের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনি আপনার স্ত্রীর আবেদনের প্রেক্ষিতে গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছেন। অর্থাৎ আপনি ম্যারেজ কেসের ভিত্তিতে গ্রিনকার্ড নিয়ে এদশে এসেছেন কিন্তু আপনার ঐ গ্রিনকার্ড যদি বিয়ের দুই বছরের মধ্যে ইস্যু হয়ে থাকে তবে আপনার গ্রিনকার্ড হচ্ছে কন্ডিশনাল গ্রিনকার্ড। অর্থাৎ কন্ডিশনাল গ্রিনকার্ডধারীরা তাদের গ্রিনকার্ড পাবার পাঁচ বছর পর সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করতে পারে। তবে ইউএস সিটিজেন স্পাউস পারমানেন্ট গ্রিনকার্ডধারী হলে তার গ্রিনকার্ড পাবার তিন বছর পর সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করতে পারে। সিটিজেনশীপের আবেদনের জন্য প্রয়োজনঃ ফর্ম-এন ৪০০, গ্রিনকার্ড স্টাইনের ৪ কপি ছবি, গ্রিনকার্ডের কপি, আইএনএস এর যথাযথ ফিস, গ্রিনকার্ড পাবার পাঁচ বছর পর আবেদন করলে লাগবেঃ পাসপোর্ট, গ্রিনকার্ড, ট্যাক্স রিটার্নের কপি, ম্যারেজ সার্টিফিকেট, বার্থ সার্টিফিকেট।

আপনার ব্যাপারে পরামর্শ দিতে হলে আপনার সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রয়োজন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

ইরানের পারমাণবিক চুক্তিতে কি যুক্তরাষ্ট্র ফিরতে পারবে



গাজীউল হাসান খান

যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জো বাইডেনের বিজয় ইরানের সঙ্গে ২০১৫ সালে স্বাক্ষরিত 'পাঁচ+এক' বৃহৎ শক্তির পারমাণবিক চুক্তিটিকে হয়তো বিলুপ্ত বা নিষ্ক্রিয় হওয়ার হাত থেকে আপাতত রক্ষা করেছে। তবে এ ক্ষেত্রে বাইডেনের ভূমিকা এখনো সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয়। ইহুদিবাদী রাষ্ট্র ইসরায়েলের শুভাকাঙ্খী হিসেবে পরিচিত জো বাইডেন ইরানের ওপর থেকে তাঁর পূর্বসূরি ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপিত অর্থনৈতিক ও অন্যান্য নিষেধাজ্ঞা বর্তমান অবস্থায় প্রত্যাহার করতে তাৎক্ষণিকভাবে রাজি নন। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য ও জার্মানীর সঙ্গে ২০১৫ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তি থেকে তিন বছর পর অর্থাৎ ২০১৮ সালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বেরিয়ে যাওয়া এবং পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা জারির ফলে ইরান ক্রমেই সম্পূর্ণভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। কিন্তু পারমাণবিক বিস্তার রোধ ও অন্যান্য নিরাপত্তাজনিত আশঙ্কা থেকে মুক্তির প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট বাইডেন আবার আগের চুক্তিতে ফিরে যেতে চেয়েছেন। কিন্তু ইসরায়েল ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচির বিরুদ্ধাচরণ ছাড়াও বিভিন্ন শর্ত বা দাবি তুলে যাচ্ছে তার পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরিসহ বিভিন্ন প্রকল্পের বিরুদ্ধে। সুতরাং সে ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছা পূরণে সম্মত না হওয়া পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট বাইডেন ইরানের বিরুদ্ধে জারি করা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে রাজি নন।

এদিকে কয়েক দিন আগে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার (আইএইএ) সঙ্গে জেনেভায় ইরানের এক অস্থায়ী বোঝাপড়ার ফলে ইরান তাকে তার ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের সীমিত কার্যক্রম গত ২৩ ফেব্রুয়ারী থেকে তিন মাসের জন্য চালু করার সুযোগ দিয়েছে। এবং এই নির্ধারিত তিন মাসের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রকে তার পূর্ব স্বাক্ষরিত চুক্তিতে অর্থাৎ 'দ্য জয়েন্ট কম্প্রিহেনসিভ প্ল্যান অব অ্যাকশনে' ফিরে এসে তার (ইরান) বিরুদ্ধে সব অর্থনৈতিক অবরোধ প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট তাতে এখনো সম্মত না হলেও যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানি এই পূর্ব স্বাক্ষরিত চুক্তিটি বাঁচাতে এবং যুক্তরাষ্ট্রকে আবার তাতে ফিরিয়ে আনতে অত্যন্ত ব্যস্ত ও বহুমুখী দূতিয়ালি কার্যক্রম শুরু করেছে বলে আভাস পাওয়া গেছে। জাতিসংঘ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এ ব্যাপারে অত্যন্ত আন্তরিক বলেও গণমাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু ইরানের কট্টর বিরোধী বলে পরিচিত ইহুদিবাদী রাষ্ট্র ইসরায়েল এবং তার আমেরিকান সহযোগীরা আবার সেই চুক্তিতে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর শর্তাবলি তুলে ধরার চেষ্টা করছে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইসরায়েলের নিরাপত্তার ব্যাপারে সজাগ এবং তাদের বন্ধু হিসেবে পরিচিত হলেও শেষ পর্যন্ত সেই চুক্তিতে ফিরে যেতে অত্যন্ত আগ্রহী। এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিনকেন এখন অত্যন্ত ব্যস্ত সময় পার করছেন–কিভাবে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি ব্যবস্থায় পৌঁছা যায়। কিন্তু এ বিষয়টি খুব যে সহজ হবে তা নয়। কারণ ডোনাল্ড ট্রাম্পের পতনের ফলে সৌদি নেতৃত্বাধীন মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি রাষ্ট্র



এখন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সমরাস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারে অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় পড়েছে। এ ছাড়া সৌদি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও কিছুটা নড়বড়ে অবস্থায় পড়েছে। সে কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তুরস্ককে ডেকে এনেছে সৌদি আরব। কাতারের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করেছে গালফের অর্থনৈতিক সহযোগিতা (জিসিসি) বলয়। ফিলিস্তিনে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, ইয়েমেনের ওপর হামলার অবসান এবং গাজা থেকে অবরোধ উঠিয়ে নেওয়ার প্রশ্নে গাজার হামাস, ইয়েমেনের হুতি এবং লেবাননের হিজবুল্লাহ গেরিলা বাহিনী ইরানের পক্ষে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রকাশ্যেই কাজ করে যাচ্ছে। সেই সব বাহিনী মধ্যপ্রাচ্যে অর্থাৎ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রগুলোতে রাজতন্ত্রের ঘোর বিরোধী। তারা মধ্যপ্রাচ্যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ আরবের মধ্যে ইহুদিবাদী রাষ্ট্র ইসরায়েলের অবাঞ্ছিতভাবে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা মেনে নেবে না। সুতরাং ইরান ও তুরস্কের সমর্থন ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এখন মধ্যপ্রাচ্যে কোনো প্রভাববলয় প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব হবে না। কারণ সিরিয়া, ইরাক, ইয়েমেন ও লেবাননের ব্যাপারে রাশিয়া কিংবা চীনেরও কোনো সমর্থন বা সহযোগিতা পাবে না যুক্তরাষ্ট্র।

ক্ষমতায় অবস্থানকালে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্যে এক অযৌক্তিক, অনৈতিক ও অভূতপূর্ব কূটনৈতিক পদচারণ শুরু করেছিলেন। বিশ্বের ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় প্রাণকেন্দ্র জেরুজালেমকে ট্রাম্প ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলের একক রাজধানীর স্বীকৃতি দিয়ে জেরুজালেমে আমেরিকান দূতাবাস স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এতে পূর্ব জেরুজালেমসহ অধিকৃত ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল 'স্বাধীন ফিলিস্তিন' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণাকে পাশ কাটিয়ে পশ্চিম তীরসহ সর্বত্র অন্যান্য ও বেআইনি বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়ে আরো ব্যাপকভাবে এগিয়ে যায়। ট্রাম্প ইসরায়েলের অধিকৃৎ গোলান মালভূমিতে ইসরায়েলের অন্যায় ও অবৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে, যা আন্তর্জাতিক আইনে সম্পূর্ণ অবৈধ। এ ছাড়া বিশ্বের বেশ কয়েকটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। শুধু তা-ই নয়, ট্রাম্প ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর প্ররোচনায় ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালিয়ে সেগুলো ধ্বংস করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রশাসনের শেষ বছরটিতে করোনার প্রাদুর্ভাব এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক কারণে ট্রাম্প ও নেতানিয়াহু সে পরিকল্পনা থেকে সরে আসেন। ইরান আক্রমণ ও তার পারমাণবিক স্থাপনাগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনায় সৌদি আরব, আরব আমিরাতসহ আরো কয়েকটি মুসলিমপ্রধান ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সমর্থন ছিল বলে জানা যায়। তবে তুরস্ক, রাশিয়া ও চীন আগাগোড়াই সে পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল। ট্রাম্পের সে ধরনের অনৈতিক কার্যকলাপ ও পরিকল্পনার কারণে মুসলিম এবং গণতান্ত্রিক বিশ্বের কাছে ট্রাম্প অত্যন্ত বিতর্কিত ও নিন্দনীয় হয়ে পড়েন এবং যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের অন্যতম প্রধান পরাশক্তি হিসেবে তার ভাবমূর্তি প্রায় হারিয়েই ফেলেছিল। ঠিক তখনই এগিয়ে আসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং শেষ পর্যন্ত ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী জো বাইডেনের সাফল্য বিশ্বের গণতন্ত্রমনা মানুষের মধ্যে একটি আশার আলো জ্বালিয়ে দেয়। জার্মানিসহ ছয় জাতি স্বাক্ষরিত ইরানের পারমাণবিক চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বেরিয়ে যাওয়া এবং ইরানের বিরুদ্ধে একের পর এক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারিকে বিশ্ববাসী স্বাভাবিকভাবে নিতে পারেনি। ট্রাম্পের বিভিন্ন অযৌক্তিক কর্মকাণ্ডের ফলে বিশ্ব অর্থনীতি ও কূটনীতি অত্যন্ত হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল এবং এক অর্থে বিশ্বব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা থেকে ট্রাম্পের বিদায় এবং জো বাইডেনের অধিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্ববাসীর মনে আবার এমন একটি আশার সঞ্চার করেছে যে গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জো বাইডেন সব বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে একটি নতুন পথ দেখাবেন। সে কারণেই ইরানের সঙ্গে স্বাক্ষরিত পারমাণবিক চুক্তিতে ফিরে আসা এবং তার বিরুদ্ধে জারি করা সব অর্থনৈতিক অবরোধ প্রত্যাহার করার ব্যাপারে বাইডেনের প্রতি ইরানের বিভিন্ন আহ্বান। এ ছাড়া জাতিসংঘের আইএইএ প্রধান রাফায়েল গ্রসি ভিয়েনায় বলেছেন, তাঁর সঙ্গে ইরানের আলাপ-আলোচনা পারমাণবিক চুক্তিটি পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে আপাতত একটি সুফল দিয়েছে। তবে উভয় পক্ষের ঘোষিত তিন মাস সময়ের মধ্যে আইএইএ যা যা করতে পারবে এবং যা করতে পারবে না তার একটি ফিরিস্তি ইরান দিয়েছে। ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আলী হোসেন খামেনি ইরানের চাহিদা মেটানোর জন্য যে পরিমাণ ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ প্রয়োজন তা উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া ইরানের পার্লামেন্ট ২০ শতাংশ ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের ব্যাপারে সম্প্রতি একটি আইন পাস করেছে। তবে ২০১৫ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে ৩.৬৭ শতাংশ ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের শর্ত লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। গত অর্ধ দশকে ইরানের বিভিন্ন উন্নয়ন কিংবা অর্থনৈতিক প্রকল্পে বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ামের চাহিদা অনেক বেড়েছে। তার মধ্যে জ্বালানি ও স্বাস্থ্যসেবা (ঔষধশিল্প) প্রকল্পেই চাহিদা বেড়েছে কয়েক গুণ। এতে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির কোনো সুযোগই নেই। খামেনি বলেছেন, ইরান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের পরিমাণ ৬০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়াতে পারে। তবে তা নির্ভর করবে নতুনভাবে এই চুক্তি নিয়ে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার ওপর। ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারির ফলে ইরানে প্রায় এক ট্রিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়েছে। ইরানের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের এ বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত। ইহুদিরা ইসরায়েলের অন্যায় আবদার নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে যুক্তিরাষ্ট্র এ ক্ষেত্রে বাস্তবভিত্তিক কোনো সমাধান খুঁজে পাবে না। কারণ ইরান প্রকাশ্যেই বলেছে, তারা কোনো পারমাণবিক বোমা বানাতে আগ্রহী নয়। তার পরও ইরানের পারমাণবিক সংস্থার প্রধান মোহসেন ফকরিজাদেকে গত নভেম্বরে তাঁর দেশে হত্যা করা হয়েছে। সেই হত্যাকান্ড ইসরায়েলের গোয়েন্দা বাহিনীর এক ষড়যন্ত্রের অংশ বলে ইরান প্রচার করেছে। এর আগে ইরানের সেনাবাহিনীর প্রবাদতুল্য সেনানায়ক সোলেমানিকে হত্যা করেছেন ট্রাম্প। ফিলিস্তিন ও ইয়েমেন কিংবা ইরাক ও লেবাননে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইরানকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। সে ক্ষেত্রে ইহুদিবাদী ইসরায়েলের আধিপত্য ও সম্প্রসারণবাদী পরিকল্পনাকে প্রশ্রয় দিতে গেলে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের দরবারে শেষ পর্যন্ত তার অন্যতম পরাশক্তির ভাবমূর্তি সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলতে পারে। কারণ সিরিয়া ও ইরাক ইস্যুতে এমনিতেই যুক্তরাষ্ট্রের এখন তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই। মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের রাজনীতি কিংবা সামরিক শক্তি প্রতিষ্ঠায় ইরান, তুরস্ক ও রাশিয়া যতটুকু স্থান দখল করে আছে যুক্তরাষ্ট্রের সেখানে তেমন কোনো অবস্থান নেই। মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব-প্রতিপত্তি কিংবা শক্তি প্রতিষ্ঠায় সৌদি আরব কিংবা সংযুক্ত আরব আমিরাতের কোনো স্থান নেই। তারা তাদের নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে এখন তুরস্কের দ্বারস্থ হয়েছে। প্রয়োজন হলে তারা তাদের নিরাপত্তাজনিত কারণে ইরানের সাহায্য নিতেও দ্বিধাবোধ করবে না। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ধরে রাখতে হলে নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে ইরানের আহ্বান বিবেচনায় নিতেই হবে। নতুবা মধ্যপ্রাচ্যের সব অশান্তি ও অস্থিতিশীলতার মূল ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলকে একদিন চরম মূল্য দিতে হবে। ইরান ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত রয়েছে। সে কারণে যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্ট অর্থনৈতিক অবরোধ তাকে ধ্বংস করতে পারেনি। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব যদি ঐক্যবদ্ধ হতে পারে তাহলে ইহুদিবাদী ইসরায়েল, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রেরও অবস্থান নড়বড়ে হয়ে পড়তে পারে।

লেখক: শব্দসৈনিক, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) সাবেক *প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক*

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attomey & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH
State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)
Citizenship Without Exam N-648 Waiver
Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372
TEL: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432
Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 686 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

একজন নির্মোহ বুদ্ধিজীবী

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

আলমগীর শাহরিয়ার

৭৫ বছরের এক বর্ণাঢ্য জীবন কাটিয়ে আকস্মিকভাবে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চলে গেলেন সৈয়দ আবুল মকসুদ। রাজনীতি, সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন পাঠক মাত্রেরই বিশেষ আগ্রহ থাকত তাঁর লেখার ব্যাপারে। অসংগতি দেখলে তিনি তাঁর সরস ভঙ্গিতে সমালোচনার বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ তীরটি ছুড়তেন লেখার মধ্য দিয়ে। কোনো ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কাছে নয়, একজন নির্মোহ বুদ্ধিজীবীর সজাগ চৈতন্যের কাছে ছিল তাঁর সব দায়।

ইতালীয় মার্ক্সবাদী দার্শনিক আন্তনিও গ্রামসি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, ঋণ পরামর্শক সবাইকেই বুদ্ধিজীবী বলে অভিহিত করেছেন। যাঁদের কাজ হলো ক্ষমতামুখী প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রের পক্ষে বুদ্ধি প্রয়োগ করে নিজস্ব স্বার্থ অর্জন। সৈয়দ আবুল মকসুদকে আমরা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাষ্ট্র বা ক্ষমতাসীন কারো কাছে কখনো



নত হননি। ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রতিবাদ করেছেন। সৈয়দ আবুল মকসুদকেও আমরা সব সময় নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের পক্ষে দাঁড়াতে দেখেছি। অনেকবার তাঁকে জাতীয় প্রেসক্লাবে, শহীদ মিনারে, শাহবাগে প্রয়োজনে একাই প্রতিবাদ করতে দেখেছি। প্রতিবাদী নাগরিক সত্তার দায় নিয়ে তিনি ছুটে গেছেন দেশের নানা প্রান্তে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে, বর্বরতার বিরুদ্ধে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, সহিংসতার বিরুদ্ধে, পোশাক শ্রমিকের পক্ষে, ধর্ষিতা কোনো নারীর পক্ষে, নিরাপদ সড়কের আন্দোলনে, শিক্ষার্থীদের ন্যায্য দাবি ও অধিকারের প্রশ্নে কথা বলতে তিনি কার্পণ্য করেননি। দাঁড়িয়েছেন অসাম্প্রদায়িক হৃদয় নিয়ে সব সময় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। ১৯৭৮ সালে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কয়েকজন প্রার্থী জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের মতো ইস্যু তাঁদের নির্বাচনী এজেন্ডায় তুলে ধরলে একমাত্র তিনিই এই অর্বাচীনতার প্রতিবাদ করেন। আমৃত্যু তিনি প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনেও রাজপথে সক্রিয় ছিলেন। থাকতেন সম্মুখ সারিতে। হাওরে অকালবন্যায় ভাটির মানুষের ফসল তলিয়ে গেলে তাঁকে আমরা পাশে পেয়েছি কৃষকের পক্ষে। প্রত্যক্ষ সামাজিক দায়িত্ব এড়িয়ে তিনি কোনো নিভৃতচারী লেখক বা শিল্পী ছিলেন না, নাগরিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকে সব সময়ই স্বতঃস্ফূর্ত নৈতিক ও বিবেকি দায়িত্ব বলে মনে করতেন।

সৈয়দ আবুল মকসুদ মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতিতে গভীর আস্থাশীল এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। শুধু বাংলাদেশ নয়, বিবেকি মানুষ হিসেবে বিশ্বের যেকোনো স্থানে সন্ত্রাস, সংঘাত, সহিংসতা তাঁকে গভীরভাবে ব্যথিত করত। ইরাকে মার্কিন হামলার প্রতিবাদে তিনি সেলাই করা কাপড় বর্জন করেন। ৯/১১-র পর ২০০৩ সালে গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে এই মিথ্যা অজুহাতে মার্কিনরা ইরাকে হামলা চালায় এবং পুরো পৃথিবীটাকে অশান্ত করে তোলে, লাখ লাখ মানুষ উদ্বাস্তু হয়, নিরীহ শিশু, বৃদ্ধ, যুবার মৃত্যু হয়। তারই প্রতিবাদে সৈয়দ আবুল মকসুদ দুই খন্ড সেলাই ছাড়া সাদা চাদর পরা শুরু করেন। গান্ধীর অহিংস নীতিতে তিনি গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর মুখে একদিন শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল নিরীহ ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলের আক্রমণ ও বাস্তুহারা করার প্রতিবাদেও তিনি এই সাদা কাপড় পরা শুরু করেন। চাইতেন সংঘাত ও সহিংসতাপূর্ণ পৃথিবী নয়, মানুষের বাসযোগ্য শান্তির এক পৃথিবী হোক।

স্বর্ণোজ্জ্বল ষাটের প্রজন্ম সৈয়দ আবুল মকসুদ ছিলেন অসাম্প্রদায়িক মানুষ। দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনের পাশাপাশি তিনি একজন শিকড়সন্ধানী গবেষক ছিলেন। শতবর্ষী প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে তাঁর অসামান্য কাজ একটি জাতির উত্থান ও বিকাশের সাক্ষ্য দেবে। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা', 'পি জি হার্টগ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য', 'সলিমুল্লাহ মুসলিম হল' তাঁর শ্রমলব্ধ গবেষণার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে তিনি আরো অনেক কাজ করতে চেয়েছিলেন; যদিও শতবর্ষের মাহেন্দ্রক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়টি তাঁকে কোনোভাবে সম্মান দেখানোর প্রয়োজন মনে করেনি। জাতি হিসেবে আমাদের অকৃতজ্ঞতা নজিরবিহীন। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে একদিন আলোর স্কুলের মুক্ত আলোচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে তাঁর আরো গবেষণাকাজের ইচ্ছার কথা বলার পাশাপাশি বলেছিলেন অনেকেই জানেন না তিনি একজন কবি হিসেবে তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু করেছিলেন। তাঁর কবিসত্তার সঙ্গে অনেকেরই আজ আর পরিচয় নেই। সৈয়দ আবুল মকসুদের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে–কবিতা : 'বিকেলবেলা', 'দারা শিকোহ ও অন্যান্য কবিতা'; প্রবন্ধ : 'পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথ', 'বাঙালির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার', 'রবীন্দ্রনাথের ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন', 'ঢাকায় বুদ্ধদেব বসু', 'যুদ্ধ ও মানুষের মূর্খতা' প্রভৃতি; জীবনী : 'মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী', 'গোবিন্দচন্দ্র দাসের ঘর-গেরস্তালি', 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবন ও সাহিত্য'; ভ্রমণকাহিনি : 'জার্মানির জার্নাল', 'পারস্যের পত্রাবলি' প্রভৃতি। মহাত্মা গান্ধী নিয়েও তাঁর গভীর আগ্রহ ও মৌলিক গবেষণাকাজ আছে। তিনি একজন শিকড়সন্ধানী গবেষক হিসেবে বেঁচে থাকবেন।

দেশ, কাল, জাতিভেদে যেকোনো সমাজে সাধারণ পেশা বা দায়িত্ব থেকে বুদ্ধিজীবীদের দায় থাকে সবচেয়ে বেশি। কেননা জাতির বিবেকের ভূমিকা পালন করেন তাঁরা। বিশেষত যেখানে তৃতীয় বিশ্বে দুর্বল আইনের শাসন, বিচারহীনতার সংস্কৃতি, দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাতন্ত্র, সর্বত্র দলীয় অন্ধ আনুগত্যের তোড়জোড় সে অবস্থায় সচেতন নাগরিক সমাজের সজাগ উচ্চকিত প্রতিবাদী কণ্ঠ একটি সুস্থ ও বিকশিত সমাজের পূর্বশর্ত হয়ে ওঠে। জেনে বিস্মিত হই বাংলা একাডেমি পুরস্কার ছাড়া এই কর্মবীর, নাগরিক আন্দোলনের নিঃসঙ্গ যোদ্ধা, গবেষক রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ দুটি পুরস্কারের একটিও পাননি! স্তব আর স্তুতি-সংস্কৃতিপূর্ণ সমাজে তিনি তাঁর সহজাত ব্যক্তিত্বের বিভায় কারো অর্থহীন স্তুতি করেননি। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এমন একজন ব্যক্তিত্বের স্থূল স্তাবক হওয়ার কথাও নয়। সে জন্যই হয়তো সময়ের বিচূর্ণ আয়নায় বারবার দেখব আমরা একজন প্রকৃত বুদ্ধিজীবীর মুখ। তাঁর মৃত্যুতে এ দেশের নাগরিক আন্দোলনের বিরাট ক্ষতি হলো। তবু তাঁর চলে যাওয়া মানে তো প্রস্থান নয়।

লেখক : কবি ও গবেষক







ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সার্পোট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

আঠারো বছরে ইরাক হলো শ্মশান



মো: বজলুর রশীদ

আগামী মাসের ১৯ তারিখ ইরাক যুদ্ধের ১৮ বছর পূর্তি হবে। এক সময়ে বাদশাহ হারুনুর রশীদ ও তার স্ত্রী যোবেদা খাতুনের বিপুল সম্পদ ও ঐশ্বর্য দিয়ে সাজানো বাগদাদ, বিদ্যাপীঠ ও জ্ঞান অর্জনের কেন্দ্র জ্বলে পুড়ে শ্মশানে পরিণত হয়েছে। ১৮ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্র ইরাক আক্রমণ করেছিল। বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ ৪,৬০,০০০ সেনাসদস্য ছিল যুক্তরাষ্ট্রের আর ৪৬,০০০ যুক্তরাজ্যের, ২০০০ অস্ট্রেলিয়ার। আরো কয়েক শত এসেছে পোল্যান্ড, স্পেন, পর্তুগাল ও ডেনমার্ক থেকে। যুদ্ধের প্রথম পাঁচ সপ্তাহে ২৯,০০০টি বোমা ও মিসাইল ইরাকের মাটিতে ফেলা হয়। এতসব হত্যাযজ্ঞ 'সুচারুরূপে' সম্পন্ন হওয়ার পর এখন বিশ্ব সভ্যতা বলছে আন্তর্জাতিক আইনে এই আক্রমণ একটি অপরাধ। প্রায় সব দেশ এই কথাই এখন বলছে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে ২০০৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ৬০টি দেশে ৩০ মিলিয়ন মানুষ রাস্তায় বিক্ষোভ করে। আমেরিকান ঐতিহাসিক আর্থার শ্লিঞ্জার, যিনি সে দেশের প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির ভাষণ লেখক ছিলেন, ইরাক আক্রমণকে ১৯৪১ সালে বিশ্বযুদ্ধের সময়ে পার্ল হারবারে জাপানের ভয়াবহ আক্রমণের সাথে তুলনা করেছেন।

ইরাক যুদ্ধে নিহতদের সঠিক পরিসংখ্যান নেই। এক এক সূত্র এক এক রকম তথ্য-উপাত্ত দিয়েছে। সঠিক তথ্য না পেয়ে মানুষ হতাশ হয়ে পড়েছে। বৈজ্ঞানিক উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতিতে জানা যায়, প্রথম তিন বছরে মৃত্যুর সংখ্যা ৬৫৫,০০০ জন এবং ২০০৭ সাল পর্যন্ত নিহত হয়েছে ১০ লাখ মানুষ। ইরাকে সেনাদের হত্যার ধারাল অস্ত্র ২০০৮ সালেও অনেকের প্রাণ কেড়ে নেয়; যুদ্ধের 'মার মার' অবস্থা ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে। এরপর আইএসের বিরুদ্ধে ইরাকের মাটিতে ও সিরিয়ায় আরো ব্যাপক বোমাবর্ষণ করা হয়, ১,১৮,০০০টি বোমা। ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর সবচেয়ে বেশি ভারী কামানের গোলা ব্যবহার করা হয় আইএসের বিরুদ্ধে ইরাকের মাটিতেই। আইএস মারতে গিয়ে সে দেশের শুধু মসুল শহরেই ৪০,০০০ সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। যত মরেছে, তার চেয়ে বেশি আহত হয়েছে এই সুদীর্ঘ সময়ে। ইরাক সরকারের কম্প্রিহেনসিভ তথ্যানুসারে ২০ লাখ ইরাকি বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েছে।

আরো লাখ লাখ ইরাকি গৃহহীন ও উদ্বাস্তু হয়েছে মর্মে জাতিসংঘের উদ্বাস্তু কমিশন, ইউএনএইচসিআর জানায়। প্রতিবেদনে জানানো হয় যে, দুই লাখ ইরাকি নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য জর্দান ও সিরিয়ায় পাড়ি দিয়েছে। জর্দান শান্ত থাকলেও সিরিয়া গোলযোগপূর্ণ। সে দেশে খাদ্য, পানীয় ও আশ্রয়ের কোনো ব্যবস্থা নেই। বাধ্য হয়ে পুরুষরা অর্থের জন্য, সোজা কথায় বাঁচার জন্য মরণের যুদ্ধে যোগদান করছে। মেয়েরা শিবিরে শিবিরে খাবারের জন্য ভিক্ষা করছে। সিরিয়ায় রয়েছে যুদ্ধের হাহাকার, ইরাকে রয়েছে যুদ্ধের বিভীষিকা। তারপরও ইরাকিদের কাছে মনে হয়েছে হাহাকারের কান্না অনেকটা 'নিরাপদ'! তাছাড়া দেশের অভ্যন্তরে ১.৭ মিলিয়ন ইরাকি উদ্বাস্তু রয়েছে। আইএসের স্থাপনাগুলো ধ্বংস করতে যুক্তরাষ্ট্র প্রচন্ড বোমাবর্ষণ ও কামানের গোলা নিক্ষেপ করেছে অনবরত। ফলে মানুষের ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে, মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছে। শিশু ও মহিলাদের দুঃখের খবর প্রচার করার মতো 'বি-লাসিতা' মিডিয়ার নেই। আইএসের দাপট কমে গেলে অনেকে নিজেদের বসবাসের জায়গায় ফিরে এসে দুমড়ে-মুচড়ে থাকা অবকাঠামো পেয়েছে যা থাকার উপযুক্ত নয়। খোলা আকাশের নিচে হাজার হাজার ইরাকি দিনগুজরান করেছে। এসব দুর্ভোগ ২০১৪ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত মর্মান্তিকভাবে চলে। যুদ্ধের কারণে হাজার হাজার শিশু যারা শুরুতে জন্ম নিয়েছিল, তারা মূর্খ হিসেবে যুবা বয়সে উপনীত হয়েছে। এখন অস্ত্র হাতে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়াটা তাদের পেশা বা নেশা, নয়ত দৈনিক শ্রমিকগিরি নতুবা ভিক্ষাবৃত্তিই সম্বল। এককালের সভ্য জাতির বিদ্যাপীঠে এখন অশিক্ষিত মানুষের আনাগোনা! যুদ্ধ ইরাকিদের কোথায় নামিয়েছে তা ভেবে দেখার বিষয়।

২০১৮ সালের নভেম্বরে দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে সফরে ছিলাম। বাংলাদেশের 'কয়কা অফিস' বাংলাদেশ প্রতিনিধি হিসেবে আমাকে মনোনয়ন দেয়। বিশ্বের ৫২টি দেশের প্রতিনিধি তখন সম্মেলনে ছিলেন। এর মধ্যে মিসেস আসমা ও মিসেস হারিছা নামে দুইজন ইরাকি মহিলা প্রকৌশলী ইরাকের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। সম্মেলনের ফাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ইরাকের কোথায় তাদের বাড়ি। জানান যে, উভয়ের বাড়ি বাগদাদ। বলেছিলাম, বাগদাদতো ডেনজারাস। মিসেস আসমা বলে উঠেন 'হোল ইরাক ইজ ডেনজারাস।' যুদ্ধ নিয়ে সামাজিক



সমস্যাগুলোর বিবরণ দিয়েছিলেন দু'জন। বাসা থেকে এয়ারপোর্টে আসতেও নানা ঝামেলার কথা জানালেন। কলেবর বৃদ্ধির কারণে এই বিষয়টি ভবিষ্যতের জন্য তোলা রইল।

এখন যেসব পুরুষ ইরাক শাসন করছেন তারা সবাই এক সময় নির্বাসিত ছিলেন। ২০০৩ সালে মার্কিন সেনা ও ব্রিটিশ সেনাদের সহায়তা পুষ্ট হয়ে তারা বাগদাদ আসেন। ইরাক প্রতিদিন ৩.৮ মিলিয়ন ব্যারেল তেল রফতানি করে বছরে ৮০ বিলিয়ন ডলার আয় করছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহনির্মাণ ও নতুন চাকরি সৃষ্টি– এসবের জন্য খুব কম টাকাই খরচ হয়। অসৎ কর্মকর্তা ও দুর্নীতি দূরীকরণের জন্য লোকজন রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল করছে। প্রতি-নিয়ত সরকারপ্রধান ও সরকারের লোকজন ইস্তফা দিতে বাধ্য হচ্ছে। এমনকি, অনেকে এক সপ্তাহও টিকছে না। যেমন প্রধানমন্ত্রী আদেল আবদুল মাহদি, মোহাম্মদ তওফিক আলাবি প্রমুখ। আলাবির প্রস্থান বিক্ষোভকারীরা ঘটা করে উদযাপন করেছিল। ইরাকে এ পর্যন্ত ৬০০ বিক্ষোভকারীকে হত্যা করা হয়েছে। ইরাকের রাজনীতির নরকযন্ত্রণা এখনো চলছে। এর মধ্যে ৫ হাজার বিদেশী সেনাবাহিনী, প্রধানত যুক্তরাষ্ট্রের, ইরাকে রয়ে গেছে। অপর দিকে, ইরাকের রাজনীতিতে ইরান ঢুকে পড়েছে।

প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধে আমেরিকা ৩৪০ টন বোমা, বিস্ফোরক ও depleted uranium ফেলেছে। মাটি ও পানি বিষাক্ত হয়ে যায়, ফলে ক্যান্সারে আক্রান্তের সংখ্যা আকাশচুম্বী হতে থাকে, পরিবেশ বিষাক্ত হয়েছে, ডজন ডজন তেলের কূপ জ্বলার কারণে, সুপেয় পানির উৎসে নিঃসরিত তেল জমা হওয়ার কারণে, সুয়ারেজ ব্যবস্থা ধ্বংস হওয়ায়, রাসায়নিক পদার্থ জমা হওয়ায় এবং ধ্বংসস্তূপের মিলিয়ন মিলিয়ন টন ইট পাথর-সিমেন্টের টুকরা, উন্মুক্ত আকাশের নিচে মিলিটারি ওয়েস্টের স্তূপ, যুদ্ধের 'বার্ন পিট' ভয়াবহ পরিবেশ দূষণের সৃষ্টি করেছে। এখন যেসব সন্তান জন্ম নিচ্ছে সেগুলো নানা খুঁত নিয়ে ও বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মাচ্ছে এবং পরিবার ও সমাজের বোঝা বাড়াচ্ছে। অনেকেই লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত। এই দুরবস্থা শুধু ইরাকি নয়, মার্কিন সেনাদেরও আক্রান্ত করেছে। এ পর্যন্ত ৮৫,০০০ মার্কিন যোদ্ধা ফুসফুস ও শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হয়েছে। অনেকের ক্যান্সার ধরা পড়েছে, স্নায়বিক বৈকল্য, হতাশা, এমফিসেমায় আক্রান্ত হয়েছে। অনেক মার্কিন সেনা আত্মহত্যা করেছে। গার্ডিয়ান পত্রিকা বলেছে, ইরাকের কিছু কিছু স্থান পরিবেশ দূষণের ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে যা কখনো ভালো হওয়ার নয়।

ইরাকী পার্লামেন্টের একজন অ্যাডভাইজার মিডিয়ায় বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইরাক আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা দায়ের করার প্রস্তুতি নিয়েছে। দেশের সার্বভৌমত্বের বিনাশ সাধন এবং বেসামরিক এলাকায় ক্ষতিকারক ও নিষিদ্ধ ইউরেনিয়াম ব্যবহারের জন্য এই মামলার প্রস্তুতি। যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে শত শত টন ডিপ্লেটেড ইউরেনিয়াম ও বিষাক্ত বর্জ্য ফেলেছে। আল-মালুমা নিউজ এজেন্সি জানায়, সুইডিশ ও জার্মান আদালতে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য ইরাক সরকার মামলার প্রস্তুতি নিয়েছে। এ ছাড়া ইরাক সরকারও কোনো কোনো অপরাধের বিচার করবে বলে জানা যায়। ইরাক মনে করে, হয়তো এতে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক জবাবদিহিতার বিষয়টি উঠে আসবে।

ইরাকের সরকারি বিবরণীতে দেখা যায়, ১৯৯১ সালের প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের আগে ইরাকে ক্যান্সার রোগী ছিল ১ লাখে ৪০ জন। ২০০৫ সালে এই সংখ্যা প্রতি লাখে ৮০০ জনে উঠে যায় এখন সেটি ১৬০০! ক্যান্সার ছাড়াও ইউরেনিয়ামের কারণে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম সে দেশে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ১৯৪৫ সালে নাগাসাকি ও হিরোশিমায় আণবিক বোমা বর্ষণের ফলে যেরকম বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম নিয়েছে, ইরাকে সেটি ১৪ গুণ বেশি। কিডনি, লিভার ও ফুসফুসের জটিল রোগ, যা ইরাকে আগে দেখা যেত না, সেগুলোতে শত শত লোক আক্রান্ত ও হাসপাতালমুখী হয়েছে। শিশুরা লিউকেমিয়ার মতো মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে এবং রক্তশূন্যতা দেখা দিয়েছে। ইরাকি মহিলারা অপরিণত সন্তান প্রসব করছেন ও গর্ভপাত ঘটছে। বিশেষ করে ফালুজ্জায় এই অবস্থা বেশি মারাত্মক। আমেরিকান সেনারা ফালুজ্জায় নিষিদ্ধ সাদা ফসফরাসও ব্যবহার করেছে। প্রকাশিত হিসাবে জানা যায়, আমেরিকানরা ২৩২০ টন বিষাক্ত দ্রব্য ইরাকে ফেলে, যা মূলত সবাইকে আক্রান্ত করার শক্তি রাখে। ব্রিটিশ ওয়্যার অফিস বলেছে, ইরাক সরকার সময় মতো বর্জ্য অপসারণ করতে পারেনি, তাই এসব দুরবস্থা!

ডিলার্ড জনসন নামের ৪৮ বছর বয়স্ক এক আমেরিকান সেনা ২০০৫ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত হত্যাকান্ড চালিয়ে একাই ৫ বছরে ২ হাজার ৭৪৬ জন নাগরিককে হত্যা করেছে। অবসরের সময় তাকে মার্কিন সশস্ত্রবাহিনীর পক্ষ থেকে 'যুদ্ধের বীর' খেতাব ও ৩৭টি মেডেল দেয়া হয়। জনসন ফক্স নিউজে সাক্ষাৎকারে জানায়, ছোট বেলার হরিণ শিকারের চেয়ে মানুষ মেরে সে বেশি আনন্দ পেয়েছে। অথচ এরকম পৈশাচিক চরিত্রের জন্য তার স্ত্রী তালাক দিয়ে চলে যায়। একই বিবরণে, ১৫ লাখ ইরাকি নিহত হয়েছে মর্মে জানানো হয়।

ইরাকি সাংবাদিক জায়েদি, যিনি সাবেক আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বুশকে পরপর দু'পাটি মোকাসিন জুতা ছুঁড়ে দিয়ে ইতিহাসে খ্যাত হয়েছেন। তিনি গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলেন, 'আমি মুক্ত; কিন্তু আমার দেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ। বছরের পর বছর যুদ্ধে ১০ লাখ ইরাকি বুলেটবিদ্ধ হয়ে শহীদ হয়েছেন। ইরাকে এখন ৫০ লাখ অনাথ, ১০ লাখ বিধবা, আরো অগণিত লাখ লাখ গৃহহীন। দেশের ভেতর ও বাইরে লাখো উদ্বাস্তু। এখন এটিই ইরাকের চিত্র। এর জন্য দখলদার বাহিনী দায়ী। তাদের আক্রমণ-নির্যাতন ভাইকে ভাই থেকে, পড়শিকে পড়শি থেকে পৃথক করেছে, গৃহগুলো পরিণত হয়েছে দাফনের স্থানে। আমার দেশ নির্যাতিত। বাগদাদ জ্বলছে। হাজার হাজার দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের ফটোগ্রাফ আমার মস্তিষ্কের কোষে অহরহ আঘাত করছে। আবু গারিবের কলঙ্ক, ফালুজ্জা হত্যাকান্ড; নাজাফ, হাদিজা, সদর সিটি, বসরা, দিয়ালা, মসুল প্রজ্বলিত হচ্ছে। ক্ষতবিক্ষত ইরাক। অনেক জায়গায় ঘুরেছি দেশের মানুষের কষ্ট কত তীব্র তা আমি নিজ চোখে দেখেছি। তাদের দুঃখের দহনে জ্বলেছি। সুযোগ যখন এলো তখন আর হাতছাড়া করলাম না। ক্রিমিনাল বুশকে যখন আমি জুতা মারলাম, তখন বোঝাতে চেয়েছিলাম যে– কী পরিমাণ নির্জলা মিথ্যা সে বলে চলেছে, আমি চেয়েছি সেটি ওখানেই প্রত্যাখ্যাত হোক, প্রতিবাদ হোক। কোনো হিরো হওয়ার বাসনা আমার ছিল না, চিন্তাও করিনি।'

ইরাক শ্মশানে পরিণত হলো, ১৫ লাখ মানুষ নিহত হলো, পঙ্গু-বিকলাঙ্গ, উদ্বাস্তু ও অসুস্থরা ধুঁকে ধুঁকে মরছে; কিন্তু এর জন্য কাউকে দোষী পাওয়া গেল না। আইসিসি, এক মাস আগে গত ডিসেম্বরে ব্রিটিশ যুদ্ধাপরাধীদের তদন্ত করতে অস্বীকার করেছে এবং বুশ, ব্লেয়ার ও হাওয়ার্ড কেউ এখন নাকি বিচারের আওতায় নেই।

যুদ্ধের লোমহর্ষক বিভীষিকার মধ্যে প্রতিদিনি গড়ে আমেরিকার ২০ জন সেনাসদস্য বিভিন্ন উপায়ে আত্মহত্যা করেছে। এই সংখ্যা পুরো যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নিহত সেনাসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। ফেব্রুয়ারী, ২০২০ পর্যন্ত ৪৫৭৫ জন আমেরিকান এবং ১৮১ জন ব্রিটিশ সেনা নিহত হয়। আহত ৩২,২০০ জন। এ ছাড়া বেসরকারি সংস্থা ব্ল্যাকওয়াটারের ৯১৭ জন কর্মকর্তাও নিহত হয়। আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে যুবক সেনাকর্মকর্তা ও সদস্যরা বেশি। এক গবেষণায় জানা গেছে যুবক সেনারা বাড়ি ফেরার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ে এবং প্রেয়সী ও সন্তানদের ছোঁয়া পাওয়ার জন্য তারা পাগলপারা হয়ে ওঠে। সোস্যাল মিডিয়াতে পরিবার-পরিজনদের লাইবাশো ও 'হাই হ্যালো' তাদের অস্থির করে তোলে। যুদ্ধ থামার কোনো লক্ষণ না দেখতে পেয়ে ওরা আত্ম হননের পথ বেছে নেয়।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সম্মতি ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ইরাক আক্রমণ করায় প্রথম ভিকটিম হলো জাতিসঙ্ঘ সনদ। কেননা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসঙ্ঘই বিশ্ব শান্তি ও উন্নতির ভরসাস্থল। কোনো রাষ্ট্র অন্য কোনো রাষ্ট্রকে ভয় ও আক্রমণ করা প্রতিহত করার মন্ত্র নিয়ে জাতিসংঘ উজ্জীবিত। ২০০২ সালের 'বুশ ডকট্রিন' সব মহলেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। জাতিসংঘের তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল প্রয়াত কফি আনান এই অভিযানকে 'অবৈধ' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। পশ্চিমাদের এই পদক্ষেপের কারণে এখন আক্রান্ত হচ্ছে মুসলিমপ্রধান দেশ সিরিয়া, লিবিয়া, লেবানন ও ইয়েমেন।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও গ্রন্থকার

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

ইরানে নারীর কর্মতৎপরতা

আহমদুল ইসলাম চৌধুরী

১১ ফেব্রুয়ারী ছিল ইরানের জাতীয় দিবস। রাজধানী তেহরানে ইমাম খোমেনি বিমানবন্দর অথবা আগেকার মেহরাবাদ বিমানবন্দরে নেমে টার্মিনাল ভবনে প্রবেশ করলেই নারীদের কর্মতৎপরতা প্রত্যক্ষ করা যায় ইমিগ্রেশনে এবং কাস্টমসে। হোটেল রিসিপশনে দেখতে পাবেন এক বা একাধিক নারী কর্মতৎপর। তারাই রুম বরাদ্দ দিচ্ছেন, নিচ্ছেন পাসপোর্ট ও বায়োডাটা ফরম। রুম সার্ভিসেও নারীরা। সকাল ১০-১১টার দিকে রুম ও টয়লেট পুনরায় সাজিয়ে দিতে ট্রলি নিয়ে আসবেন নারীরা। রেস্টুরেন্টে গেলে আপনার থেকে অর্ডার নিয়ে খাবার সরবরাহ করবেন নারীরাই। ইরানের যেকোনো শহরে, মার্কেটে, দোকানে বিক্রেতার দায়িত্ব পালন করছেন নারীরা। অনেক নারী চেয়ারের পাশে ফ্লোরে কার্পেটের ওপর নিজের সন্তানকে শুইয়ে রেখে কাজ করছেন। সন্তানের বয়স এক-দেড় বছর বা তার অধিক হলে ডে-কেয়ারে অথবা মায়ের পাশে ঘুরঘুর করছে।

ইরান কার, বাস,ট্রাক, ট্রেন ও ছোট বিমান উৎপাদন করে থাকে। সমগ্র ইরানে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা কার চালান। মুসলিম বিশ্বের মধ্যে ইরানে নারীর বিচরণ ব্যাপক। দেশটা সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন তার পরিবেশ। জীবন-যাত্রায় আমাদের দেশের মতো এত পিছিয়ে নেই, উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্রের মতো অতি বিলাসীও নয়। ইরানে ঘরের কাজ তারা নিজেরাই করেন, নেই কাজের লোক আমদানি করার প্রথা। বিশ্বের মধ্যে সুন্দরতম দেহ



গঠন লেবানন, জর্দান, ফিলিস্তিন, সিরিয়া এবং ইরানের মানুষের বলে মনে করা হয়। ইমাম খোমেনির আমল থেকে ইরানি নারীদের পোশাকে পরিবর্তন এসেছে। দেশটার ৯০ শতাংশের বেশি নারী কালো পোশাক পরিধান করেন, যা বেশ মানানসই। মাথায় ওড়না সবার। বয়স্ক নারীরা ওড়নার স্থলে পর্দা হিসেবে বড় চাদর মাথা ও শরীরের ওপর দিয়ে চাদরের দুই ভাগ সামনে এনে ধরে রাখেন। তাদের মতে নারীর পর্দা করার জন্য এটাই নিয়ম।

২০০৮ সালে ইরান হয়ে তুরস্কে গেলে মার্সিন শহরের সাগরপাড়ে রাতের খাবারের দাওয়াত খেতে রেস্টুরেন্টে গিয়ে সহযাত্রী সাখাওয়াত হোসেন ও এমদাদ উল্লাহকে নিয়ে তুরস্কের তিন নারীর মুখোমুখি হতে হয়। এক নারী সহযাত্রী সাখাওয়াত হোসেনের ব্যবসায়িক পার্টনার বিধায় আমাদেরকে এ রেস্টুরেন্টে রাতের খাবারের দাওয়াত দিয়েছিলেন। এ তিন নারী বিশেষ করে আমাকে ইরানের নারীদের নিয়ে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে ফেলেন। তাদের বক্তব্য হলো, মোল্লারা ইরানে নারীদেরকে বন্দী জীবন-যাপনে বাধ্য করছেন। বারবার বোঝাতে থাকি– ইরানে আমরা যা দেখেছি তা এ ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইরানের নারীসমাজ শালীনতার ভেতর সম্পূর্ণ স্বাধীন অর্থাৎ তারা উলঙ্গপনাও নয়, গৃহবন্দীও নয়।

খোমেনির নেতৃত্বে ১৯৭৯ সালে 'ইসলামী' বিপ্লবের আগে ইরানি নারীদের জীবনযাত্রা পাশ্চাত্যের স্টাইলে 'খোলামেলা ছিল'। বিশেষ করে দুই শাহের আমলে। ১৯২৫ সালে জেনারেল রেজা শাহ পাহলভী বাদশাহের পদে বসেন। এর তিন বছরের মাথায় ১৯২৮ সালে 'শাহবানু' এক অনুষ্ঠানে নিজে মাথার কাপড় খুলে ফেলে প্রথম পর্দাপ্রথা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তখন থেকে মদ, পতিতালয় প্রভৃতি ইরানে চালু হয়ে যায়। যেমনিভাবে চলছিল পাশের দেশ তুরস্কও। কিন্তু ইসলামী বিপ্লবের পর ইরানের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। নারীরা শালীনতা রক্ষা করে উচ্চ ডিগ্রি লাভে এখন ব্যস্ত। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারসহ উচ্চ পেশায়ও তারা বিচরণরত। অপর দিকে পুরুষরা ভারী কাজে বেশি দায়িত্বরত; যেমন– সশস্ত্রবাহিনী, নির্মাণকাজ ইত্যাদি। ইরান আমাদের বাংলাদেশের চেয়ে ১০ গুণ বড়। জনসংখ্যা সাত কোটির উপরে। ফলে আমাদের দেশের মানুষের মতো দেশের বাইরে গিয়ে কাজ করতে হয় না, অন্য দেশ থেকেও মানুষ আনতে হয় না। অপর দিকে ইরানি নারীরা কর্মতৎপর বিধায় দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়ক। ফলে দেশটি প্রকৃতপক্ষে এগিয়ে যাচ্ছে।

বিএনপির মরা গাঙে ভরা কটালের ভয়াবহ পরিণতি



গোলাম মাওলা রনি

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সম্প্রতি অতি দামি একটি কথা বলেছেন। কথাটি অতি সাধারণ, তবে আপনি যদি কথার ভেতরে প্রবেশ করেন এবং সেখানকার কাব্যরহস্য ভেদ করার চেষ্টা করেন তবে অতি মূল্যবান কিছু পেলেও পেয়ে যেতে পারেন। জনাব কাদের বলেন, বিএনপির মরা গাঙে আর কোনো দিন জোয়ার আসবে না। জোয়ারকে আমরা সচরাচর কটাল বলে থাকি। যখন জোয়ার প্রবল থাকে অর্থাৎ নদী-সমুদ্র-খাল-বিল জোয়ারের পানিতে থৈ থৈ করতে থাকে তখন আমরা তাকে ভরা কটাল বলি। অন্য দিকে, ভাটার টানে যখন জোয়ারের পানি সমুদ্রে চলে যায় তখন ভাটার অন্তিম সময়ে পানির দুর্বল নিম্নমুখী গতি এবং শূন্য নদী-নালা যখন পানির জন্য হাহাকার করে তখন আমরা সেটিকে মরা কটাল বলি।

জনাব কাদের তার বক্তব্যে অবশ্য ভরা কটাল বা মরা কটাল নিয়ে কিছু বলেননি। তিনি বিএনপিকে একটি মরা গাঙ বা মৃত নদী হিসেবে আখ্যা দিয়ে বলেছেন, ওখানে আর জোয়ার আসবে না। তার বক্তব্যের মধ্যে কবিতার ঢং রয়েছে আরো আছে অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। তিনি বিদ্বান লোক এবং বিদুষী মহিলার স্বামী। তিনি যার রাজনীতি করেন তিনিও বিদ্যার জন্য প্রশংসিত এবং সম্প্রতি তার দলের নেতাকর্মী দ্বারা বিদ্যানন্দিনী উপাধিপ্রাপ্ত হয়েছেন। সুতরাং এহেন বিদ্যাবুদ্ধির পরিমন্ডলে যখন একটি বাক্য নির্গত হয় যেখানে ব্যাকারণগত ভুল ছাড়াও প্রকৃতিবিরুদ্ধ তথ্য-উপাত্ত থাকে তখন সেই বাক্যের সাহিত্য সমালোচনা করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় বিধায় আমি আজকের এই শিরোনামে কিছু লেখার প্রেরণা বোধ করছি।

ওবায়দুল কাদেরের মরা গাঙ যদি ধর্তব্যের মধ্যে আনি তবে শব্দটির বিপরীত হলো ভরা গাঙ। বিএনপি যদি মরা গাঙ হয় তখন ভরা গাঙটি যে আওয়ামী লীগের দখলে তা কাউকে বলে বোঝানোর দরকার নেই। দ্বিতীয়ত বিএনপির গাঙটি একসময় জীবিত ছিল, সেই গাঙে জোয়ার ছিল, জোয়ারের পানির সাথে বাহারি মৎস্যসম্পদ এবং জলজ উদ্ভিদ ছিল। বিএনপির গাঙের যখন মরণ দশা হলো তখন সেখানকার তাবত জোয়ারের পানি এবং পানিজাত অন্যান্য পদার্থ নিশ্চয়ই ভাটার টানে বিএনপির গাঙ থেকে আওয়ামী গাঙে জায়গা করে নিয়েছে। ফলে ভরা পূর্ণিমা অথবা ভরা অমাবস্যার প্রবল জোয়ারে আওয়ামী গাঙ এখন পানিতে টইটম্বুর।

আমরা যারা ভাটির দেশের মানুষ তারা খুব ভালো করে জানি, জোয়ার ভাটা প্রকৃতির নিরন্তর এক খেলা, যা মাত্র ছয় ঘণ্টা স্থায়ী হয়। জোয়ারের পর ভাটা এবং ভাটার পর জোয়ার প্রকৃতির এই অমোঘ নিয়ম আজ অবধি দুনিয়ার কেউ রোধ করতে পারেনি। ভাটির দেশে প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় যেমন দু'বার জোয়ার এবং দু'বার ভাটা পর্যায়ক্রমে ঘটতে থাকে ঠিক তেমনটি কিন্তু উজানের দেশে ঘটে না। উজান দেশের জোয়ার ভাটা বছরে দু'বার হয়। আষাঢ় শ্রাবণে সব নদ-নদী জোয়ারের পানিতে থৈ থৈ করতে থাকে এবং চৈত্র-বৈশাখ মাসে আবার নদ-নদীগুলো শুকিয়ে কোনোটি মৃত রূপ বা অর্ধমৃত রূপ ধারণ করে। জোয়ার ভাটার অনাদি রূপ মানুষের জীবনে কিভাবে উদাহরণ হিসেবে কাজ করে তার একটি উল্লেখযোগ্য নমুনা আমরা একটি বাংলা গানের মধ্যে দেখতে পাই। লোকসঙ্গীত শিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায়ের কণ্ঠে গানটি শোনেননি এমন লোক এ দেশে খুব কমই আছে। বিখ্যাত সেই গানের প্রথম চরণে বলা হয়েছে, যৌবন জোয়ার একবার আসে রে বন্ধু! চলে গেলে আর আসে না। যৌবনকালে বন্ধু মিলে। শেষকালে ভালোবাসে না। এরপর বলা হয়েছে– 'নদীর জোয়ার চলে যায় ফিরে পায় শ্রাবণে...।' জনাব ওবায়দুল কাদের যদি বিএনপিকে ব্যক্তি মনে করেন অথবা কেবল খালেদা জিয়াকেন্দ্রিক মনে করেন তবে তার বক্তব্য ঠিক আছে অর্থাৎ বিএনপিতে



আর যৌবন আসবে না, জোয়ারও আসবে না। কিন্তু তিনি যদি বিএনপিকে একটি দল, একটি আদর্শ, একটি বিশ্বাস এবং দলীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ একদল মানুষের বয়ে চলা একটি গাঙ মনে করেন তবে সেই গাঙ অবশ্যই মরেনি, মরবে না এবং সেই গাঙের ভাটার রেশ কাটলেই যে জোয়ার আসবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমি যদি তর্কের খাতিরে জনাব কাদেরের বক্তব্যের একাংশকে সত্য বলে মেনে নিই যে, বিএনপি আসলেই একটি মরা গাঙ সে ক্ষেত্রে কতগুলো প্রশ্ন না করলেই নয়। প্রশ্নগুলো হলো, গাঙ কিভাবে মরে? আমরা জানি গাঙের উজানে বাঁধ নির্মাণ করে যখন পানির প্রবাহ বন্ধ করে দেয়া হয় তাহলে গাঙ মরে যায়। ভারত আমাদের পদ্মার উজানে ফারাক্কা বাঁধ এবং তিস্তার উজানে কয়েকটি বাঁধ নির্মাণ করে যেভাবে পদ্মা-যমুনা-ধলেশ্বরী-তিস্তা প্রভৃতি নদী মেরে ফেলেছে, তেমনি বিএনপির উজানে কী কী বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে এবং সেসব বাঁধ কারা নির্মাণ করে বিএনপি নামক বহমান নদীর স্রোতকে নিজেদের দিকে প্রবাহিত করে ফসলের লোভে প্রকৃতির কী ক্ষতি সাধন করা হয়েছে তা বোধকরি কাব্যপ্রতিভাধর ওবায়দুল কাদের খুব ভালো করেই জানেন। আর এ কারণেই তিনি হয়তো বিএনপির মরা গাঙের জোয়ার নিয়ে ব্যঙ্গ করার ছলে নিজ দলের অমাবস্যার ভরা জোয়ারের কুফল ও পরিণতি নিয়ে অলক্ষ্যে নিজের হতাশা ব্যক্ত করেছেন।

দ্বিতীয়ত, ওবায়দুল কাদেরের কথিত মরা গাঙে যখন জোয়ার আসবে হোক সেটি উজান দেশের শ্রাবণ মাসের মতো করে নতুবা ভাটির দেশের নির্ধারিত ছয় ঘণ্টা বিরতির পর, তখন সেটা কী কী ভয়ঙ্কর পরিণতি বয়ে আনতে পারে তা বুঝানোর জন্য আমাদের দেশের পদ্মা নদীর উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। আমরা জানি, উজানে ফারাক্কা বাঁধের কারণে পদ্মার স্বাভাবিক স্রোত নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে নদীর তলদেশে প্রচুর পলিমাটি জমে নদীর নাব্য নষ্ট করে ফেলেছে। অনেক জায়গায় নদী শুকিয়ে মরা গাঙে পরিণত হয় শীতকালে। নদীর কোনো কোনো অংশে মরুভূমির মতো ধু-ধু বালুচর দেখা যায় যেখানে ফসল তো জন্মেই না বরং মরা কটালের সময় ওই সব দুর্গম বালুচরে চোর-ডাকাত-সন্ত্রাসীরা আশ্রয় নিয়ে জনজীবনকে হুমকির মুখে ফেলে দেয়। কিন্তু আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে এই পদ্মায় যখন জোয়ার আসে তখন সেটিকে কেউ আর জোয়ার বলে না। সেটির নাম হয় বান বা বন্যা। সেই বন্যার তোড়ে পদ্মার দুকূল প্লাবিত হয়, দুকূলের মানুষের বাড়ি-ঘর, জায়গাজমি, গাছপালা ইত্যাদি রাক্ষসের মতো তখন সে গ্রাস করতে থাকে। মরা কটালের মরা পদ্মায় যখন বান ডাকে তখন সেটির রাক্ষসী রূপ দেখে মানুষের পিলে চমকে যায়; কিন্তু সেই রাক্ষসী রূপের করাল গ্রাস থেকে কেউ যেমন বাঁচতে পারে না, তদ্রূপ কেউ চেষ্টা করলেও আক্রান্ত লোকজনকে বাঁচাতে পারে না।

এবার মরা পদ্মার প্রসঙ্গ ছেড়ে বিএনপির মরা গাঙের জোয়ার সম্পর্কে কিছু কথা বলি। বিএনপিকে যদি আমরা একটি বিশাল নদীর সাথে তুলনা করি তবে দেখতে পাবো সে নদীটি অসংখ্য শাখানদী, উপনদী, খাল-বিল-ঝিল, হোতা ইত্যাদি জলাধারের শুরুতে দেশের টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়ার বিস্তীর্ণ জনপদের কমপক্ষে ৩৮ শতাংশ মানুষের মন-মস্তিষ্ক ও হৃদয়ে সতত প্রবহমান অবস্থায় রয়েছে। এই বিশাল শ্রেণীর মানুষের রক্তকণিকা রক্ত প্রবাহ সচল রাখার জন্য হৃৎপিন্ড এবং ফুসফুস যেভাবে কাজ করে ঠিক একইভাবে তাদের সামগ্রিক বেঁচে থাকা কাজকর্ম-স্বপ্ন দেখা ইত্যাদি সব কর্মের বাতিঘররূপে বিএনপি নামক দলটির আদর্শ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। এই লোকগুলোর বাইরে জামায়াতসহ অন্যান্য সরকারবিরোধী লোকের সংখ্যা যদি আরো ৩২ শতাংশ লোককে ধরি তাহলে দেখব যে, দেশের শতকরা ৭০ শতাংশ লোক বিএনপির মরা গাঙের জোয়ার-ভাটার সাথে নিজেদের সব কিছু মিলিয়ে ফেলেছে।

একটি নদীকে যেমন তার স্বাভাবিক স্রোত বাঁচিয়ে রাখে তদ্রূপ একটি দলের নেতাকর্মীদের স্বাভাবিক চলাচল, বাকস্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, বিক্ষোভ প্রকাশের স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার-সুশাসন, সব ক্ষেত্রে সমান ও সুষম প্রতিযোগিতায় খুশি মনে অংশগ্রহণের ওপর দলটির গতি-প্রকৃতি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। অন্য দিকে রাজনৈতিক দলগুলোর স্বাভাবিক গতি প্রকৃতির ওপরই গণতন্ত্রের বেঁচে থাকা এবং ক্ষমতার সিংহাসনের নিরাপত্তা নির্ভর করে। যে দেশ-কাল-সমাজে প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে না, প্রতিদ্বন্দ্বীকে মেরে ফেলা হয় অথবা শেষ করে দেয়া হয় সেই দেশ-কালের ক্ষমতাধর রাজনীতিবিদরা থাকেন সবচেয়ে বেশি বিপদ ও বিপত্তির মধ্যে।

আমরা আগেই বলেছি যে, নদীর উজানে বাঁধ নির্মাণ, নদীর তলদেশে পলিমাটি জমা হওয়া, নদীতে নির্বিচারে আবর্জনা নিক্ষেপ এবং নদীর পানিকে বিষাক্ত করার মাধ্যমে একটি ভরা নদীকে মরা নদী বানিয়ে ফেলা হয়। এ ক্ষেত্রে বিএনপিকে যদি মরা নদীর সাথে তুলনা করা হয় তাহলে সঙ্গত কারণে প্রশ্ন জাগে, বিএনপির এই মরণ দশার জন্য কারা দায়ী। বিএনপি কি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যার প্রবণতাজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে আজকের অবস্থায় পৌঁছেছে নাকি লাঠি-গুলি-টিয়ার গ্যাস, গুম-খুন-মামলা, হামলা ইত্যাদির দ্বারা বিএনপির সর্বনাশ ঘটানো হয়েছে। বিএনপি নামক প্রবহমান নদীটির জলধারা, জলজ সম্পদ ইত্যাদির ওপর কারা বিষ প্রয়োগ করল এবং কীভাবে করল তা নিয়ে হয়তো অনাগত ভবিষ্যতে চুলচেরা বিশ্লেষণ হবে কিন্তু এই মুহূর্তের ভয়াবহ সংবাদ হলো, আগামীর ভাটি অঞ্চলের চিরায়ত জোয়ার বা উজান দেশের শ্রাবণের জোয়ারের প্লাবন যখন বিএনপির মরা গাঙের ওপর আশ্রয় নেবে তখন তা আজকের ভরা গাঙের টইটম্বুর জোয়ারের পানিতে লম্ফরত প্রানিকুলের জন্য কী পরিণত বয়ে নিয়ে আসবে তা নিয়ে জরুরিভাবে চিন্তাভাবনা করা ফরজে আইন হয়ে পড়েছে।

প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে বিএনপির মরা গাঙে জোয়ার আসবেই। পূর্ণিমা বা অমাবস্যার টান যত বেশি হবে মরা গাঙে ভরা জোয়ারের তা"ব তত বেশি হবে। তখন সেটিকে আর জোয়ার বলা যাবে না। পূর্ণিমা বা অমাবস্যার আলো-আঁধারি চন্দ্রের দূরত্ব এবং মরা গাঙের জোয়ার ধারণ করার ক্ষমতার ভারসাম্য না থাকলে সারা দেশে তখন মরা গাঙের ভরা জোয়ার নতুন প্রলয় শুরু করে দেবে। তখন সেই প্রলয়কে লোকজন জোয়ার না বলে হয়তো বলবেন প্লাবন অথবা মহাপ্লাবন। পরিস্থিতি যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তবে সেই মহাপ্লাবনের নাম হবে সুনামি। কাজেই বিএনপির মরা গাঙে জোয়ার আসবে না বলে যারা এখন খুশির জোয়ারে ভাসছেন তারা গণতন্ত্রের বিজয়ের প্লাবনে বা মহাপ্লাবনে কিংবা সুনামিতে কোথায় কিভাবে ভেসে যাবেন সেই ব্যাপারে কিছু বচনামৃত যদি জনাব ওবায়দুল কাদের সাহেবদের বদন থেকে বের হতো তাহলে কিছুটা হলেও ইতিহাসের দায়মুক্তি ঘটত।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

'বিডিআর বিদ্রোহ' ও কিছু কথা

এস এম শফিউল্লাহ

পুরাতন দুঃখ ও শোকের করুণ বার্তা নিয়ে আসছে আমাদের জাতীয় জীবনে ঘটে যাওয়া দু'টি ঘটনার সাক্ষী ফেব্রুয়ারী মাস। এর একটি হলো ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার এবং অপরটি হলো ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি বুধ ও বৃহস্পতিবার। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী সম্পর্কে দীর্ঘ ৬৯ বছর ধরে বহু বই, নিবন্ধ, গল্প, কবিতা ও গান লেখা হয়েছে। দেশ-বিদেশের কোটি কোটি সম্মানিত পাঠক তা পাঠ করেছেন, মতামত উপস্থাপন করেছেন কিন্তু তা থেকে আমরা কতটুকু শিক্ষা গ্রহণ করতে পেরেছি? আমার এ লেখাটি ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ২৫ ও ২৬ তারিখ সম্পর্কে।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী থেকে ২০০৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারীর দূরত্ব সাতান্ন বছর চার দিন। কাকতালীয়ভাবে দু'টি ট্র্যাজেডির মাস ও দিনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল বৃহস্পতিবার আর ২০০৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী দিনটিও ছিল বৃহস্পতিবার। 'বিডিআর বিদ্রোহ' নিয়েও বহু লেখালেখি হয়েছে। আলোচনা-সমালোচনা, তর্ক-বিতর্ক পক্ষে-বিপক্ষে বহু মন্তব্য করা হয়েছে। কত পাঠকের মনে কত প্রশ্ন জেগেছে, কত দেশপ্রেমিক হায় হায় করে বুক চাপড়িয়েছে, তার হিসাব রাখে কে? সংবাদ শোনামাত্র প্রধানমন্ত্রী কেন হস্তক্ষেপ করলেন না, সেনাপ্রধান কেন ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন না, রাজনৈতিক দলের





নেতারা হাতে যথেষ্ট সময় পেয়েও কেন কোনো ব্যবস্থা নিতে পারলেন না, এ সব প্রশ্নের উত্তর কারো কাছে চাই না। কারণ যা ঘটে গেছে তা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে কতদূর পৌঁছা যেতে পারে? তবে সৈনিক হিসেবে আমার অন্তরে একটি প্রশ্ন। এত বড় একটি দুর্ঘটনা ঘটার পর সময় পেয়েও যখন দেশপ্রেমিক ৫৭ জন সেনাকর্মকর্তাকে আমরা রক্ষা করতে পারলাম না, তখন বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে আমরা কী করতে পারব? এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে আমরা তখন কী করব? রাজনৈতিক দলের দেশপ্রেমিক ভাইয়েরা তখন যদি কাদা ছোড়াছুড়ি করেন বা পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তবে দেশবাসী কী করবেন? এরূপ পরিস্থিতিতে সাধারণ জনগণ কী ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে, তার একটি সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা আমাদের স্কুল কলেজের বা মাদরাসা পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কি না দেখা দরকার। যদিও আকস্মিক আপৎকালে সেনাবাহিনী তথা সশস্ত্রবাহিনীর করণীয় সম্পর্কে ঝ.ঙ.চ (standing oparеting procedure) বা স্থায়ী আদেশনামা দেয়া আছে, তথাপি কী কারণে তৎকালীন সেনাপ্রধান সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন না, তা আজো দেশ ও জাতির কাছে রহস্যাবৃত। তখন অনেকে ঠাট্টা উপহাস বা দুঃখ করে বলাবলি করেছেন, বন্ধুরাষ্ট্র সেনাপ্রধানকে যে ঘোড়া উপহার দিয়েছিল তার ডিম থেকে বাচ্চা ফুটেছে, সেনাপ্রধান সেগুলোর পরিচর্যায় ব্যস্ততার কারণে এ দিকে লক্ষ করতে পারেননি।

আমার প্রশ্নের জবাব হয়তো আজ কেউ দেবে না, তাই এ প্রশ্ন পরবর্তী প্রজন্মের কাছে রেখে গেলাম। সে দিন হয়তো আমরা কেউ থাকব না। কিন্তু আমার দৃঢ়বিশ্বাস দেশের দামাল ছেলেরা একদিন এ প্রশ্নের উত্তরটাই শুধু দেবে না, বিশ্বাসঘাতকদের শিকড় এ দেশ থেকে চিরতরে উপড়ে ফেলবে ইনশা-আল্লাহ। নানা দুশ্চিন্তা ও প্রশ্ন মনে এসে আঘাত করে, এ দেশের ভবিষ্যৎ আমাদের কোনো অজানা ঠিকানায় নিয়ে নিপতিত করে তা দেখার অপেক্ষায় প্রহর গুনছি। নিজের কান্না ও মনোবেদনায় তাই শোকসঙ্গীত নিজে নিজে গুন গুন করে গেয়ে অবুঝ মনটাকে প্রবোধ দিচ্ছি।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মকর্তা

AFFORDABLE SENIOR CARE OF NEW YORK LLC

ASC of NY

Licensed Home Health Care Agency

আমরা বাংলায় কথা বলি

আমাদের অফিস লোকেশন ব্রুকলিনের বাংলাদেশী অধ্যুষিত চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলাকায়

CDPAP

- বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
- আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।
- রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে।





CDPAP প্রোগ্রামের আওতায় HHA /প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার বৃদ্ধ, অসুস্থ বা শারিরীকভাবে অক্ষম মা-বাবা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আয় করতে পারেন।

✓ প্রশিক্ষণ ও **HHA** সার্টিফিকেট থাকলে আপনি
আমাদের মাধ্যমে যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারেন।

✓ আপনি কি **HHA** অথবা **PCA** হিসেবে চাকুরী খুঁজছেন?
তাহলে আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানে সুযোগ সুবিধাসহ আকর্ষণীয় বেতনে চাকুরী করতে পারেন।

CDPAP *প্রোগ্রামের জন্য কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই।*

রোগীর জন্য নিজ গৃহে সেবা পেতে অথবা রোগীকে সেবা দানের বিস্তারিত তথ্য জানতে বাংলায় কথা বলুন।

CDPAP Specialist: Tarin: 347-362-1525, OFF: 718-851-0325

Brooklyn OFFICE

338 East 5th Street, Brooklyn, NY 11218
(Church Ave & East 5 street)
Tarin: 718-851-0325

Jackson Heights OFFICE

37-15, 73rd Street, Jackson Heights Suite # 208
(Bangladesh Plaza)
Solaiman: 302-513-3837

Email: info@ASCofNY.com
www.affordableseniorcarenewyork.com/cdpap.html

Affordable Senior Care of New York, LLC is a Licensed Home Health Care Agency
by the New York State Department of Health

Office Hour : Mon.-Friday (9am-5pm)

স্মৃতিচারণ ঃ ফ্লাইটে ড. ওয়াজেদ মিয়া ও আমি



সিনহা এম এ সাঈদ

স্মৃতিচারণের এ পর্বে যে নামটা স্মৃতিভান্ডার থেকে ভেসে উঠলো তিনি হলেন পরমানু বিজ্ঞানী ডক্টর ওয়াজদ মিয়া। জুলাই মাস ১৯৯০ সাল। পাকিস্তানের জাতীয় বিমান সংস্থা পিআইএ চড়ে নিউইয়র্ক থেকে করাচী-কাঠমান্ডু হয়ে ঢাকা ফিরছি। আমার আসনটা জানালার পাশে হওয়ায় সাধারণ নিয়মেই বাইরের দৃশ্যাবলী ও প্রকৃতি নজরে পড়ে।

বিমানটা করাচী থেকে নেপাল হয়ে ঢাকা পৌঁছবে। আমার পাশের আসনটাতে বসেছেন এক বাঙালী ভদ্রলোক। মনোযোগ সহকারে একটা বই পড়ছেন। এ সময় খাবার ভর্তি ট্রলি নিয়ে হাজির হলেন দু'জন বিমানবালা।

একজন জিজ্ঞেস করলেন:

'স্যার, বিফ না চিকেন?'

'চিকেন' বললেন পাশের ভদ্রলোক।

আমিও বললাম 'চিকেন'।

এরপর, সফট ড্রিংসের পালা।

'স্যার, চা না কফি'

তিনি বললেন 'কফি'

আমিও বললাম 'কফি'।

কফি পান করতে করতে তিনি তার পরিচয়ে দিলেন:

'আমি ডক্টর ওয়াজেদ মিয়া। বিজ্ঞানী, বাংলাদেশ পারমানবিক শক্তি কমিশন'।

আমি সাথে সাথেই জিজ্ঞেস করলাম-

আপনি কি বঙ্গবন্ধু কন্যা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনার পতি?

বললেন, 'হ্যাঁ'।

আমি এবার নড়েচড়ে বললাম:

'আপনার সাথে পরিচিত হতে পেরে আমার খুবই আনন্দ ও ভালো লাগছে। আমার পরিচয় দিলে তিনি বললেনঃ

'আপনাদের বনেদী সিনহা পরিবার সম্পর্কে আমি জানি। ক্যাপ্টেন সিনহা আপনার কি হয়?

'তিনি আমার কাকা।

ভাই, আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?'

'একটি সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য ওয়াশিংটন গিয়েছিলাম' তিনি বললেন।

আলোচনা যখন জমে উঠেছে ঠিক সে মুহূর্তে বিমানের ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত হলোঃ

'আমরা হিমালয়ের পাশ/উপর দিয়ে যাচ্ছি। এ দৃশ্যাবলীকে উপভোগ করুন'।

ডক্টর ওয়াজদ এ দৃশ্য উপভোগ করা জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন এবং আমার সামনে দিয়ে মাথাটা জানালার কাছে নিয়ে গেলেন। আমি তাকে বললাম 'ভাই, আপনি আমার আসনে বসুন আর আমি আপনর আসনে চলে যাই। আপনি মনভরে দৃশ্যাবলী উপভোগ করুন।'

তিনি খুব খুশী, রাজী হয়ে গেলেন এবং বললেন 'বনেদী পরিবারের সন্তানরা এমনই হয়।'

আমি আরো বললাম 'ঢাকা পর্যন্ত আপনি এ আসনেই থাকবেন।'



তার চেহারার মধ্যে এক বিশেষ কৃতজ্ঞতার ভাব ফুটে উঠল।

এমতাবস্থায় আরেকটা ঘোষণা আসলোঃ

'কিছুক্ষণ মধ্যেই আমরা নেপালের ত্রি-ভুবন বিমানবন্দরে আবতরণ করতে যাচ্ছি। বিমান এখানে এক ঘন্টা অবস্থান করবে। বাংলাদেশী পাসপোর্টধারীরা বাদে অন্য যাত্রীরা ট্রানজিট বিরতি পাবেন।'

এ ধরনের বিমাতাসুলভ আচরণ মনপুত না হওয়ায় বিষয়টি আমি ডক্টর ওয়াজেদ মিয়াকে বললাম। বাংলাদেশে বিদেশী বিমান যাচ্ছে, অথচ শুধু আমাদেরকেই নিয়মে বেধে দিলো?

কি করা যায়? তিনি পালটা জিজ্ঞেস করলেন।

আপনি আপনার পরিচয় দিয়ে পাইলটের সাথে কথা বলুন। চলুন বলে সে ক্যাপ্টেনের দিকে অগ্রসর হলে বিমানবালা তার পরিচয় জানতে চাইলো। আমি বললাম 'ইনি ডক্টর ওয়াজদ মিয়া এবং বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বড় কন্যা, আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনার স্বামী। পরিচয়টা বিদ্যুতের মতো কাজ করলো।

অতপর, আমরা ক্যাপ্টেনের মুখোমুখি হলে তিনি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে বললেনঃ

এটা তো আমাদের সিদ্ধান্ত নয়, নেপাল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত। তবে, আপনাদের দু'জনের বিষয়ে আমি নিজ দায়িত্বে কথা বলতে পারি, স্যার।

না, না তা হয় না। সবাইকে রেখে যাওটা বেমানান, নৈতিকতা বিরোধীও বটে।

কি বলেন, সিনহা?

সহমত পোষন করছি।

ক্যাপ্টেনকে তিনি বললেন-

'ধন্যবাদ, আমাকে সম্মানিত করার জন্য। সকলের স্বার্থই আমার স্বার্থ, নিজের কোন স্বার্থের প্রাধান্যের সুযোগ নিতে পারিনা' বলে নিজের আসনে উপবিষ্ট হলেন।

এবার ডাকা বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশনের পালা।

বিমান থেকে নেমে এবার ইমিগ্রেশনে দঁড়িয়া পার হওয়ার পালা। পুরো ব্যবস্থাপনাই এনালগ পদ্ধতি নির্ভর। বিভিন্ন দেশের বিমান যাত্রীদের চাপ বেশি থাকায় লম্বা লম্বা লাইনের সমারোহ। আমার আগে চলে আসার কারনে ডক্টর ওয়াজেদ মিয়া লাইনে দাঁড়িয়ে গেছেন। পাশের লাইনের মাঝ পথে আমার অবস্থান। দেখলাম বিশেষ পরিচয় ও সুবিধার কারনে অনেকেই লাইনের বিধি-বিধান না মেনে সামনে যেয়ে কার্যাদি শেষে বেড়িয়ে যাচ্ছেন।

কাকতালীয়ভাবেই আমার লাইনটাও ছোট হয়ে আসলে আমি ডক্টর ওয়াজেদের আগেই ইমিগ্রেশন থেকে মুক্ত হয়ে যাই।

আগ্রহভরে অফিসারকে ডক্টর ওয়াজেদের কথা বললে তিনি দ্রত তার কাছে যেয়ে ভিআইপি ব্যবস্থাপনার হাত বাড়িয়ে দেন।

কিন্তু তিনি ধন্যবাদ জানিয়ে তা ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। অফিসার হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অতপর, নিয়মের মধ্য দিয়ে পচিশ মিনিট পর তিনি ইমিগ্রেশন অতিক্রম করেন।

আমি তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কাছে এসে আস্তে আস্তে বললেনঃ

'সিনহা দেশপ্রেমের মানেই হলো, সর্ব অবস্থায় নিজেকে বিনীত রাখা, বিধান মেনে চলা, কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা এবং নিজেকে অযথা ভাবে না রাখা' বলে তিনি বাইরে অপেক্ষমান আনবিক কমিশন থেকে আসা প্রোটোকল অফিসারের হাতে বহনযোগ্য ছোট লাগেজটা হস্তান্তর করে বিমানবন্দর ত্যাগ করলেন।

প্রশ্ন হলো কেন ডক্টর ওয়াজেদ মিয়াকে ভুলতে পারছি না? কারনঃ তিনি বিমান যাত্রার এ দীর্ঘ সময়ে নিজেকে আবৃত রেখেছেন নিজের পরিচয়ে। তিনি নিজের ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধার দিকে না তাকিয়ে সকলের সাধারণ সুযোগ-সুবিধার গুরুত্ব ও প্রাধন্য দিয়েছেন এবং দেশপ্রেমের সংজ্ঞায় প্রতিটা কাজকে বিবেচনায় নিয়েছেন।

তার সাথে আমার আর দেখা হয়নি। তিনি আজ বেঁচে নেই। অথচ চলার পথে সমান্য পরিচয় ও কর্মকান্ডই তাঁকে আমার কাছে একজন গ্রহনযোগ্য মানুষ ও নাগরিক হিসেবে বড় করে রেখেছে।

আল্লাহ তাঁকে এবং আমাদেরকে হেফাজত করুন।

ঢাকা। ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০২১

টাইম ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
আইআরএস অনুমোদিত e-file
• ট্যাক্স সার্ভিসেস
• নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং
• নূন্যতম ফি
Our Services
> Individual Tax / Business Tax
> Self-employed Tax Include Taxi Driver & Vendor
> Corporate Tax/partnership Tax
> Small Business/vendor License, Individual tax ID Application.
Immigration
> Asylum/Citizenship application
> Petition for Relative/Affidavit of support
> Green Card / Work Authorization Renew
> Re-Entry Permit / travel Documents
All Kinds of Immigration Services
Kaysar Rahman, Tax Practitioner
37-50 74th St, 1st FL, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-708-2456 Email: timetax2019@gmail.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক
SECI
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN
সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু
ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে Sonali Exchange এর Apps টি
✓ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
✓ সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
✓ সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
✓ বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
✓ যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
✓ ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়।
লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
ASTORIA 718-777-7001
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MANHATTAN 212-808-0790
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-505-8670
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:

গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	642 Walden Avenue
Jackson Heights, NY 11372	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14211
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	917-744-7308, 718-457-0813	Tel: 917-744-7308	Tel: 347-837-1162

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

Homeopathy & Herbal
হোমিওপ্যাথিক এন্ড হারবাল
ডাঃ এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA) Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

মহিলাদের:* অনিয়মিত ঋতুস্রাব * স্তনের টিউমার * চুল পড়া * শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিহিয়া * ডিম্বাশয়ের টিউমার (Ovarian Cyst) * Endometriosis, * জরায়ুর টিউমার (Uterus Tumors), * বন্ধ্যাত্ব * ঋতুস্রাবে বিলম্ব ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন ষ্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।
37-15 73rd Street, Jackson heights, NY 11372.
Cell: 917-285-4804, Ph: 718-898-0939
www.vhvshop.com
Business Hours: Monday-Friday: 12:00PM-8:00PM, Saturday-Sunday: 12PM-5PM

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স
গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❊ ফিজিক্যাল এক্সাম ❊ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❊ টিএলসি এক্সাম ❊ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❊ ডায়াবেটিস ❊ উচ্চ রক্তচাপ ❊ থাইরয়েড ❊ এজমা ❊ বাতের ব্যথা ❊ চর্মরোগ ❊ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, স্পাইরোমেট্রি, প্রেগন্যান্সি, টিবি টেস্ট, কান ফুটো করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, PHS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের জন্য হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্স্যুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY. F ট্রেনে 169th St. (South Side)
Tel: 718-657-8325, 718-657-7300
মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্স

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ্ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

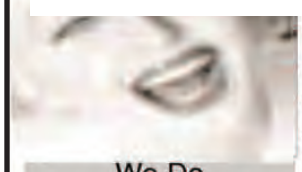
DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

ENTAL



আমার পরিবারের সবার জন্য দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

We Do
Implant & Veneers

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংঃড়ৎরধ খড়পধঃরড়হ
২৮-৫৭ ঝঃবরহধি ঝঃৎববঃ,
অংঃড়ৎরধ, ঘণ
ঘ ঃৎধরহ ঃড় ৩০ আব. ঝঃধঃরড়হ
ঞবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

AUTHORIZED e-file PROVIDER

7 DAYS OPEN

718-475-5686

http://ArmanCPA.com



87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Member of AICPA

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation
fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313
karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com
37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights



করোনায় তিন বাংলাদেশীর মৃত্যু

(শেষের পাতার পর)

দিবাগত রাত ২টার দিকে ওজনপার্কের একটি ক্লিনিকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। কভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে প্রায় ৩মাস তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী সহ ৭ ছেলে-মেয়ে রেখে যান। তারা সবাই যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী। তার মরদেহ নিউজার্সীর মার্লবরো মুসলিম কবর স্থানে দাফন করা হবে বলে জানা গেছে।

ব্যক্তিগত জীবনে সদা হাজ্যজ্জল আলাউর রহমান আলাউদ্দিনে মৃত্যুতে নিউইয়র্ক ষ্টেট আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি শেখ আতিক গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

এদিকে নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কসে বসবাসকারী টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলার বাসিন্দা একেএম ফজলুর রহমান করোনায় আক্রান্ত হয়ে গত ২৫ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় মন্টিফিয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। তিনি টাঙ্গাইল-১ আসন (মধুপুর-ধনবাড়ী) এর এমপি মরহুম আব্দুস সাত্তারের বড় ছেলে। শুক্রবার (২৬ ফেব্রুয়ারী) বাদ জুম্মা মরহুমের নামাজে জানাযা শেষে তার মরদেহ নি-উজার্সীর মার্লবরো মুসলিম কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

এছাড়ার জ্যাকসন হাইটসে বসবাসরত টাঙ্গাইলের গোপালপুর উপজেলার মির্জাপুর গ্রামের বাসিন্দা আব্দুর রাজ্জাকের মাতা রাজিয়া খাতুন গত ২৪ ফেব্রুয়ারী বুধবার এলমাহার্স্ট হাস-পাতালে ইন্তেকাল করেন। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে তিনি এই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। মরহুমার নামাজে জানাজা শুক্রবার বাদ জুমা উডসাইডের আন-নুর কালচারাল সেন্টার মসজিদে অনুষ্ঠান শেষে নিউজার্সীর মার্লবরো মুসলিম কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়।

লস এঞ্জেলেসে বসবাসকারী হবিবুর রহমানের ইন্তেকাল

ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলেসের 'লিটল বাংলাদেশ' কমিউনিটির অত্যন্ত পরিচিত মুখ, সদালাপি, সদা হাস্যোজ্জল ব্যক্তিত্ব ও নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মী, বাফলা'র জেনারেল সেক্রেটারী আঞ্জুমান আরা শিউলির স্বামী হাবিবুর রহমান ভুঁইয়া (স্বরাজ ভাই) কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ১৯ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার সকাল ৬টা ২৫ মিনিটে স্থানীয় সিডারস সাইনাই হাসপাতালে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

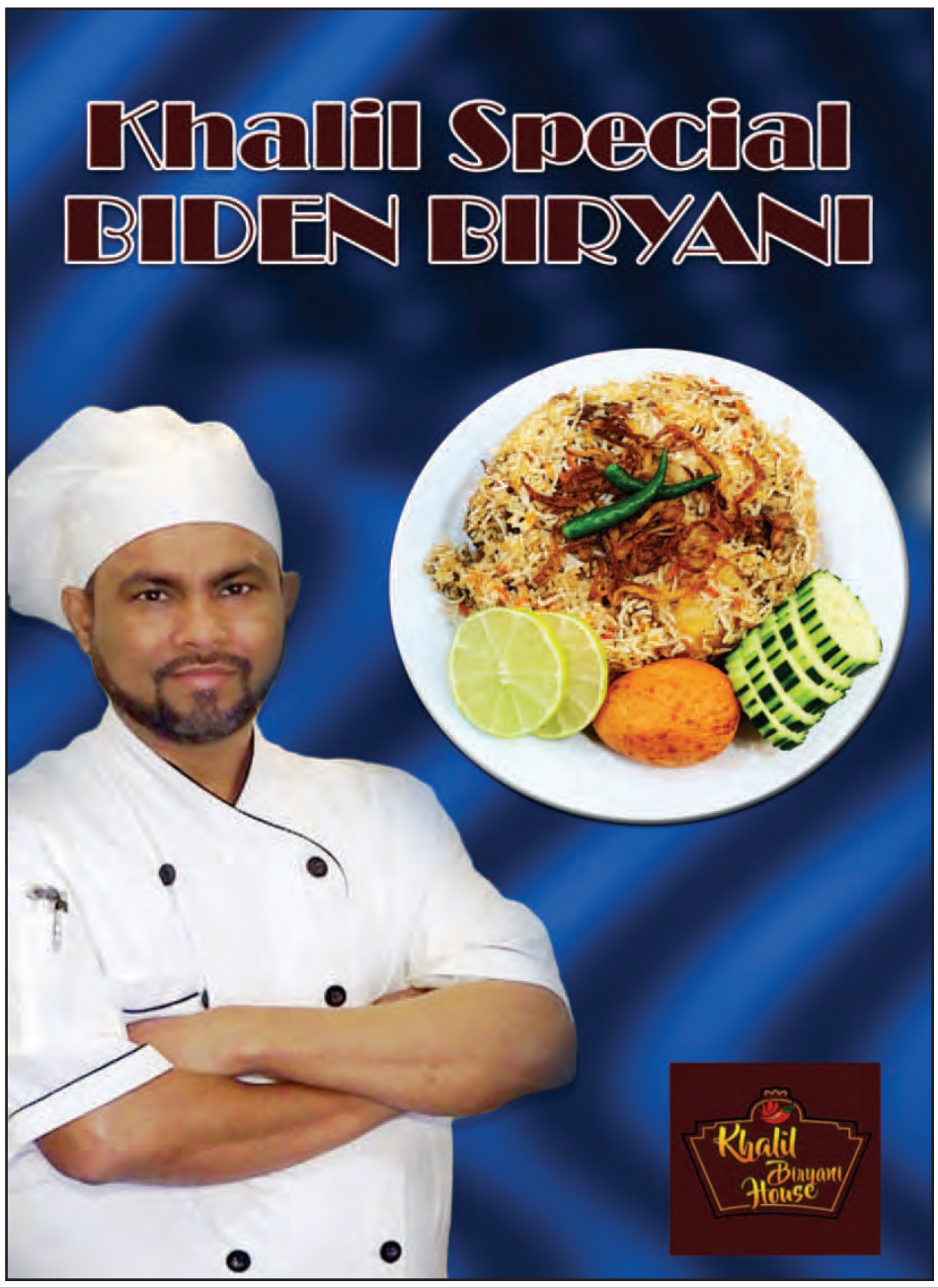
ঘাবিবুর রহমান স্বরাজ-এর মৃত্যুতে স্মৃতি চারণ করে বাফলা প্রেসিডেন্ট শিপার চৌধুরী বলেন, স্বরাজ ভাই এমন এক মানুষ ছিলেন যিনি সবসময় সমাজ কল্যাণমূলক যেকোন কাজে অত্যন্ত অ্যাক্টিভ ছিলেন। কমিউনিটির প্রায় সকল উদ্যোগে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতেন। আর বাফলা'র সঙ্গে তিনি খুবই ঘনিষ্টভাবে জাড়িত ছিলেন। বাফলা'র প্রতিটি কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন, আমাদের পরামর্শ দিতেন, সর্বাত্মক সহযোগিতা করতেন। তার এই অবদান কিছুতেই ভুলবার নয়। তিনি বাফলা পরিবারের প্রতিটি সদস্যের স্মৃতিতে অমলিন থাকবেন চিরদিন। তিনি ছিলেন বাফলা পরিবারের এক অকৃত্রিম বন্ধু। তার এ চলে যাওয়া আমাদের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক, অত্যন্ত কষ্টকর। তার শুণ্যতা কিছুতেই পূরণ হবার নয়। বাফলা পরিবারের পক্ষ থেকে তিনি মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

করোনায় আক্রান্ত মমতাজ শাহনাজ

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কার্যকরী সদস্য শরীফ কামরুল আলম হীরা ও যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী মমতাজ শাহনাজ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তারা স্বামী-স্ত্রী। তাদের দুই পুত্রও করোনায় আক্রান্ত। শরীফ কামরুল আলম হীরা পুত্রদের নিয়ে বাসায় অবস্থান করে চিকিৎসা নিচ্ছেন। অপরদিকে শাহনাজ মমতাজ হাসপাতালের আই-সিইউতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। পরিবারের পক্ষ থেকে তাদের দ্রুত সুস্থতায় সকলের দোয়া ও প্রার্থনা কামনা করছি। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা ডা. মাসুদুল হাসান, প্রচার সম্পাদক দুলাল মিয়া ও নিউইয়র্ক সিটি আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু করোনায় আক্রান্ত কামরুল হীরা-মমতাজ শাহনাজ পরিবারের সুস্থতা কামনা করেছেন।







নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল-এ

‘মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ পালন





নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল যথাযথ মর্যাদায় ‘মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস’ পালন করেছে। নিউইয়র্কে বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাস এর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং স্বাগতিক দেশের বিধি-বিধান প্রতিপালন করে কনস্যুলেটে এই দিবসটি পালন করা হয়।

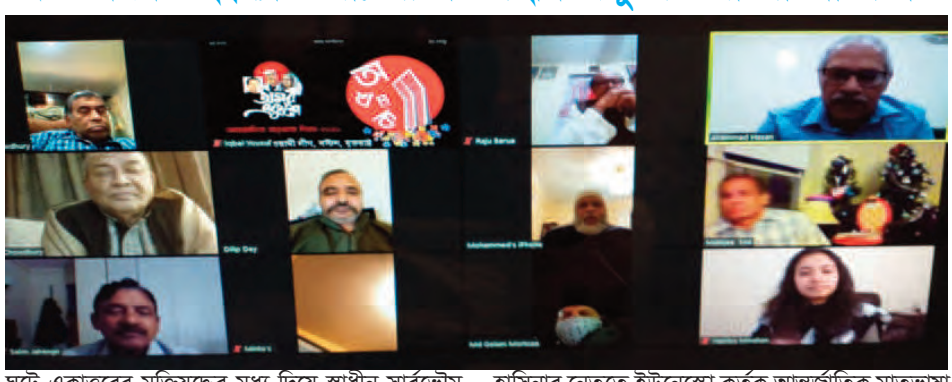
অনুষ্ঠানের শুরুতে কনসাল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুননেসা কনস্যুলেটের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে ভাষা শহিদদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে ঢাকা হতে প্রেরিত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের উপর নির্মিত একটি প্রামান্যচিত্র এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী’র ভিডিও বার্তা প্রদর্শন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনায় অংশগ্রহণ গ্রহণ কনসাল জেনারেলসহ কনস্যুলেটের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

কনসাল জেনারেল তাঁর বক্তব্যে মহান ভাষা আন্দোলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর অনবদ্য সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের কথা স্মরণ করেন। ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে প্রথম বাংলা ভাষায় বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য এবং ৭ মার্চে বাংলা ভাষায় প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণের জাতিসংঘ কর্তৃক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির কথা উল্লেখ করে কনসাল জেনারেল বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৮ সাল হতে শুরু করে শুধুমাত্র ভাষা আন্দোলনেই নেতৃত্ব দেননি, তিনি পরবর্তীতে বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরতে অনস্বীকার্য ভূমিকা পালন করেছেন। মহান একুশের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে মুজিব বর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের এই সন্ধিক্ষণে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে সকলকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে একযোগে কাজ করার আহবান জানান কনসাল জেনারেল।

অনুষ্ঠান শেষে, ভাষা আন্দোলনে বীর শহিদগণ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবারের অন্যান্য শহীদ সদস্য ও শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং দেশের অব্যাহত সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

ইতোপূর্বে, কনসাল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুননেসা ২১ ফেব্রুয়ারী’র প্রথম প্রহরে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশী-আমেরিকান কমিউনিটি কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন এবং কমিউনিটির বিভিন্ন ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এছাড়াও কনস্যুলেটের ডেপুটি কনসাল জেনারেল এস এম নাজমুল হাসান কমিউনিটি কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। উল্লেখ্য, ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং অমর একুশের চেতনা নিউইয়র্কের মূলধারায় সুপরিচিত করার প্রয়াসে বাংলাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির সম্মিলনে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, নিউইয়র্ক এবং কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরী’র যৌথ উদ্যোগে ২২ ফেব্রুয়ারী ভার্চুয়ালী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২১ উদযাপিত হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বস্টনে নিউ ইংল্যান্ড আ. লীগের মহান একুশের আলোচনা সভা



বস্টন: মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বস্টনে নিউ ইংল্যান্ড আওয়ামী লীগের আয়োজনে অমর একুশের ভার্চুয়াল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইউসুফ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ২০ ফেব্রুয়ারী শনিবার রাতে একুশের প্রথম প্রহরে অনলাইন আলোচনা সভায় মুল আলোচক ছিলেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ অধ্যক্ষ আহমেদ হাসান। শুরুতেই মহান ভাষা আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও ’৭৫-এর কালরাতে শাহাদত বরণকারী ‘জাতির জনক’ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যসহ সকল শহীদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

আলোচনায় বক্তারা সকল ভাষা শহীদ ও ভাষা সংগ্রামীদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেন এবং মহান শহীদ দিবস ও আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন। তারা বলেন, বাহান্নর ২১ ফেব্রুয়ারী ভাষার অধিকারের আন্দোলনের পথ ধরেই শুরু হয়েছিল স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের সংগ্রাম, যার সফল পরিণতি ঘটে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে। একুশ বাঙালীর ইতিহাস ঐতিহ্যের অংশ এবং প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ইউনেস্কো কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে অধিষ্ঠিত হয়ে মহান একুশ এখন বিশ্ব সম্প্রদায়ের সম্পদ। বক্তারা প্রবাসে নতুন প্রজন্মের মাঝে মাতৃভাষার চর্চা, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা, এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

মহান একুশের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ড. সৈয়দ আবু হাসনাত, নিউ ইংল্যান্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল ইউসুফ, সহ-সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, তপন চৌধুরী, রাতুল বড়ুয়া, এ কে সিদ্দিক, বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সভাপতি আসিফ বাবু, ডা. অনুপ দেব, ড. বিমল দে, সেলিম জাহাঙ্গীর, নুর হোসেন, ইদ্রিস আলী, মিন্টো কামরুজ্জামান, মোহাম্মদ মিয়াজী, জিয়াউল হাসান, হারুন রশিদ, গোলাম মুর্তজা মিলন প্রমুখ।

নিউ ইংল্যান্ড আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক জুয়েল বড়ুয়ার পরিচালনায় মহান একুশের সঙ্গীত পরিবেশন করেন বস্টনের বিশিষ্ট শিল্পী নিপা বড়ুয়া এবং মিসেস রাজু বড়ুয়া। অমর একুশের অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন তরুণ প্রজন্মের নাকিবা মিনহান।

মুশতাকের মৃত্যুর তদন্ত চায় যুক্তরাষ্ট্র

(শেষের পাতার পর)

টুইট বার্তায় ঢাকায় কর্মরত ১৩ রাষ্ট্রদূতের যৌথ বিবৃতিটি সংযুক্ত করে নেড প্রাইস বলেন, কারাবন্দি অবস্থায় বাংলাদেশি লেখক মুশতাক আহমেদের মৃত্যুতে আমরা উদ্বিগ্ন। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে তিনি (মুসতাক) কারাগারে ছিলেন। বাংলাদেশ সরকারের কাছে আমরা এ ঘটনার স্বচ্ছ তদন্তের আহ্বান জানাচ্ছি। তিনি বলেন, এ ছাড়া সব দেশের প্রতি স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের অধিকার সমুন্নত রাখতেও আহ্বান জানাচ্ছি।

উল্লেখ্য, ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে গত বছর মে মাসে আটক লেখক মুশতাক গাজীপুরের কাশিমপুর কারাগারে ছিলেন। বৃহস্পতিবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে নেওয়া হলে তিনি মারা যান। তার বিরুদ্ধে ফেসবুকে একটি বিষ্ফোরাত্মক কার্টুনের ক্যাপশন দেওয়া এবং সরকারের বিরুদ্ধে গুজব ছড়ানোর অভিযোগে মামলা করা হয়েছিল।

মিশিগানে পাবলিক লাইব্রেরিতে যুক্ত হলো ‘বর্ণমালা বাংলা কর্নার’

(শেষের পাতার পর)

বিশেষ অতিথি ছিলেন হ্যামট্রামেক পাবলিক লাইব্রেরির পরিচালক টামারা সোছাকা, সিটির দুই বাঙালী কাউন্সিলম্যান মোহাম্মদ কামরুল হাসান ও নাঈম চৌধুরী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মৃদুল কান্তি সরকার।

জানা যায়, ওই দিন দুপুর ১২টায় আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনী প্রক্রিয়ায় ‘বর্ণমালা বাংলা কর্নার’ এর যাত্রা শুরু হয়। প্রধান অতিথি মেয়র ক্যারন মাজেস্কি বলেন, আজকের এ দিনটা হচ্ছে প্রকৃত দিন। এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করার কারণ হলো এই দিনে বাংলাদেশসহ গোটাবিশ্ব তাদের নিজেদের ভাষা দিবস পালন করছে পাশাপাশি মিশিগান রাজ্যের হ্যামট্রামেক সিটিতেও পালিত হচ্ছে।

তিনি বলেন, আমি নি:সন্দেহে বলতে পারি এই সিটি হচ্ছে বহুজাতি ও বিভিন্ন ভাষার মানুষের মিলনস্থল ও বসবাসের জায়গা। এখানে প্রচুরসংখ্যক বাংলাভাষী মানুষ বসবাস করছেন। আমি তাদের স্বাগত জানাই। হ্যামট্রামেক পাবলিক লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ যুগের পর যুগ ধরে বহু ভাষার মানুষকে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। এটা সিটির জনসাধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

বিশেষ অতিথি হ্যামট্রামেক পাবলিক লাইব্রেরির পরিচালক তামারা সোচাকা বলেন, এই পাবলিক লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অভিবাসীদের জন্য। আমাদের এখানে বেশিরভাগ বই হচ্ছে ইংলিশ; তবে অন্যান্য ভাষার বইও রয়েছে। আমি এবং আমার লাইব্রেরি বোর্ডের পক্ষ থেকে ডাক্তার দেবাশীষ মৃধা ও চিনু মৃধাকে অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, অনেক বাংলা বই আমাদের এই লাইব্রেরিতে দান করার জন্য।

বর্ণমালা বাংলা কর্নার-এর উদ্যোক্তা ডা. দেবাশীষ মৃধা ও চিনু মৃধা বলেন, এই পাবলিক লাইব্রেরিতে বাংলা বইয়ের সংযোজন করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। লাইব্রেরিতে বাংলা বইয়ের সংযোজনের সুযোগ করে দেয়ার জন্য সিটি মেয়র, লাইব্রেরি পরিচালকসহ দুই সিটি কাউন্সিলম্যানের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং ধন্যবাদ প্রদান করছি। আমরা মনে করি প্রবাসে এটা আমাদের বাংলা ভাষার মানুষের জন্য ইতিহাস হয়ে থাকবে। আগামীতে বাংলা সংস্কৃতির যাবতীয় অডিও, ভিডিও ক্লিপসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বই প্রদান করবেন বলে জানান।

অনুষ্ঠানে সিটি কাউন্সিলম্যান মোহাম্মদ কামরুল হাসান ও নাঈম চৌধুরী বাংলা ভাষার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির গুরুত্ব নিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন।

ভারত-আফগানিস্তানকে নিয়ে সিরিজ আয়োজন করবে বিসিবি

(শেষের পাতার পর)

ওয়ানডে সিরিজ আয়োজন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। তার আগে চলতি মাসেই আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ খেলবে বাংলাদেশের যুবারা। আফগানদের হোম ভেন্যু ভারতের নয়ডায় হবে পাঁচটি ওয়ানডে ও একটি চার দিনের ম্যাচ। সেখানেই ত্রিদেশীয় সিরিজ হওয়ার কথা ছিল। তবে সেটা এখন নভেম্বরে হবে বাংলাদেশের মাটিতে।

শুক্রবার থেকে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের ক্রিকেটাররা মিরপুরে অনুশীলন শুরু করেছেন। ১০ মার্চ ভারতে যাবেন তারা। বিসিবির ন্যাশনাল গেম ডেভেলপমেন্টের ম্যানেজার আবু ইমাম মো. কাওসার বলেন, আফগানিস্ড়ানের বিপক্ষে সিরিজের জন্য আমাদের খুব ভালো ট্রেনিং চলছে। কোচিং স্টাফরা সবাই আছেন। সিরিজটি নয়ডায় হবে, যা আফগানিস্তান হোম ভেন্যু হিসেবে ব্যবহার করে। তিনি আরও বলেন, ভারতেই একটি ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজ আয়োজনের কথা চলছিল। কিন্তু সেটা হচ্ছে না। নভেম্বরে ভারত ও আফগানিস্তানকে নিয়ে সিরিজটি বাংলাদেশেই হবে।







শহীদ দিবসে তিনবাংলা'র তিনটি কর্মসূচি ঘোষণা

মিডিয়া-সেবা সম্মাননা, ক্যানোপি কম্পিটিশন ও টিভি পোর্টাল

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশ-কলকাতা-নিউইয়র্কের কবি-সাহিত্যিক-সংগঠকদের সংগঠন 'তিন বাংলা'ী ১৯ বছরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে নতুন কর্মসূচী নেয়া হয়েছে। শহীদ দিবসে ঘোষিত তিনবাংলা'র গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে- 'মিডিয়া-সেবা সম্মাননা', ক্যানোপি প্রতিযোগিতা ও টিভি পোর্টাল ঘোষণা। আগামী ৯ এপ্রিল নিউইয়র্কে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মিডিয়া-সেবা ও ক্যানোপি কম্পিটিশনে বিজয়ীদের মাঝে সম্মাণনা ও পুরস্কার বিতরণ করা হবে। গত ২১ ফেব্রুয়ারী রোববার বিকেলে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের একটি রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সংগঠনের এক সভায় এসব তথ্য জানানো হয়। খবর ইউএনএ'র।

তিনবাংলা, ইউএসএ'র সভাপতি নার্গিস আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে ভাষা শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এবং অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সংগঠনটির গ্লোবাল সভাপতি কবি ও সাংবাদিক সালেম সুলেরী। তিনি জানান, ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯ বছরে পদার্পণ করেছে 'তিনবাংলা'। প্রবাসের নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও বাংলা ভাষার সংবাদপত্রগুলো কমিউনিটির কল্যাণে অসামন্য অবদান রেখে চলেছে। এন্য সাংবাদিকদের মিডিয়া সেবা সম্মাননা প্রথম মূল্যায়ন-প্রয়াস। পাশাপাশি মহামারী করোনার সময়ে মানুষের কল্যাণে ক্যানোপি বা ছাউনি দিয়ে স্বাস্থ্যবিধি মোতাবেক রেষ্টুরেন্ট ব্যবসার মাধ্যমে সংশ্লিষ্টরা অবদান রেখে চলেছেন। এজন্য আয়োজন করা হয়েছে ক্যানোপি বা ছাউনি-কৃষ্টি বিষয়ক প্রতিযোগিতা। পাশাপাশি সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করা সহ তিনবাংলা প্রচার ও প্রসারে একুশের রাতেই উদ্বোধন করা হচ্ছে 'তিনবাংলা টিভি পোর্টাল'। পহেলা বৈশাখ থেকে তিনবাংলা টিভি পূর্ণোদ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এত নিউইয়র্ক সহ বাংলাদেশ, ভারত, বৃটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার লেখক-শিল্পী-সংস্কৃতিসেবীরা অংশ নেবেন। সভায় তিনবাংলা, ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক রওশন হাসান সহ অন্যানের মধ্যে ফার্মাসিস্ট মোস্তাক আহমেদ, সংগঠক আবু খালিকুজ্জামান, মূলধারার রাজনীতিক মেরী জোবাইদা, সংশ্লিষ্ট সাব-কমিটির আহবায়ক আজিজুল হক মুন্না, শরীফ মাহবুবুল আলম, কবি-লেখক নাসরিন চৌধুরী, সংগঠক জাহিদা আলম, শেলী জামান, আনিস ভূইয়া প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সংগঠন সূত্রে জানা যায়, মহান শহীদ দিবস থেকেই শুভারম্ভ হয়েছে 'তিনবাংলা টিভি পোর্টাল'। স্ট্রিমওয়ার্ল্ড বিশ্বসংযোগের মাধ্যমে শুরু হয়েছে কার্যক্রম। এই দিন নিউইয়র্ক সময় রাত ১১.০১ মিনিটে টিভি পোর্টালের উদ্বোধনী অধিবেশনে যৌথভাবে এর উদ্বোধন করেন তিনবাংলা'র শীর্ষ নেতৃদ্বয় যথাক্রমে গ্লোবাল সভাপতি কবি-সাংবাদিক সালেম সুলেরী ও আমেরিকা-চ্যাপ্টার সভাপতি 'সংস্কৃতিকন্যা' নার্গিস আহমেদ এবং সমন্বয় করেন লেখক-অধ্যাপক সাব্রী সাবেরীন। এই টিভি-পোর্টালে শুধু প্রবাসের লেখক-গায়ক কুশলীরা নয়, বাংলাদেশ-ভারত-বৃটেন-কানাডা-অস্ট্রেলিয়ার সংস্কৃতিসেবীরাও অংশ নেন। উপস্থাপনায় ছিলেন তিনবাংলা আমেরিকা-চ্যাপ্টার এর সম্পাদক কবি রওশন হাসান ও জাকিয়া আলম। পয়লা বৈশেখ থেকে 'তিনবাংলা টিভি পোর্টাল' এর পূর্ণোদ্যমে কার্যক্রম চালানোর উদ্যোগ চলছে বলে জানা গেছে।







এস্টেরিয়া ওয়েলফেয়ার

(শেষের পাতার পর)

সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত চলা কোভিড টেষ্টে দুই শতাধিক লোক অংশ গ্রহণ করে বলে আয়োজকরা জানান।

এ উপলক্ষ্যে এস্টেরিয়ার ৩৬ এভিনিউতে গত ২৬ ফেব্রুয়ারী আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এস্টেরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি সুহেল আহমদ এবং অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন।

অনুষ্ঠানে ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সহ সভাপতি কয়েছ আহমেদ, উপদেষ্টা এমাদ চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ এমদাদ রহমান তরফদার উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও সিলেট সদর সমিতি ইউএসএ ইনক এর সভাপতি দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন আহমেদ চৌধুরী, উপদেষ্টা মনসুর আহমেদ চৌধুরী, তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, আহমেদ রুশদী বাবু, নুরুল হক লাল, সাহিদুল হক রাসেল, সামসুল ইসলাম, মুস্তাফিজুর রহমান, ছাবের চৌধুরী, মুমিত চৌধুরী তানিম, এম আর সেলিম, মিনাজ আহমেদ, মনসুর আলম, মাহবুব রহমান, আনোয়ার হোসেন, রুবেল আহমেদ, মোঃ রশীদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অপরদিকে মূলধারার রাজনীতিক ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে জুলিয়া ফরমেন, বদরুন খান, মেরি জোবায়দা, ইভি হেক পুনা পুলি, টেফেনি কোবানো, রোবাট হাগরিটি জুলি উন, ভেনেসা জন ও টিপিনি কুবান উপস্থিত ছিলেন

সহযোগীতায় ছিলো নিউইয়র্ক সিটি আগামী নির্বাচনে মেয়র পদপ্রার্থী জেসোলিন টেলার, ইন্ডিয়া হোম, জেকুব এ রিস নেয়বরহুড সেটেলমেনট, ব্লু সীল ব্লু ক্রস, নিউইয়র্ক কেয়ার।

দিনব্যাপী এ আয়োজনে অসংখ্য লোকের সমাগত ঘটে। অবশেষে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন বলেন ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য সবাইকে অনুরোধ এবং আগামীতেও এমন কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে জানান। এছাড়াও তিনি মেয়র পদপ্রার্থী জেসোলিন টেলার সহ সকল সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

আমেরিকায় বাঙালীর স্বপ্ন-সারথী

(শেষের পাতার পর)

ড. এ কে এ মোমেন বলেছেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর ইতিহাসে আরেকটি অধ্যায়ের সংযোজন ঘটলো যুক্তরাষ্ট্রের এই 'ইনোভেটিভ গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি' চালুর মধ্যদিয়ে। বহুজাতিক এ সমাজে প্রবাসীদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথেই শুধু নয়, বাংলাদেশের উদ্যমী এবং মেধাবীদের দক্ষ হিসেবে গড়ে উঠার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের যে পাঠক্রম-তা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উচ্চ বেতনে চাকরির পথ সুগম করবে। যতবেশী বাংলাদেশী বিদেশে উচ্চ বেতনে চাকরি পাবে ততবেশী অর্থ যাবে বাংলাদেশে এবং ইতিমধ্যেই তার প্রমাণ মিলতে শুরু করেছে।' তিনি বলেন, 'মার্কিন মুল্লুকে বাঙালীর স্বপ্ন-সারথী হয়ে আবির্ভূত হলো 'ইনোভেটিভ গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি'।

গত ২৭ ফেব্রুয়ারী শনিবার ভার্সিটির মিলনায়তনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে এ অনুষ্ঠানে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, পরিচালকমন্ডলী, শিক্ষার্থী ছাড়াও আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম শহীদুল ইসলাম, সামিট গ্রুপর ভাইস চেয়ারম্যান ফরিদ খান, ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগের প্রধান রোকেয়া হায়দার। ভিডিওতে শুভেচ্ছা জানান বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ড. সাজ্জাদ হোসেন, জর্জিয়া স্টেট সিনেটর শেখ রহমান এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার উপদেষ্টা ড. নীনা আহমেদ। অনুষ্ঠানস্থলে প্রধান অতিথি ড. মোমেনকে লাল গোলাপ শুভেচ্ছা জানানোর পর স্বাগত বক্তব্যে এই ভার্সিটির চ্যান্সেলর এবং সিইও ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিপ বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষাও দেয়া হবে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে, যাতে গ্র্যাজুয়েশনের সাথে সাথেই চাকরি পান সকলে। যুক্তরাষ্ট্রে অসংখ্য শিক্ষার্থী ব্যাচেলর এবং মাস্টার্স সম্পন্ন করেও মাসের পর মাস চাকরি পান না। কারণ, অনেক দফতরেই পূর্ব অভিজ্ঞতা লাগে। আইটি সেক্টরে চাকরি কখনোই মেলে না অভিজ্ঞতা না থাকলে। এই ইউনিভার্সিটিতে সে ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই অনুমতি সংগ্রহ করা হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার হানিপ উল্লেখ করেন, ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ইউনিভার্সিটি তথ্য-প্রযুক্তি, ব্যবসা প্রশাসন, প্রজেক্ট এবং হেল্‌থ কেয়ার ম্যানেজমেন্টে যথেষ্ঠ সুনাম কুড়িয়েছে। চলতি বছর এর মালিকানাসহ সামগ্রিক ব্যবস্থায় আমরা এসেছি। তাই বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা যাতে অবাধে ভর্তির সুযোগ পান সে চেষ্টা থাকবে। এ সময় তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেনের নামে দুটি স্কলারশিপ ঘোষণা দিয়ে বলেন, বাংলাদেশ থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীর এর একটি ব্যাচেলর এবং আরেকটি মাস্টার্স কোর্সের জন্য পাবেন। অর্থাৎ পুরো কোর্সের ৭৫% বৃত্তি দেয়া হবে। এর বাইরেও রয়েছে আরো দু'লাখ ডলারের স্কলারশিপ বাংলাদেশ থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্যকালে ইউনিভার্সিটি পরিচালনা পর্ষদের চীফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার ফারহানা হানিপ বলেন, গত দেড় দশকেরও অধিক সময়ে 'পিপল এন টেক'র মাধ্যমে আমরা সংক্ষিপ্ত কোর্স দিয়ে মার্কিন আইটি সেক্টরে সাত হাজারের অধিক প্রবাসীকে উচ্চ বেতনে চাকরির পথ সুগম করেছি। সে অভিজ্ঞতায় আইটি, হেল্‌থ, হিসাব বিজ্ঞাণ এবং ব্যবসা-প্রশাসনে ব্যাচেলর ও মাস্টার্স কোর্সের সাথেই কারিগারি শিক্ষা দেয়া হবে। সেটিই হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষত।

রাষ্ট্রদূত এম শহীদুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশী শিক্ষার্থীরাও যাতে এই প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহে ভালো বেতনে চাকরি পান, সে জন্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেয়া হবে সংশ্লিষ্ট সকলকে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন তার দীর্ঘ বক্তব্যে বলেন, অভিবাসী সমাজের স্বপ্ন পূরণে অন্যতম প্রধান অবলম্বন হচ্ছে দক্ষ হিসেবে শিক্ষালাভ করা। বাংলাদেশের এক কোটি ২৩ লাখেরও অধিক মানুষ এখন বিভিন্ন দেশে কাজ করছেন। তারা যদি আন্তর্জাতিক মানের চাকরির উপযোগী শিক্ষালাভে সক্ষম হন তাহলে বাংলাদেশই প্রকারান্তরে উপকৃত হবে। ড. মোমেন বলেন, বাঙালীরা খুবই সৌভাগ্যবান এজন্যে যে, শেখ হাসিনার মত একজন নেতা পেয়েছি আমরা। তার দূরদর্শীতাপূর্ণ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ সারাবিশ্বে উন্নয়নের মডেল। আমি আরেকটি সুখবর দিতে চাই যে, গতকালই বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করেছে। এটিও শেখ হাসিনার নেতৃত্ব গুণেই সম্ভব হয়েছে। উল্লেখ্য, ৫ দিনের সরকারী সফরের শেষ দিন ড. মোমেন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বক্তব্য দেন।

আইজি ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি অধ্যাপক এপাসটলোস ইলিয়পলাসের উপস্থাপনায় বাংলাদেশের সুনাম আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ছড়িয়ে দিতে নিরলসভাবে কাজের জন্য অনুষ্ঠানে ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে ড. মোমেনকে 'প্রক্লেমেশন' প্রদান করা হয়। এরপর করতালির মধ্যে কেক ও ফিতা কেটে যুক্তরাষ্ট্রের বাঙালীদের জন্যে নয়া ইতিহাসের শুভ সূচনা ঘটানো হয়।

উল্লেখ্য, ১৫ লাখের অধিক বাংলাদেশী রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে। অনেকেই বিভিন্ন কর্পোরেশনের মালিক, শীর্ষ কর্মকর্তা, ভাইস চ্যান্সেলরও রয়েছেন কয়েকজন। তবে এই প্রথম কোন বাংলাদেশী-আমেরিকানের মালিকানায় পূর্ণাঙ্গ একটি ইউনিভার্সিটি চালু হলো।

'রসমতী সম্মাননা' পেলেন লেখক জহিরুল ইসলাম

(শেষের পাতার পর)

লেখা একটি কবিতা, যেটি তিনি ১৯৭২ সালে লেখেন। পরবর্তীতে এই কবিতাটি গান হয় এবং মানুষের মুখে মুখে ফেরে।

কবি কিম হিয়ং প্রকৃতি ও মানবতার কবি। দক্ষিণ কোরিয়া এবং নেপালে তিনি খুব জনপ্রিয়। তার অনেক কবিতা নেপালি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। কবি কাজী জহিরুল ইসলাম বাংলা ভাষায় নতুন ধারার ক্রিয়াপদহীন কবিতার প্রবর্তন করেন। তার রচিত ক্রিয়াপদহীন কবিতা উড়িয়া ভাষায় অনূদিত হয়ে উড়িষ্যা থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

কুলো ক্রিয়েটিভ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক শিল্পী সারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, তিন দেশের তিন গুণী কবিকে সম্মাননা জানাতে পেরে আমরা আনন্দিত এবং সম্মানিত। তাদের কাছ থেকে এই পৃথিবী আরও অনেক নান্দনিক এবং মানবিক কবিতা পাবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।



সাহিত্য সাময়িকী

কৃষ্ণগুহা থেকে বেরিয়ে আসছি

হাফিজ রশিদ খান

কৃষ্ণগুহা থেকে বেরিয়ে আসছি আমি নক্ষত্রের পুত্র
তোমাদের সকল প্রযুক্তবিদ্যা বিজ্ঞানের সূত্র
আমাকে বানাতে পারবে না
বহু নিবিড় রজনী আর দিবসের শেষে
আমাকে গিয়েছে চেনা

সৃষ্টির স্ফুরন থেকে সটান দাঁড়িয়ে আছি সপ্রতিভ
'আনাল হকের' সেই কিনারায়
তখন জ্যোতিষ্কগুলো ঘিরে-ঘিরে বহে যায়
মাওলানা রুমি প্রবর্তিত শামানৃত্যের ভঙ্গিতে
গাঢ় তাপে কখনো কুঁকড়ে যাই
কাঁপি কখনোবা অভাবিত শীতে

তোমরা তো আমাকে দিয়েই ফলিয়েছ অহঙের তত্ত্ব
ভয়াবহ মাইন বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিয়েছ
সম্পর্ক বসতবাটি অস্তিত্বের স্বত্ব
জেনারেল হয়ে অবিসংবাদিত নেতা সেজে
আমাকে রেখেছ গোবরে ও লেজে

কৃষ্ণবিবরের অবিরাম কণাস্রোতে
আমি বেরিয়ে আসছি মিশে যাবো বলে
সেই কিনারার ব্রতে

সেখানে তোমরা তুচ্ছ
আমিই কেবল আলোয় প্রোজ্জ্বল অতিউচ্চ

পঞ্চপ্রদীপ

বেনজির শিকদার

কীর্তনের ধূপ ছাড়িয়ে হেঁটেছিলাম জোনাকিদের গাঁও,
হেঁটেছিলাম দূর অন্ধকারের বুক;
যেখানে শেয়াল হাঁকে, খোলাচুলে নদীও রমণী হয়।

একদিন প্রেম এসেছিল, ভিজেছিল আউশের ক্ষেত
ডাকপিয়নের উড়ো খামে কেঁপেছিল বুক!
পুরু-ঠোঁটের আলতো ছোঁয়ায় আলগোছে গোপন অসুখ।

কৌশিকী অমাবস্যায় পাড়ি দিয়ে তপস্যার গাঙ;
খুঁজেছিলাম পুজোর থালায় দীঘির জলের ইন্দিবর।
জহর-ব্রতা রাতে সন্তর্পণে ঝরেছিল দরবিগলিত অশ্রু।

মেঘাকাশে রোদের অন্তর্ধান, একদিন দুঃখ এসেছিল,
দেখেছিলাম নবান্নের ধান খোঁটে ঘর বিবাগী কাক
পেলবিত মায়ায় নাঙাপায়ে হাঁটে উটের কায়া।

দাঁড়কাকের চিৎকারে প্রকম্পিত কুমারী দুপুর
সরলরৈখিক নয়; আত্মমগ্ন মোহাচ্ছন্নতায় ভেসেছিলাম
ক্যামন এক বলা না বলার গল্পস্রোতে।

বিপ্রতীপ বাতাস স্পন্দন ছুঁয়ে স্পর্শে পাতাদের ঐকতান
সুদীর্ঘ পথ হেঁটে জেনেছিলাম স্মৃতির রোঁয়া অমলিন;
পান করে হলাহল, থাকে প্রেম-একাদশী-পঞ্চপ্রদীপ।

একদিন মুক্তি এসেছিল, জলভাঙার শব্দের মতো
অপেক্ষার অনিয়মিত নামতায় ছেদটেনে ঝরেছিলো খুন;
যেভাবে মৃত ইলিশের পেটিতে গলে যায় নুন।

তবু মুখোমুখি অবিশ্বাসে শেকড় বিস্তার

হোসাইন কবির

আজও রাত গভীর হলে কাঠের মজ্জা কাটে ঘুণপোকা
ভাবি সংগোপনে আমাকেও কাটছে বুঝিবা কেউ
নিবিড় আলিঙ্গনে বিচ্ছেদের করাতে অবিরাম
আর শান বাঁধানো ঘাটের আঁধারে
ডুবে যাওয়া আত্মহননের কাল
আঁচলের সান্ধ্যভাষ্যে প্রখর হয়ে ওঠে
বুঝিবা মেঘের আলোয় জোছনার চাঁদ ডুবে যায় বারবার

পুরনো পালঙ্কে এপাশ ওপাশ হা হা শূন্যতা
কাঠের মজ্জায় ধরেছে ঘুণ
রাতভর অবিরাম কটকট মটমট
এরূপ শব্দঘোরে মনে পড়ে গোপন স্মৃতির সংলাপ
যৌনতায় অসতর্ক ডুব দেয়া ডুবে যাওয়া বালকবেলার

জানি আরও বিস্তৃত হবে সম্পর্কবুনন
খসে পড়বে প্রাচীন পলেস্তারায় খোদিত নামাবলী
সৃষ্টিতে সৃজনে অনাথ অনার্য অনাচার
প্রতিহিংসায় প্রতিশোধের পশ্চাৎপদ গুমোট আঁধার
জলে-স্থলে অপেক্ষার অশরীরী অচেনা ভুবন
হামাগুড়ি দেবে অজানায় মৃত্যুময় অচেতন
বিস্মৃত নিথর নিউরণ-তরঙ্গমালায়
বুঝিবা শত-সহস্র আলোকবর্ষ পার হয়ে যাবে
তবু মুখোমুখি তবু পথচলা
ভয় আর অবিশ্বাসে শেকড় বিস্তার

সভ্যতার বয়ান

জাকিয়া এস আরা

একা একা ভাসতে ভাসতে জলও শুকিয়ে গেলো
তবুও সভ্যতা তুই বেঁহুশ হয়ে পড়ে আছিস!
চেতনায় একবিংশ কিন্তু মননে উনবিংশ
সব ক্যারিকেচার তোর নিজের আনন্দে পুড়ছে
আকাশে বাতাসে উড়ছে ছাই সেদিকে কাহারো
ভ্রুক্ষেপ নাই! লাজুক বনানী সরব হচ্ছে, এত
পাথর চাওয়া প্রাণিদের বিরুদ্ধে, জনক নেই
জননী নেই, ক্লীবলিঙ্গসম অপুষ্ট সন্তানে ভরে গেছে
এই সোনালি জনপদ, এখানে ঈশ্বরও বুঝিবা কল্পনা!

দ্বিপ্রহর জীবন

সোমের কৌমুদী

নি:সঙ্গ প্রহর একাকীকতায় মুখরিত হয়
অব্যক্ত কথার কোলাহলে পূর্ণ নীরবতার উঠোন
একাকী চাঁদের ছড়ানো জোছনা নৃত্যে মাতে
বর্গাকার মাঠের চারদিকে উল্লাস করে অদৃশ্য দর্শক।
ভোরের আলোয় আঁধারে হারানো চাঁদকে নিয়ে লেখা গান
পূর্ণতা পায়; সুরভিহীন কালির আঁচড়ে ধূসর সময়।

আদিগন্ত সবুজ প্রান্তর হয়ে যায় হৃদয়
রাখালের বাঁশির সুরে চাপা পড়ে
ক্ষেতের কান্না, কৃষকের দ্বিপ্রহর জীবনের কষ্ট।
সূর্যের তেজ নিস্তেজ হয় কৃষানির লাল শাড়ির ছোঁয়ায়
এক ঝাঁক পাখি ডানা মেলে ফের, ছুটে চলে নীলাকাশে
দ্বিপ্রহর জীবন লাল শাড়ির আঁচলে নিজেকে জড়ায়।

বৃত্তপা

সুজিত মান্না

তীব্র অন্ধকারের ভেতর নিজের মুখোমুখি বসি। শুনেছি
এভাবেই চিনে নেওয়া যায় নিজেকে। চোখের ওপর বুলিয়ে দিই
হাত যেন ঘাসের ওপর দুই পা তুলে হেঁটে চলে গেলো খোঁড়া
এক হরিণ চারিদিকে বিরামসহ বসে আছে এক
প্রতিশ্রুতিহীন অন্যমনস্ক চেতনা। আমি তাদের পাঠ্যপুস্তকের
মত লাল দাগ দিই।

মনে হয় দেহের ভেতর অনায়াসে ঢুকে যাচ্ছে এক কোটি
চুয়াল্লিশ হাজার অন্ধকার। আমাকে খেয়ে ফেলতে ঢুকে যাচ্ছে
বন্ধ চোখের ভেতর।

সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে থাকি পৃথিবীর জানালা এসে হাত তুলে
ধরে। অন্যমনস্ক এইসব চেতনার ভেতর আমার দেখানোর
মত কোনো ব্রিজ জেগে নেই।

দাগ এ যেন ঢুকে যাচ্ছে খুনের মত। জ্যামিতির রাত শিখতে
শিখতে হেরে যাচ্ছি বৃত্তপায়ের ভেতর।

বৃত্ত যেন এক পরিত্যক্ত হাওয়া। দেখলেও আঁচ করবে না
কেউ।

শৈল্পিক চুম্বন

কেয়া ওয়াহিদ

বেখেয়ালি বিলম্বে পুড়ছে প্রহরের গা
বিষণ্ন অধর বাষ্পীয় কাপের ছোঁয়ায় দ্বিধান্বিত,
অভিমান গলে গলে পড়ে কাচের পিরিচেপথ
সোনারাঙা বিকেলের সম্মোহনী আয়োজনে
কিশোরী কল্পলতা বিবশ বিহবল
মায়াবি গোধূলির স্মৃতিসুধাময় লালচে সাগরে
হারায় হৃদয় তন্ত্রীর বেহাগি সুর
ফেরারি পাখিদের স্বপ্নগুলো জড়িয়ে থাকে
বিনিদ্র বিভাবরী।

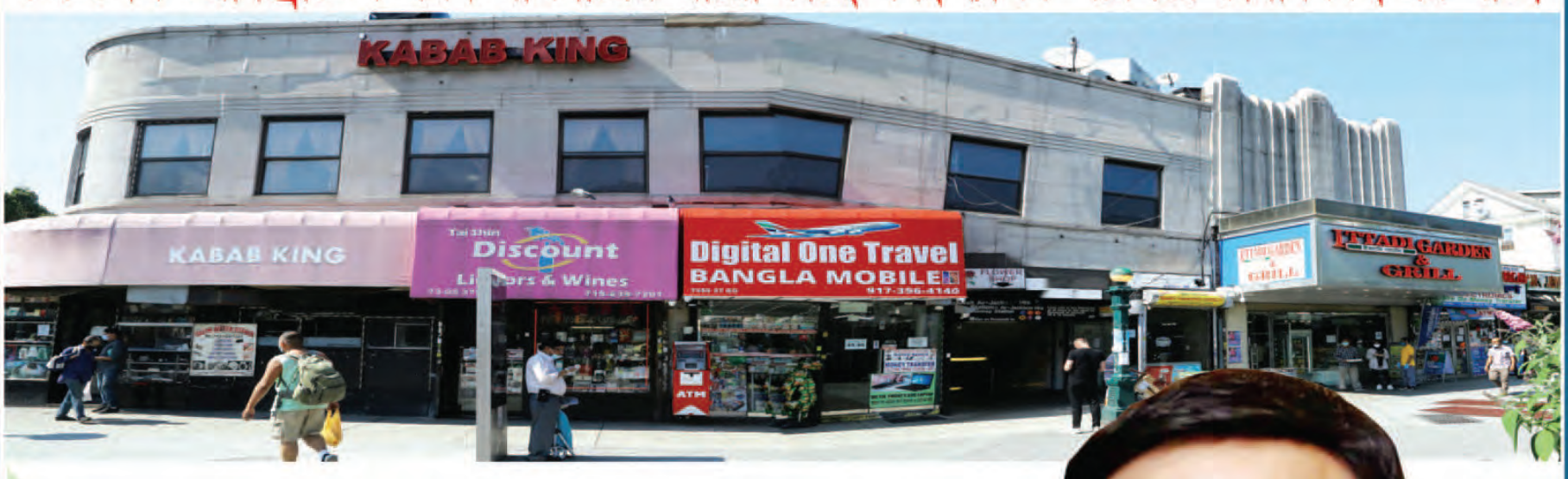
আবেগী পেয়ালার ঠোঁটে তৃপ্তির চুমুকে...
পরিযায়ী মেঘপুঞ্জ মেতে উঠে আদিম নেশায়,
জাফরানি রোদ্দুরের অনন্ত প্রতীক্ষা
টোল পড়া বিকেলের গালে এঁকে দেবে শৈল্পিক চুম্বন।

শূন্যতা

মুরশাদ সুবহানী

কোন দিন হবে না শূন্যের সাথে দেখা।
চাঁদ যেমন শূন্যতায় ভর করে আকাশকে
আলিঙ্গন করতে চায়।
আকাশ খসে পড়ে না, চাঁদের বুকে।
বোঝে না চাঁদের প্রেম।
শূন্যতায় ওড়াউড়ি, কেউ কারো নয়।
মানুষ খুব গোপনে স্বপ্নের বীজ রোপন করে।
কৃষকের মত সার দিতে চায় বীজে।
কৃষক যা পারে, প্রেমিক মানুষ তা পারে না।
স্বপ্নের বীজ প্রেমের গাছ হয়ে বেড়ে ওঠে না।
শূন্যে হারিয়ে যায়।
নিজেকে তখন অচেনা মনে হয়।
'প্রতি সন্ধ্যায় পিয়ানোর সুর ভেসে আসে।'
কে বাজায়? শূন্য?

ডিজিটাল ওয়ান ট্রাভেল এখন আপনাদের আরো কাছে এবং ব্যাপক পরিসরে কাবাব কিং এর পার্শ্বে



KUWAIT AIRWAYS | Biman BANGLADESH AIRLINES | Emirates | ETIHAD AIRWAYS | QATAR AIRWAYS

সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি

$৬৪৯+

JFK-Dhaka-JFK Return

আমরা IATA অনুমোদিত | আমরা ARC অনুমোদিত





Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO

আমরা সকল এয়ারলাইন্সের টিকেট সরাসরি আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট সবচেয়ে কম দামে আমাদের কাছেই পাবেন।

উত্তর আমেরিকার ট্রাভেল ব্যবসায় সবচেয়ে অভিজ্ঞ ট্রাভেল টিম শুধুমাত্র ডিজিটাল ওয়ান ট্রাভেল-এ পাবেন, যারা সর্বদা আপনাদের সেবায় প্রস্তুত



আবু তাহের খান
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
২৬ বছরের অভিজ্ঞ



কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১২ বছরের অভিজ্ঞ



পুষ্প
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
৫ বছরের অভিজ্ঞ

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

Digital One Travel

JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আপনার নিশ্চিত ভ্রমনের বিশ্বস্ত আয়োজক

7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
(কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়)

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

Price Can Be Change Anytime. digitalonetravel@gmail.com www.digitalonetravel.com OPEN 7 DAYS: 11AM -10PM *Terms & Condition may apply. See store for details.

কোম্পানীগঞ্জে সংবাদকর্মী বোরহান উদ্দিনের খুন, দায় কার!



সামছুদ্দীন আজাদ

নানান কারণে নোয়াখালীর রাজনীতি বাংলাদেশের রাজনীতিতে বহুল আলোচিত। সম্প্রতি নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার আওয়ামী রাজনীতি সারা বাংলাদেশে রাজনীতির মাঠে আলোচনার ঝড় তুলেছে। শেষ পর্যন্ত এর পরিসমাপ্তি ঘটলো-তীব্র রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, গোলাগুলি, মারামারি এবং এক তরুণ সাংবাদিক নির্মমভাবে খুনের মধ্য দিয়ে। যা সতিই দুঃখজনক অমানবিক এবং বর্বরোচিত। দীর্ঘ দুই মাসের বেশী সময় ধরে আমরা প্রবাসে বসে টেলিভিশনের পর্দায় এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এমনকি পত্র-পত্রিকায় কোম্পানীগঞ্জের পৌরসভা নির্বাচনের খবরা খবর দেখছিলাম। এখানে যিনি তৃতীয়বারের মত মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন তিনি হলেন আবদুল কাদের মীর্যা তবে মীর্যা তার বংশগত কোন টাইটেল নয়, মীর্যা তার ডাক নাম। তিনি আবার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক যিনি দু'দুবার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন, যিনি বাংলাদেশ ছাত্র লীগের সভাপতি ছিলেন, যিনি ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির ইতিহাসে একজন কিংবদন্তিতুল্য নেতা, যিনি নিরহংকারী, নিভৃতচারী সততার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং বিনয়ী ভদ্র এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি রয়েছে যার হিমালয় সম শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা। আমাদের সকলের প্রিয় কাদের ভাইয়ের ছোট ভাই হিসাবে তার নাম শুনেছি, নিউইয়র্কে যারা নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জসহ অন্যান্য অঞ্চলের আমাদের আওয়ামী লীগের লোকজন, আমাদের বন্ধু-বান্ধব, রাজনৈতিক সহযোদ্ধারা রয়েছেন তাদের মুখে। এমনকি যারা কোন রাজনীতি করেন না কোম্পানীগঞ্জের মানুষ, তারাও জনাব কাদের মির্যার প্রশংসা করেছেন বিভিন্ন সময় সেই হিসেবে তাকে জেনেছি, তার কথা শুনেছি। মেয়র নির্বাচনের সময় যখন তিনি নির্বাচনী প্রচারনায় মাঠে নেমেছেন, দেখেছি তার জনপ্রিয়তা সেটি অবশ্যই একটি ভাল লাগার বিষয় কিন্তু এত বড় জনপ্রিয় নেতা হয়েও তার মধ্যে শংকা, ভয়, অস্থিরতা কাজ করছে প্রচুর, যা তার নির্বাচনী প্রচারণার সময় দেখেছি। তার যত অভিযোগ ছিল, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা, নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগ, সন্দীপের আওয়ামী লীগ নেতা, এমনকি কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং তার ভাই জনাব ওবায়দুল কাদেরের বিরুদ্ধে। সরাসরি তার বড় ভাইকেও অসম্মান করে কথা বলেছেন। তার এমন আচরণে কে হতবাক হল আর বিস্ময় প্রকাশ করল, তা আমার আলোচনার বিষয় নয়-তবে আমি দেখেছি তার এমন বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সব টেলিভিশন, সংবাদ মিডিয়া তাকে লুফে নিয়েছে, সরাসরি টেলিভিশনগুলো তার বক্তব্যকে লীড নিউজ করেছে। যা সারা দেশবাসী এবং বিশ্বের সর্বত্র যেখানে বাঙ্গালীরা রয়েছে তারাও দেখেছে, শুনেছে। সে কি বক্তব্য দিয়েছে-সেটি আর পুনরালোচনার প্রয়োজন মনে করি না, সেটি সবাই দেখেছে। তিনি নির্বাচনে বিজয়ী হলেন তৃতীয় বারের মত মেয়র হলেন-আবার দেখলাম চট্টগ্রামে শপথ নিতে যাওয়ার পথে দূর্বৃত্তের হামলার শিকারও হলেন।



এর পরের ঘটনা অত্যন্ত মর্মান্তিক বর্বরোচিত যেটি এই সভ্য সমাজে কারো কাম্য হতে পারে না। গত ১৮ ফেব্রুয়ারী কোম্পানীগঞ্জের নব নির্বাচিত পৌরসভা মেয়র কাদের মীর্যার গ্রুপ এবং সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান গ্রুপ দুজনই আওয়ামী লীগ নেতা, একজন পৌর মেয়র অপরজন সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান। মোটামুটি দুগ্রুপ মধ্যযুগীয় কায়দায় দলীয় মাস্তান, ভাড়াটিয়া বাহিনী, সন্ত্রাসী গ্রুপ যোগাড় করে প্রাচীনকালের রাজা-বাদশাদের কায়দায় রাজ্য দখলের কৌশলে যেভাবে প্রতিপক্ষের উপর সশস্ত্র সেনাবাহিনী, অশ্বারোহী পদাতিক বাহিনী নিয়ে হামলা চালিয়ে রাজ্য দখল করে নিতো, ঠিক সেই কায়দায় আমরা দেখেছি কোম্পানীগঞ্জ আওয়ামী লীগের দুই নেতার দ্বিগবিজয়ী যুদ্ধ। যা সত্যিই দুঃখজনক লজ্জায় মাথা হেট হয়ে যাওয়ার মত। মানুষ যখন মঙ্গলে গিয়ে বসবাসের চিন্তা করছে, মঙ্গলে জীবনের সন্ধান খুঁজে পেতে যুক্তরাষ্ট্রের নাসার বিজ্ঞানীরা পারসেভারেন্স নামক নভোযান পাঠিয়েছে এবং যেটি ঘন্টায় ১২ হাজার ১০০ শত মাইল বেগে ছুটে চলে সাড়ে সাত মাস সময় লেগেছিল ২৯৩ মিলিয়ন মাইল আকাশ পথে পাড়ি দিতে, আর আমরা তখন মধ্যযুগীয় কায়দায় তীর, বল্লম, বন্দুক, গ্রেনেড নিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে নিজ দলের বিরুদ্ধে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হই, এই হল আমাদের আজকের রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্র। আমরা জানি ভদ্র ঘরের মানুষ রাজনীতি করে একান্ত দেশপ্রেমের টানে, মাটি ও মানুষকে ভালবাসার টানে। যদি রাজনীতিতে সুন্দর সাবলীল পরিবেশ না থাকে কেন আমাকে সেই রাজনীতি করতে হবে। রাজনীতির মাঠে যদি টিকে থাকার জন্য অস্ত্র লাগে, গোলাবারুদ লাগে, আর লাগে সন্ত্রাসী প্রশিক্ষিত বাহিনী তাহলে তো সেটা আর রাজনীতি হলো না-সেটা হলো সন্ত্রাসের রাজনীতি, কেন আমাকে সেই রাজনীতি করতে হবে। যদি আমি প্রকৃত রাজনীতিবিদ হই আমার সেই রাজনীতির মাঠ ছেড়ে দিয়ে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা উচিৎ। যেখানে রয়েছে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত ছানি, যেখানে রয়েছে সাধারণ নেতাকর্মীর গুলিবিদ্ধ হয়ে গগন বিদারী কান্নার আওয়াজ, যেখানে রয়েছে পুলিশের নির্বিচারে গুলি আর নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা, যেখানে নিজের পরিচয় হয় একজন সন্ত্রাসী হিসেবে, তাহলে কোন লাভে এমন দূর্বিসহ জীবন বেঁছে নেয়া, নিশ্চয় কোন লাভ রয়েছে। অবৈধ অর্থবিত্তের হাতছানি রয়েছে, সেই টানেই নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে কিছু মানুষ সন্ত্রাস নির্ভর রাজনীতির পথ বেছে নেয়। কোম্পানীগঞ্জের সেই দিনের যুদ্ধের বিভীষিকায় জীবন গেল তরুণ সংবাদকর্মী বোরহান উদ্দিন মোজাক্কেরের। তার শরীরে নাকি ৬২টি গ্রেনেডের স্পীনটার বিদ্ধ হয়েছে। তার গলা দিয়ে যেভাবে রক্ত ঝরছিল মনে হয়েছে তাকে কেউ ধারালো অস্ত্র দিয়ে জবাই করেছে। আরো অনেকে আহত হয়েছে। এইসব দৃশ্য আমি টেলিভিশনের পর্দায় দেখেছি। রাজনীতির সন্ত্রাসের মহরায় অবতীর্ন হয়ে যখন দুই ষাড়ের লড়াই শুরু হল। সাথে যোগ দিয়েছে তাদের দলীয় সমর্থক সন্ত্রাসীগুলো, শুরু করলো তীব্র লড়াই-জয় পরাজয়ের লড়াই তাও আবার প্রকাশ্য দিবালোকে মধ্যযুগীয় কায়দায়। প্রাণ গেল এই তরুণ সাংবাদিক, হাসপাতালে নিয়েও তাকে বাঁচানো গেল না। প্রশ্ন হলো-যুদ্ধ রণাঙ্গণে দুই বিবাদমান সন্ত্রাসী গ্রুপের জীবন দিতে হল সংবাদকর্মীকে। কিন্তু কেন এই সাংবাদিক সন্ত্রাসের বলি হলেন? কেন তার জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দেয়া হল? হয়ত এই তরুণ সাংবাদিক এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা, লেখাপড়া শেষ করে এই পেশা সে বেছে নিয়েছে। সে স্বপ্নে দেখেছিল হাটি হাটি পা পা করে একদিন বড় সাংবাদিক হবে। মা-বাবার মুখ উজ্জ্বল করবে। অসচ্ছল মা বাবার মুখে স্বস্থি ফিরিয়ে আনবেন। আজ বাবা-মা হারানো তাদের প্রিয় সন্তানকে হয়ত সে সন্তান পরিবারের একমাত্র উপার্জন করার মত সদস্য। তাহলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে এই পরিবার। আমি আমার ব্যাক্তিগত তরফ থেকে সমবেদনা আর দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া কিছুই করার নাই, আর খুনিদের ঘৃণা করা ছাড়া। তবে এই খুনের জন্য দায়ী কে? বলার চেষ্টা হবে হবে, যুদ্ধের মাঠে, ক্রস ফায়াসে সে মারা গেছে, তদন্তের নামে সময় ক্ষেপন হবে। কিয়ামতের দিন পর্যন্ত খুনির সন্ধান মিলবে না কারণ খুনিতো তার চার পাশের অতি পরিচিত লোকজন।

প্রকৃত অর্থে বলতে গেলে যারা যুদ্ধ বাঁধিয়েছেন যুদ্ধ করার জন্য, সৈন্য সামন্ত যোগাড় করে নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করার চেষ্টা করেছেন-তবে কে জয় হয়েছেন আর কে পরাজিত হয়েছেন তা জানা যায়নি। যুদ্ধের বিরতি ঘটেছে এই সাংবাদিকের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে। তবে আশ্চর্যের বিষয় হল দুই গ্রুপের কোন সন্ত্রাসী মারা যায়নি। এটাই বোধ হয় নিয়ম-মকারা যায় অসহায় সাধারণ মানুষ যারা কোন সন্ত্রাসের সাথে জড়িত নয়। দেশটি স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তবে নির্মম নিষ্ঠুরতা হলো তাকেই আবার নির্মমভাবে খুন করেছে সেনাবাহিনীর কতিপয় বিপথগামী যাদেরকে জাতির পিতা নিজ হাতে মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বের খেতাব পড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই খুনিদের আবার পুরস্কৃত করা হল-পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন দূতাবাসে চাকুরি দিয়ে, আবার আইন পাশ করা হলো- ইন্ডেমনিটি অধ্যাদেশ এই বলে যারা জাতির পিতার খুনি এবং চার জাতীয় নেতার খুনি, তাদের বিচার করা যাবে না, এই কালো আইন সংবিধানে অন্তর্ভূক্তি করা হল।

সেই থেকে দেশে আনুষ্ঠানিক খুনের রাজনীতি আর বিচারহীনতার সংস্কৃতি শুরু হল। আর সেই মানষিকতা থেকে বের হয়ে আসতে পারিনি। কত বড় অসভ্য জাতি আমরা, কত বড় বর্বর জাতি আমরা। আমরা এদেশে গণতন্ত্রের কথা বলি, সুশাসনের কথা বলি, আবার গোপনে সরকার উৎখাতের স্বপ্ন দেখি! কিন্তু ঐসব মানুষগুলি একবারও উচ্চারণ করেনি আজ অবধি জাতির পিতার খুনিরা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগে এসব খুনিদের সর্বোচ্চ শাস্তি হওয়া দরকার। এমনকি যারা এই হত্যার বিচার বন্ধে ইন্ডেমনিটি পাশ করেছে, খুনিদের পুরস্কৃত করেছে, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু দিনে ভূয়া জন্মদিন বানিয়ে কেক কেটে উপহাস করে এসব সন্ত্রাসীদের শাস্তির আওতায় এনে তারপরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করা উচিৎ। ওরা আজ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের প্রতি সমবেদনাও প্রকাশ করেছি। আজ দেশে যে রাজনীতির নামে সন্ত্রাস হচ্ছে, দখল চলছে, প্রকাশ্য দিবালোকে অস্ত্রের ঝন ঝনানি চলছে, আর খুন হচ্ছে নিরিহ সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষ। সব কিছুর মুলে স্বৈরাচারী সামরিক শাসকদের ক্ষমতার উচ্চ বিলাস আর বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণে খুনিদের পার্লামেন্টে বিরোধী দলের নেতা বানানোর কারণে।

লেখক: সহ সভাপতি-যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ



যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সামছুদ্দীন আজাদ

(শেষের পাতার পর)

পারিবারিক কাজে দেশে যাওয়ায় সংগঠনের সহ সভাপতি সামছুদ্দীন আজাদকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ ও প্রচার সম্পাদক দুলাল মিয়া এনাম এই তথ্য জানান।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ড. সিদ্দিকুর রহমান পারিবারিক কাজে গত ২৬ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার এক সংক্ষিপ্ত সফরে দেশে যাওয়ার প্রাক্কালে সামছুদ্দীন আজাদকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব প্রদান করেন। সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান যুক্তরাষ্ট্রে না ফেরা পর্যন্ত সামছুদ্দীন আজাদ ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করে যাবেন। উল্লেখ্য, সামছুদ্দীন আজাদ ইতিপূর্বে একাধিকবার সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিবের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন খোকন

(শেষের পাতার পর)

করেছেন। রবিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) তিনি পদ থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য আবেদনপত্র দিয়েছেন এমনটা জানিয়ে ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দেন।

ফেসবুকে আশরাফুল আলম খোকন লিখেছেন, 'যাত্রাটা শুরু হয়েছিল ১৮ আগস্ট ২০১৩। বর্তমান সরকারের প্রথম মেয়াদের মাত্র ৫ মাস বাকি তখন। যুক্তরাষ্ট্রের আয়েশি জীবন ছেড়ে অনিশ্চয়তার পথে এসে হেঁটেছিলাম। কারণ তখন সবেমাত্র আওয়ামী লীগ ৫টা সিটি করপোরেশনে লক্ষাধিক ভোটের ব্যবধানে হেরেছে। হেফাজত, বিএনপি, জামাতের বাঁশেরকেল্লা বাহিনীর অপপ্রচারে ত্রাহি অবস্থা। ওই সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে সুযোগ দিয়েছেন তার উপ-প্রেস সচিব হিসেবে কাজ করার। সরকারের কাজের প্রচার-প্রচারণা, গুজব প্রতিরোধ ও মিডিয়া সেক্টর নিয়ে কাজ করেছি। তবে তখনো সরকারের ব্যাপক উন্নয়নের সুনাম ছিল। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তি ইমেজ ছিল এখনকার মতোই প্রতিদ্বন্দ্বীহীন।'

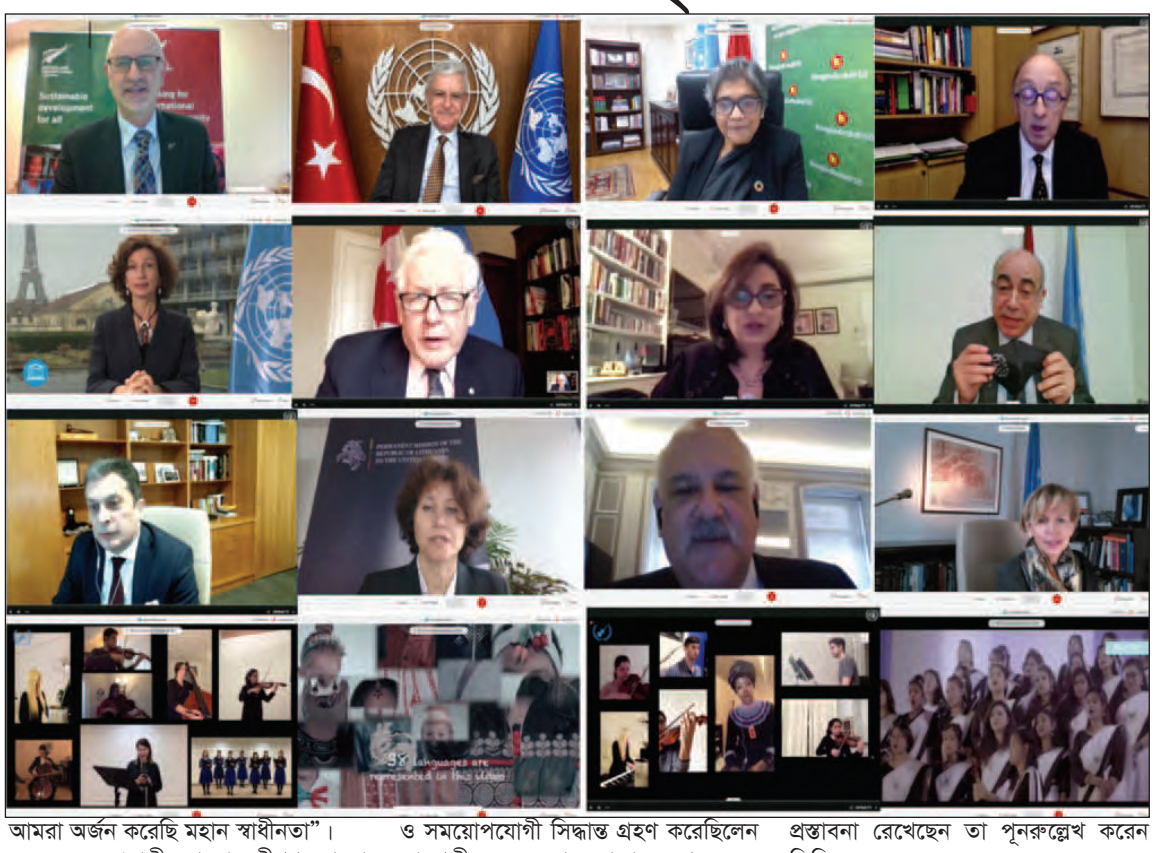
যাত্রাটা শুরু হয়েছিল ১৮ আগস্ট ২০১৩। বর্তমান সরকারের প্রথম মেয়াদের মাত্র ৫ মাস বাকি তখন। যুক্তরাষ্ট্রের আয়েশি জীবন ছেড়ে...

তিনি লেখেন, 'ছোট সময় থেকে এই দলটির সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত থাকার কারণে এই দায়িত্ব ছিল আমার জন্য বিশাল প্রাপ্তি ও সম্মানের। একে তো দেশের প্রধানমন্ত্রী আবার তিনি যদি হন বঙ্গবন্ধু কন্যা। পরপর তিন তিনবার নিয়োগ পাবার মত ভাগ্যবান একজন আমি। ১৭ কোটি মানুষের দেশে এই সৌভাগ্য কয়জনের হয়। আমি সেই ভাগ্যবানদের একজন। অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি। আমৃত্যু এই ঋণ শোধ হবে না। জীবনে যখন যেখানে যেভাবে থাকবো, শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও দল ও নেত্রীর জন্য কাজ করে যাব।'

স্ট্যাটাসে খোকন আরও লেখেন, 'সুখবর হচ্ছে, আমি সাংবাদিকতার ওপর আরও পড়াশোনা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের Hofstra University -তে একটি স্কলারশিপ পেয়েছি। গত সেপ্টেম্বরেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিশ্চিত করা হয়। সুযোগটি আমি হাতছাড়া করতে চাইনি। কারণ আমি মিডিয়াতে কাজ করা মানুষ। এই সেক্টরেই কাজ করে যেতে চাই। আর উচ্চশিক্ষার প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দুর্বলতা সবাই জানেন। তাদের পরিবারের সকলকেই তিনি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। আবেদনের প্রেক্ষিতে আমাকেও তিনি সেই সুযোগটি দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা নেত্রীর প্রতি।'

স্ট্যাটাসে তিনি জানান, 'আজ ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১, আমি আমার পদ থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য আবেদনপত্র দিয়েছি। কারণ চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে শিক্ষাছুটির কোনো বিধান নাই। খারাপ সময়ে যোগদান করে ভালো সময়ে এসে সাড়ে সাত বছরের জার্নি আপাতত শেষ করতে যাচ্ছি। হয়তো আবার দেখা হবে। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে যাদের সহযোগিতা পেয়েছি, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, ব্যক্তিগত অনুবিভাগ, দলের নেতাকর্মী এবং সর্বোপরি দেশের সকল মিডিয়ার আলোকিত মানুষেরা। যাদের সহযোগিতা পাইনি, ক্রমাগত বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতা পেয়েছি তাদের প্রতিও অনেক কৃতজ্ঞতা। কারণ তাদের কারণে আমি এই বয়সেই অনেক কিছু শিখেছি যা বাকি জীবন পথ চলতে অনেক সহায়ক হবে। সবাই ভালো থাকবেন। জয়বাংলা...'যুগান্তর/ইত্তেফাক/মানবজমিন, ১০ ফেব্রুয়ারী ২০২১

জাতিসংঘ সদরদপ্তরে আন্তর্জাতিক আবহে উদ্‌যাপিত হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস



নিউইয়র্ক, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১: আজ পঞ্চমবারের মতো জাতিসংঘ সদরদপ্তরে যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক আবহে উদযাপন করা হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বাংলাদেশ, ব্রাজিল, কানাডা, মিশর, জর্ডান, লিথুনিয়া ও নিউজিল্যান্ড এবং জাতিসংঘ সচিবালয় ও ইউনেস্কোর সহ-আয়োজনে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়। কোভিড-১৯ এর বিধি-নিষেধ জনিত কারণে ইভেন্টটি ভার্চুয়ালভাবে অনুষ্ঠিত হয় যা জাতিসংঘ ওয়েভ টেলিভিশন সরাসরি সম্প্রচার করে।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি ভলকান বজকির অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ করেন এবং বক্তব্য রাখেন। সহ-আয়োজক দেশসমূহের স্থায়ী প্রতিনিধিগণ ছাড়াও অনুষ্ঠানটিতে আরও বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘের বহুভাষিক সমন্বয়কারী ও জেনারেল অ্যাসেম্বিলি ও কনফারেন্স ম্যানেজমেন্ট ভিগের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল এবং জাতিসংঘের বৈশ্বিক যোগাযোগ বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল। এছাড়া ইউনেস্কো মহাপরিচালকের ভিডিও বার্তা এবং নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের বার্তা উপস্থাপন করা হয় ভার্চুয়াল এই ইভেন্টটিতে। স্প্যানিস ভাষাভাষী বন্ধু-দেশগুলোর পক্ষে এ সভায় বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘে নিযুক্ত পর্তুগালের স্থায়ী প্রতিনিধি।

অনুষ্ঠানটিতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এবং সঞ্চালনা করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। স্বাগত বক্তব্যের শুরুতেই তিনি বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি প্রাণ উৎসর্গকারী সকল ভাষাশহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি বলেন, "ভাষা শহীদদের এই আত্মত্যাগের ফলেই 'বাংলা' রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করেছে"। রাষ্ট্রদূত ফাতিমা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, জাতির পিতা ১৯৫২ ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আর এই ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই ১৯৭১ সালে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা"।

যে সকল প্রবাসী বাংলাদেশীগণ বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা করার জন্য প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানান বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। প্রবাসী বাংলাদেশীগণের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে সেসময়ের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউনোস্কোর সাথে সরকারিভাবে যোগাযোগ স্থাপন এবং বিষয়টি এগিয়ে নিতে যে বিচক্ষণ ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তা গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন তিনি। পৃথিবীর বিলুপ্তপ্রায় ভাষা সমূহের সংরক্ষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানী ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছেন মর্মেও উল্লেখ করেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। বাংলা ভাষাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘে যে প্রস্তাবনা রেখেছেন তা পূনরুল্লেখ করেন তিনি।

সাধারণ পরিষদের সভাপতি ভলকান বজকির জাতিসংঘে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনকে ধন্যবাদ জানান। সাধারণ পরিষদের সভাপতিসহ অন্যান্য বক্তাগণ জাতিসংঘ কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি আদায়ে অনন্য ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। এছাড়া মাতৃভাষা ও বিশ্বব্যাপী বহুভাষিকতা এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে নেতৃত্বশীল ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে তার ভূয়সী প্রশংসা করেন বক্তাগণ।

বক্তাগণ বহুভাষিকতার গুরুত্ব বিশেষ করে কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষাপটে বহুভাষিকতার তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন। ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের সংরক্ষণ এবং শিক্ষা ও যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে তা ব্যবহার এখন যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি জরুরি হয়ে উঠেছে মর্মে উল্লেখ করেন তাঁরা। টেকসই উন্নয়ন ও এজেন্ডা ২০৩০ অর্জনের অনুঘটক হিসেবে মাতৃভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে অনুধাবন, সহিষ্ণুতা, সংলাপ এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণ এগিয়ে নেওয়ার জন্য মত প্রকাশ করেন তাঁরা।

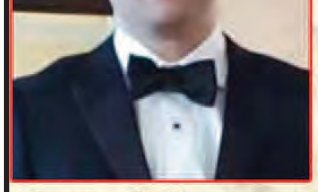
বহুভাষিক উপাদানের সমন্বয়ে অনুষ্ঠানটিতে বর্ণাঢ্য এক সাংস্কৃতিক পর্ব পরিবেশিত হয়। ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্রকে উজ্জীবিত রাখার লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বহুভাষিক উপাদানের সমন্বয়ে তিনটি ভি-ন্নমাত্রার সঙ্গীত পরিবেশন করে ইউএন চেম্বার মিউজিক সোসাইটি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার বিলুপ্তপ্রায় ভাষা 'খোসা-এর একটি অপেরা সঙ্গীত, ফ্রেঞ্চ ভাষার একটি যন্ত্রসঙ্গীত, এবং জাপানী শিল্পী পরিবেশিত একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত।

অনুষ্ঠানটিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের থিমসং 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি' -এর ভিন্ন মাত্রার পরিবেশনা সকলেরই নজর কাড়ে। বাংলাদেশের এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব উইমেন এর শিক্ষার্থীগণ বহুভাষার সমন্বয়ে গানটি পরিবেশন করেন। জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক স্কুলের শিক্ষার্থীগণের পরিবেশনায় ৩৮টি ভাষায় ক্ষুদে ভিডিও বার্তা অনুষ্ঠানটিতে আলাদা মাত্রা এনে দেয়।

ভার্চুয়াল এই অনুষ্ঠানটিতে জাতিসংঘ সদস্য দেশসমূহের উচ্চ পর্যায়ের কূটনীতিক, জাতিসংঘের কর্মকর্তা, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ থেকে ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে

এখন থেকেই ট্যাক্স ফাইলিংএর প্রস্তুতি নিন।



Steven M. Levy CPA

আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে সম্পন্নের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেন্ট।

কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রকক্ষা পাবেন।

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER



Southeast USA Income Tax Services

জ্যাকসন হাইটস:
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

জ্যামাইকাঃ
168-16 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Phone:718-487-4507
Cell:646-464- 5944

ব্রংক্স:
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

e-mail: usa.bd54@gmail.com

সব সময় মনে হচ্ছে কেউ আমাকে অনুসরণ করছে : থানায় জিডি

বিনোদন ডেস্ক: ঢাকাই সিনেমার অলোচিত নায়িকা বুবলীকে গাড়িচাপা দিয়ে হত্যাচেষ্টা করা হয়েছে। দীর্ঘ এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে বুবলী এ অভিযোগ করেছেন। স্ট্যাটাস দেয়ার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে বুবলী মানবজমিনকে বলেন, স্ট্যাটাস দিয়ে সব প্রকাশ করা যায় না। সব সময় মনে হচ্ছে কেউ আমাকে অনুসরণ করছে। এর আগেও একই ঘটনা ঘটেছে। এবারেরটা উত্তরার রাস্তায় কার দিয়ে ঘটলো। মনে হচ্ছিল, কিছু একটা ঘটাবে। অল্পের জন্য বেঁচে গেছি। বার বার যেহেতু একই রকম ঘটনা ঘটছে তাই ভাবলাম সবাইকে জানানো উচিত। বাসায় যখন শেয়ার করলাম তারা থানায় জিডি করার পারামর্শ দিয়েছেন। এদিকে, স্ট্যাটাসে বুবলী লেখেন, সব সড়ক দূর্ঘটনাই দূর্ঘটনা নয়, অনেক সময় পরিকল্পিতও হয় তা গত দুদিন টের পেয়েছি। উপলব্ধি করেছি আমরা যা দেখি বা যা শুনি তার পেছনেও অন্য এক অজানা সত্য থাকে। মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখলাম আর ভাবছিলাম আজকের দিনটি তো আমাকে নিয়ে অন্য রকম সংবাদও হতে পারতো। হয়তো আল্লাহর রহমত, মা বাবা ভাই বোনদের দোয়া আর আপনাদের ভালোবাসায় এ যাত্রায় ভালো আছি। গত চার/পাঁচদিন আমি চোখ নামে একটি সিনেমার শুটিং করছিলাম, যথারীতি শুটিং শেষে রাতে বাসায় ফেরার পথে বিপরীত রাস্তা থেকে কোনো হর্ণ না বাজিয়ে, কোনো সিগন্যাল না দিয়ে আমার গাড়ির সামনে প্রচন্ড বেগে তেড়ে এসেছে একটি প্রাইভেট কার যার গ্লাস ছিলো ব্ল্যাক পেপার দিয়ে মোড়ানো এবং কোনো নাম্বার প্লেট ছিলো না। আমার ড্রাইভার হার্ড ব্রেক না করলে হয়তো অন্য কিছু হতে পারতো। আর আমি নিজেও ড্রাইভিং জানি তাই কোনটি দূর্ঘটনা আর কোনটি ইচ্ছাকৃত তা বোঝার ক্ষমতা নিশ্চয়ই একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মত আমারও আছে। প্রথম দিন সব বুঝতে পেরেও মনকে সান্তনা দিয়েছিলাম, হয়তো বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়ি এতো জোরে আসার কারনে কন্ট্রোল রাখতে পারেনি কিন্তু একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে তো সেটি আর বুঝতে বাকি থাকে না যে এটি উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই করানো হচ্ছে। এই নায়িকা আরও লেখেন, অনেক দিন ধরেই আমি নানান ভাবে নানান কিছু বুঝতে পারছি, শুনতে পারছি। কিন্তু যারাই এসব ন্যাক্কার জনক অপরাধের সাথে জড়িত থাকবেন তারাও নিশ্চয়ই বার বার সুযোগের অপেক্ষায় থাকবেন। কিন্তু মনে রাখবেন কেউই আইনের উর্দ্ধে নন, আর আল্লাহ তো একজন আছেন যিনি সবই দেখেন। শীঘ্রই আমি ব্যবস্থা নিবো এ ব্যাপারে। দোয়া করবেন আমার জন্য। উল্লেখ্য, এক বছর পরও চোখ শিরোনামের সিনেমা দিয়ে শুটিংয়ে ফিরেছেন বুবলী। সম্প্রতি তিনি যুক্ত হয়েছেন লিডার- আমি বাংলাদেশ সিনেমায়। সিনেমাটির শুটিং কবে থেকে শুরু হবে তা চূড়ান্ত হয়নি। তবে শোনা যাচ্ছে মার্চের শেষের দিকে সিনেমার দৃশ্যধারণ শুরু হবে ।



থানায় জিডি:
এদিকে গাড়িচাপায় হত্যাচেষ্টায় আতঙ্কিত জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা শবনম বুবলী অবশেষে থানার দ্বারস্থ হলেন। তিনি আত্মরক্ষার জন্য উত্তরা পশ্চিম থানায় বাবা ও ছোট ভাইয়ের সঙ্গে হাজির হয়ে সাধারণ ডায়েরি (জিডি নম্বর ১৯১৭) করেছেন। শুক্রবার রাতেই তিনি থানায় হাজির হয়ে জিডি করেন। এ বিষয়ে বুবলী বলেন, ভেবেছিলাম পরে জিডি করব। তবে গতকাল একটি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান থেকে বাসায় ফিরলে আব্বু-আম্মু আমাকে বলেন, কয়েক দিন ধরে যেসব ঘটনা ঘটছে- তাতে আর দেরি করা ঠিক হবে না। পরে গতকাল রাতেই থানায় গিয়ে সাধারণ ডায়েরি করি।
জিডিতে বুবলী উল্লেখ করেছেন, একজন চলচ্চিত্র অভিনেত্রী হিসেবে শুটিংয়ের প্রয়োজনে প্রায়ই আমাকে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। কাজ শেষে ফিরতে অনেক সময় রাত হয়ে যায়। এর মধ্যে কয়েক দিন ধরে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরা নম্বরবিহীন গাড়ি ব্যবহার করে আমাকে ফলো করছে। গত ২৫ ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাত আনুমানিক দুইটার দিকে নারায়ণগঞ্জ থেকে শুটিং শেষ করে উত্তরার ১০ নম্বর সেক্টরের বাড়িতে ফেরার পথে আনুমানিক ৩টার সময় উত্তরা পশ্চিম থানার ৩ নম্বর সেক্টরের জসীম উদ্ দীন রোডে পৌঁছামাত্র উল্টো দিক থেকে নম্বর প্লেটবিহীন একটি প্রাইভেট কার আমার গাড়ির সামনে হার্ড ব্রেক করে। আমার আশঙ্কা, অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরা যেকোনো সময় আমার ক্ষতি করতে পারে। উপরোক্ত বিষয়টি আপনার থানায় সাধারণ ডায়েরি করতে যেন মর্জি হয়।'
বুবলীর জিডির বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করে উত্তরা পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আকতারুজ্জামান ইলিয়াস বলেন, আমরা বিষয়টি তদন্ত করবো। যদি অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন হয়, তাও করা হবে।

নাসিরকে নিয়ে এবার ঢালিউড নায়িকার ফেসবুক স্ট্যাটাস ভাইরাল

বিনোদন ডেস্ক: ক্রিকেটার নাসির হোসেন ও কেবিন ক্রু তামিমা তাম্মির বিয়ে নিয়ে এখনও সরব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। এখনও ফেসবুক-টুইটারে আলোচনা-সমালোচনার খোরাক জোগাচ্ছেন এই নবদম্পতি। তাতে নতুনমাত্রা যোগ করেছেন মডেল ও অভিনেত্রী সুবাহ। ক্রিকেটারের সাবেক এই প্রেমিকা নাসির-তামিমার বিয়ের পর দু-দুই দিন ফেসবুক লাইভে এসে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। রীতিমতো ধুয়ে দিয়েছেন সাবেক প্রেমিককে।



এ নিয়ে যখন নেটিজনদের আগ্রহের পারদ উর্ধ্বমুখী, তখন নাসির প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন ঢালিউডের আরেক নায়িকা মিষ্টি জান্নাত। তিনি নাসিরের পক্ষে ব্যাট ধরেছেন।
ক্রিকেটারদের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কথা বলার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন এই অভিনেত্রী। ঢাকাই ছবির নায়িকা সম্প্রতি ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে নিজের অভিমতও ব্যক্ত করেছেন।
ফেসবুকে মিষ্টি জান্নাত লেখেন- 'সাকিব-নাসিরদের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করাতে কি আনন্দ আছে তা খুঁজে পাচ্ছি না। পৃথিবীর আর কোনো দেশে এমন আছে কিনা জানি না, যারা অন্যের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এত সময় ব্যয় করে ও মজা পায়।'
তিনি আরও লেখেন- 'অন্যের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে যত সময় ব্যয় করেন, এর অর্ধেক সময় নিজেকে নিয়ে চিন্তা করলে আপনি এবং এই জাতি দুই-ই অনেক দূর এগিয়ে যাবে। কেউ খারাপ কিছু করলে ঐটার জন্য কোর্ট-কাছারি ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আছে। বিচার-আচার আপনি-আমি না করলেও চলবে।'
মিষ্টি জান্নাতের এই স্ট্যাটাস ইতোমধ্যে ফেসবুকে ভাইরাল হয়ে গেছে। অনেকে নেতিবাচক মন্তব্য করলেন কেউ কেউ ইতিবাচকভাবেও নিয়েছেন। এর আগে ঢালিউডের উদীয়মান এ নায়িকা জানিয়েছিলেন বাংলাদেশ দলের এক ক্রিকেটার তার 'ক্রাশ'। ওই ক্রিকেটার নাকি তার ধানমন্ডির রেস্টুরেন্টেও এসেছিলেন। তার এসব বিষয় ওই সময় বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছিল।
শাহাদাৎ হোসেন লিটন পরিচালিত 'লাভ স্টেশন' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে চলচ্চিত্রে অভিষেক হয় মিষ্টি জান্নাতের। এই ছবির জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ নবীন অভিনয় শিল্পী বিভাগে মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কারের মনোনয়ন পেয়েছিলেন।
তার অভিনীত অন্যান্য চলচ্চিত্র হলো চিনি বিবি (২০১৫), তুই আমার (২০১৭), আমি নেতা হব (২০১৮)। ভারত-বাংলাদেশের যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র 'তুই আমার রানি' দিয়ে তিনি প্রযোজক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

বঙ্গবন্ধুর মায়ের চরিত্রে ছন্দা

বিনোদন ডেস্ক: অভিনয়ে নিয়মিত গোলাম ফরিদা ছন্দা। নাটক ও ছবির- দুই মাধ্যমেই সমানতালে অভিনয় করছেন নানা চরিত্রে। সেই ধারাবাহিকতায় এবার তিনি ছবিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মায়ের চরিত্রে অভিনয় করবেন বলে জানিয়েছেন। ছবির নাম 'টুঙ্গিপাড়ার দুঃসাহসী খোকা'। সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত এ ছবিটি পরিচালনা করবেন মুশফিকুর রহমান গুলজার। এতে অভিনয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন ছন্দা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'মূলত বঙ্গবন্ধুর ছোটবেলার ঘটনা নিয়ে ছবিটির গল্প তৈরি হয়েছে। কয়েকদিন আগে স্ক্রিপ্ট পেয়েছি। তারপর থেকেই চরিত্রটি নিজের মধ্যে ধারণ করার চেষ্টা করছি। এটি আমার অভিনয় ক্যারিয়ারের অন্যতম একটি অর্জন।
কিছুদিনের মধ্যেই এ ছবির শুটিং শুরুর আভাস দিয়েছেন পরিচালক।' এটি ছাড়া আরও তিনটি সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত ছবিতে অভিনয় করেছেন এ অভিনেত্রী। এগুলো হলো- নারগিস আক্তারের পরিচালনায় 'যৈবতী কন্যার মন', আকরাম খানের 'নকশিকাঁথার জমিন' এবং জাহিদ শাওনের 'মিঠুর একাত্তর যাত্রা'। অন্যদিকে খন্ডনাটকে অভিনয় না করলেও তিনটি দীর্ঘ ধারাবাহিক নাটকে নিয়মিত অভিনয় করছেন ছন্দা। এগুলো হলো- সাজ্জাদ সুমনের পরিচালনায় 'মাশরাফি জুনিয়র', এসএম সালাউদ্দিনের 'কাজল রেখা' এবং সজীব মাহমুদের 'মমতাজ মহল'। এ ছাড়া মাঝে মধ্যে বেতার নাটকেও অভিনয় করেন এ অভিনেত্রী।



শ্রাবন্তীর ক্রাশ কে?

বিনোদন ডেস্ক: লক্ষ পুরুষ হৃদয়ের ক্রাশ শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। নায়িকার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে চর্চার শেষ নেই। তিনবার বিয়ে ভাঙার জেরে কটাক্ষের মুখেও পড়েছেন অভিনেত্রী। যদিও টোলারদের পাত্তা দিতে নারাজ শ্রাবন্তী। সোশ্যাল মিডিয়ায় কমেন্ট বক্স যতই তালাবন্ধ থাকুক না কেন, নিজের মনের কথা বলতে পিছপা হন না শ্রাবন্তী। এবার অভিনেত্রী ফাঁস করলেন নিজের ক্রাশের কথা। জানেন কী কার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন, মানে চিরকালই হাবুডুবু খেয়ে এসেছেন শ্রাবন্তী? অভিনেতা শাহিদ কাপুরই নাকি শ্রাবন্তীর চিরন্তন ক্রাশ। শাহিদের জন্মদিনে এমনটাই জানিয়েছেন শ্রাবন্তী।
এদিন টুইটারে শ্রাবন্তী শাহিদের একটি ছবি পোস্ট করে লেখেন, শুভ জন্মদিন আমার চিরন্তন ক্রাশ শাহিদ কাপুর, অনেক ভালোবাসা। শ্রাবন্তীর এই প্রেমেমাখা বার্তার জবাব দিতেও ভোলেননি শাহিদ। তিনি শ্রাবন্তীর পোস্টের কমেন্ট বক্সে লেখেন, ধন্যবাদ, সঙ্গে দুটো হার্টের ইমোজি জুড়ে দিয়েছেন শাহিদ। বাস্তব জীবনে এখন শাহিদের সঙ্গে দেখা করে উঠা হয়নি শ্রাবন্তীর। নায়িকার হাতে শিগগিরই সেই সুযোগ আসবে এমনটাই আশা করছেন শ্রাবন্তীর ভক্তরা। আপতত অভিনেত্রী ব্যস্ত একটি ওয়েব সিরিজ নিয়ে। এতে সোহমের সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন শ্রাবন্তী। এছাড়াও উত্তম কুমারের আসন্ন বায়োপিকে গৌরী দেবীর চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন শ্রাবন্তী।



শহিদ কাপুরের স্বাস্থ্যকর জীবনের ৫ রহস্য

বিনোদন ডেস্ক: 'ইশক ভিশক' থেকে শুরু করে 'কবীর সিং'-এর মতো সিনেমা হোক বা কমেডি থেকে রোম্যান্স ও অ্যাকশন হিরো হিসেবে নিজেকে তুলে ধরা– শহিদ কাপুরের বিবর্তন তার ফ্যানেদের মনকে দোলা দিয়েছে সফলভাবেই। দুই সন্তানের বাবা হিসেবে নিজের সমস্ত দায়িত্ব পালন করা বা বক্স অফিসে একের পর এক হিট সিনেমা দেওয়াই হোক না কেন, শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি নিজের শরীর-স্বাস্থ্যকে প্রাথমিকতা দিতে ভোলেননি। তাই তো তার ফিট শরীর দেখে মূর্চ্ছা যান ভক্তরা।
স্বাস্থ্যসম্পন্ন লাইফস্টাইল ও খেলোয়াড় সুলভ শারীরিক গঠনের জন্য শহিদ যা যা করে থাকেন, তা জেনে নিন এখানে-
১. উন্নত ফিজিকের জন্য যারা মাছ-মাংস খেয়ে থাকেন, তাদের তালিকায় পড়েন না শহিদ কাপুর। বাবা পঙ্কজ কাপুরের দেওয়া ব্রায়ান হাইনসের বই 'লাইফ ইস ফেয়ার' পড়ার পর প্রায় এক দশক আগে নিরামিষাশী হন শহিদ। রাধা স্বামীর ভক্ত পঙ্কজ কাপুররা। এই সংস্থাটি প্রাণী হিংসার বিরোধী।
২. দীর্ঘদিন ধরে নিরামিষাশী থাকার পর ভেগানে পরিণত হন জার্সি অভিনেতা।
৩. কয়েক বছর আগে ভেগানে পরিণত হওয়ার পর শহিদ দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং গ্লুটেনজাত খাদ্য দ্রব্য ছেড়ে দেন। দুধ ও দইয়ে সামান্য হলেও চিনি থাকে এবং গ্লুটেন ফ্রি লাইফস্টাইল যে শুধু হজম শক্তি ভালো রাখে তাই নয়, বরং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে ও এনার্জি লেভেল উন্নত রাখতেও সাহায্য করে।
৪. সিমন জে হিল ও তার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট প্লান্ট প্রুফ-এর ফ্যান তিনি। নিজস্ব ফিটনেস অ্যাপ ঠ-ঋরঃ লঞ্চ করা ও আন্ত্রেপ্রেনিওরে পরিণত শহিদ, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য সম্পন্ন জীবনযাপনের প্রতি তার ঝোঁককে সর্বদা উঁচুতেই নিয়ে গিয়েছেন।
৫. এটি বিশ্বাস করা হয়ত কঠিন যে, রুপোলি পর্দায় রাগী ও মাদকাসক্ত কবীর সিংয়ের নাম ভূমিকায় অভিনয় করা শহিদ নিজের আসল জীবনে ধূমপান ও মদ্যপান থেকে শত মাইল দূরে থাকেন।
কিন্তু রিয়েল লাইফে এমনই শহিদ কাপুর। গত বছর এছ-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শহিদ জানান, আমি মদ্যপান করি না। তবে মাঝে মধ্যে ধূমপান করি। আমি নিজেকে নন-স্মোকার মনে করি। তবে স্মোকিংয়ের নানান পর্যায় অতিক্রম করেছি আমি।
বর্তমানে শহিদ প্রোটিন সমৃদ্ধ ফল ও সবজিকে নিজের খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করেছেন।



জনসন অ্যান্ড জনসনের টিকার অনুমোদন

(প্রথম পাতার পর)

বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি ভোক্তা ও শিল্প প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনের গঠিত ২২ সদস্যের কমিটি দীর্ঘ ভার্চুয়াল বৈঠকের পর এ সিদ্ধান্ত নেন।

প্যানেলের সুপারিশগুলো বাধ্যতামূলক না হলেও তারা সেটা অনুসরণ করেছেন এবং তাদের ব্যাপক সমর্থনের আশা করা হয়েছিল। গত ডিসেম্বরে ফাইজার ও মডের্নার অনুমোদনের পর যুক্তরাষ্ট্রে তৃতীয় টিকা হিসেবে জরুরি ব্যবহারের অনুমোদন (ইইউএ) পেল জনসন অ্যান্ড জনসন।

গত বৃহস্পতিবার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, যদি এফডিএ নতুন টিকা ব্যবহারের অনুমোদন দেয়, জনসন অ্যান্ড জনসন যাতে দ্রুত এটি উৎপাদন করতে পারে সে ব্যাপারে আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রশাসনিক কর্মকর্তারা চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে আশা প্রকাশ করে বলেছেন, অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকা টিকার অনুমোদন পেলে আগামী সপ্তাহে তিন থেকে চার মিলিয়ন ডোজ টিকা সরবরাহ পাওয়া যাবে।

‰বঠকের আগে এফডিএ তাদের রিপোর্টে বলেছে, নতুন ভ্যারিয়ান্টসহ গুরুতর কোভিড-১৯ প্রতিরোধে এই টিকা অধিকতর কার্যকর। ৪০ হাজার লোকের মধ্যে বৈশ্বিক ট্রায়ালে এই ভয়ংকর রোগের বিরুদ্ধে টিকাটি ৮৫.৪ শতাংশ কার্যকর, তবে রোগটির মডারেট ফর্মে কার্যকারিতা কমে ৬৬.১ শতাংশ দাঁড়ায়।

করোনায় চুল পড়ে যায় এক-চতুর্থাংশের

(প্রথম পাতার পর)

ঝুঁকিতে। এ খবর দিয়েছে অনলাইন স্কাই নিউজ। গবেষকরা চীনের উহানে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষণগুলো নিয়ে গবেষণা করেছেন। এক্ষেত্রে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন এমন ১৬৫৫ জন রোগীর ওপর তারা গবেষণা চালান। তার মধ্যে দেখতে পান চুল পড়া সমস্যায় ভুগছেন ৩৫৯ জন। এই গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে মেডিকেল জার্নাল দ্য ল্যানচেটে। এতে আরো দেখা গেছে, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ থেকে আরো যেসব লক্ষণ থেকে যায় তার মধ্যে রয়েছে অবসন্নতা, শ্বাস-প্রশ্বাস সংক্ষিপ্ত হয়ে আসা, মাঘাঘোরা, শরীরের জয়েন্টে জয়েন্টে ব্যথা।

এই গবেষণাকর্মের লেখক বলেছেন, করোনা ভাইরাসের দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যগত সমস্যা এখনও ব্যাপকভাবে পরিষ্কার নয়। ২০২০ সালের ৭ই জানুয়ারি থেকে ২৯ শে মে পর্যন্ত জিন য়িন-টান হাসপাতালে করোনার চিকিৎসা নিয়ে বাসায় ফিরেছেন এমন রোগীদের ওপর এই গবেষণা চালানো হয়েছে। গবেষকরা এসব রোগীর ওপর ৬ মাস পর পর ফলোআপ করেছেন। এ সময়ে তাদেরকে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করা হয়েছে। শরীরে কি রকম লক্ষণ আছে এসব মূল্যায়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬ মিনিট হাঁটার পরীক্ষা করা হয়। এর মাধ্যমে দেখা হয় তারা শারীরিকবাবে কতটুকু সুস্থ। এ ছাড়া তাদের রক্তের পরীক্ষা করা হয়েছে। এতে দেখা গেছে, শতকরা ৬৩ ভাগ রোগী অবসন্নতা অথবা মাংসপেশীর দুর্বলতায় ভুগছেন। শতকরা ২৬ ভাগ রোগীর ঘুমে সমস্যা দেখা দিয়েছে। শতকরা ২৩ ভাগ রোগীর মধ্যে দেখা দিয়েছে উদ্বেগ বা হতাশা এবং শতকরা ২২ ভাগ রোগীর চুল পড়ে যাচ্ছে। পরীক্ষায় আরো দেখা গেছে, শতকরা ৭৬ ভাগ রোগী যাদের প্রথম পরীক্ষার ৬ মাসব পরে আবার পরীক্ষা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে এর মধ্যে একটি না একটি লক্ষণ আছেই। তবে এই হার নারীদের ক্ষেত্রে বেশি। করোনা ভাইরাসে খুব খারাপভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন এমন রোগীদের মধ্যে মাংসপেশীর দুর্বলতা বা হতাশা বেশি দেখা গেছে। এ ছাড়া অনেক রোগীর ক্ষেত্রে পালমোনারি বা হৃদপিন্ডের সমস্যা দেখা দিয়েছে। তিন মাস ৫৩৮ জন করোনা রোগীর ওপর গবেষণা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখতে পেয়েছেন, রোগীদের মধ্যে অবসন্নতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শারীরিক সক্ষমতা কমে আসছে। শ্বাসপ্রশ্বাসে সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

মালিককে খুন করল মোরগ!

(প্রথম পাতার পর)

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, অবৈধ মোরগ লড়াইয়ের জন্য পায়ে ছুরি বাঁধা একটি মোরগ তার মালিককে হত্যা করেছে।

'ানীয় পুলিশ কর্মকর্তা বি জীবন বিবিসিকে জানিয়েছেন, প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য নিজের মোরগকে প্রস্তুত করছিলেন ওই ব্যক্তি। এ সময় মোরগটি ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করলে এর পায়ে বাধা ৩ ইঞ্চির ধারালো ছুড়ি ওই ব্যক্তির কুঁচকিতে ঢুকে যায়।

,রুতর আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নেওয়ার সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু হয়।

ওই মোরগ লড়াইয়ের সঙ্গে জড়িত ১৫ জনকে খুঁজছে পুলিশ।

ঘটনার পর মোরগটিকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরে একটি পোল্ট্রি ফার্মে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বিচারকার্য চলাকালীন মোরগটিকে সাক্ষ্য হিসেবে আদালতে হাজির করা হবে বলে জানান বি জীবন।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা • বার্ণ ইনজুরি
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল • নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• ব্রেইন ইনজুরি • পিছলে পড়ে গেলে
• এলিভেটর একসিডেন্ট • লেড পয়জনিং
• স্কুল লায়াবিলিটি • কুকুর কামড়ালে
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা • ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

জ্যাকসন হাইট্স কাজী অফিস
সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটি'র 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩
৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম কাজী অফিস
ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির 'ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
এম, এম, বিএস-সি (অনার্স) এম,এস-সি (ভূগোল)
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বায়তুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রঙ্কস
ম্যারেজ রেজিস্ট্রার : নিউইয়র্ক স্টেট, ইউএসএ।
পরিচালক : এম, সেতারা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিঃ (বাংলাদেশ)। বাংলাদেশ থেকে হজ্ব ও ওমরার বুকিং চলছে।
গ্রুপ ভিত্তিক/বাসায় গিয়ে 'বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষা' দেওয়া হয়।
যোগাযোগঃ ৬৮-১৫, ৩৮ এভিনিউ, ২য় তলা, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭ (৭- ট্রেন, ৬৯ সাবওয়ে-এর অর্ধরুক উত্তরে)
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

INSURANCE
New/ Renewal

❖ AUTO, HOME, BUSINESS, BLACK CAR, GREEN CAB
❖ FOOD-FRUITS VENDOR, LIABILITY
❖ COMMERCIAL VAN, STORE LIABILITY.
❖ CONSTRUCTION, WORKERS COMP. & DISABILITY.



BEST PRICE AND SATISFACTION GUARANTEED

TDS Insurance Brokerage Corp.

Tel : 718-483-9310, Fax : 718-483-9311

BROOKLYN OFFICE

118 Beverley Rd. Brooklyn, NY 11218

ইকোসক'র উচ্চ পর্যায়ের এক

(৩ পাতার পর)

বলেন, কোভিড-১৯ অতিমারি সমাজের সকল স্তরকেই নাড়া দিয়েছে। এরফলে বিশ্বজুড়ে বর্ণবাদ, জাতিগত বিদ্বেষ, বিদ্বেষপ্রসূত বক্তব্যসহ ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক দূরাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। 'কেউ পিছে পড়ে থাকবে না'-এই লক্ষ্য অর্জনে কোভিড-১৯ অতিমারি মোকাবিলার বিষয়টিকে অবশ্যই সামগ্রিক দৃষ্টিকোন থেকে বিবেচনা করতে হবে মর্মে উল্লেখ করেন তিনি। সমতা ও সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিতের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতির উদাহরণ টেনে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বাংলাদেশে কোভিড-১৯ পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন যেখানে সমাজের সবচেয়ে নাজুক অংশকে পরিকল্পনার কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। বাংলাদেশের জিডিপি'র প্রায় ৩.৭ ভাগের সমান ১৯টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণার বাইরেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যেখানে নারী, অতিদারিদ্র্য, ভ্রাম্যমান জনগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য দূর্দশাপীড়িত জনগোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

ক্রমবর্ধমান বর্ণবাদ ও অন্যান্য বৈষম্য মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে জাতীয় ও বৈশ্বিকভাবে ন্যায়সঙ্গত ও সমতাভিত্তিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিশ্চিতে বিনিয়োগ করতে হবে মর্মে উল্লেখ করেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। আর এই বিনিয়োগের শুরু হতে পারে জাতি, মর্যাদা বা জাতীয়তা নির্বিশেষে সকলের জন্য কোভিড ভ্যাকসিনগুলোর সার্বজনীন প্রাপ্যতার সুযোগ তৈরি করার মধ্য দিয়ে।

সকল অংশীজনদের আন্তরিক ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণের মাধ্যমে তিনি দারিদ্র্য, সহিংসতা, বৈষম্য, বর্জন এবং শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের অভাবসহ অসমতার মূল কারণগুলো সমাধান করার আহ্বান জানান। তিনি শিক্ষার গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন যা সুযোগ ও সম্ভাবনা এনে দেয় এবং বর্ণবাদের দুষ্টু চক্র ভাঙ্গতে মানুষকে সহায়তা করে। তিনি কোভিড-১৯ এর সময়ে ডিজিটাল সুযোগ বঞ্চিত হওয়ার কারণে অনেক শিশুর পড়াশুনা থেকে দূরে থাকতে হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন এবং এক্ষেত্রে বিদ্যমান ডিজিটাল বৈষম্য দূর করতে সকলকে আরও বেশী মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ ব্যতিত বর্ণবাদের মতো সামাজিক কূফলগুলো নির্মূল করা সম্ভব নয় কারণ এগুলো সমাজের গভীরে প্রোথিত। অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত-এমন একটি নতুন সামাজিক চুক্তি তৈরিতে জাতিসংঘ মহাসচিবের আহ্বানের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে তিনি বলেন, সমাজে বিদ্যমান বৈষম্যের বহুমাত্রিক ধরণ নির্মূলে যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমাদেরকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করতে হবে।

ইভেন্টটির আয়োজন করে ইকোসক। এতে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীসহ উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

চেয়ারটা এখনো

(৩১ পাতার পর)

প্রকাশ করা এবং পরবর্তী পর্যায়ে নজরুল একাডেমির মতো করে কোনো একটি একাডেমি করা যায় কি না তা নিয়ে আলোচনা হয়। এর সাথে ফররুখ পরিবারের ঘনিষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী সাবেক সচিব ফৌজুল কবির খান, ড. আবদুল মজিদ, ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব, অধ্যাপক মতিউর রহমানও যুক্ত হন। শাহ আবদুল হালিম দীর্ঘ প্রায় ৬ দশক ধরে কবি পরিবারের সাথে নানাভাবে যুক্ত। তিনি সব ভাবনার লিঙ্ক হিসেবে থাকেন। আর এসব পরিকল্পনার কেন্দ্রে ছিলেন কবি ফররুখের জীবিতদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও তার সাহিত্যের উত্তরাধিকার হিসেবে পরিচিত আহমদ আখতার।

এসব পরিকল্পনা নিয়ে কাজ এগিয়ে নেয়ার মধ্যেই খবর পাই আখতার ভাই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আবার গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। সেখান থেকে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় কিডনির পাশাপাশি স্নায়ু রোগের চিকিৎসার জন্য। স্ট্রোকের পর তিনি পুরোপুরি বাকহীন না হলেও চলৎশক্তি থাকেনি। এর পর প্রথম দেখায় তিনি আমাকে চিনতে পারেননি। পরে অবস্থার আরো উন্নতি হলে আবার হাসপাতালে গিয়েও দেখা করতে পারিনি ডায়ালাইসিসে থাকায়। এর মধ্যে দরুদ জানায়, আখতার ভাইয়ের অবস্থার উন্নতি হওয়ায় ডাক্তারের পরামর্শে বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমরা আশায় বুক বেঁধে আবার পুরনো পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করি। এর মধ্যে খবর আসে, হঠাৎ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে আখতার ভাইকে রামপুরায় নিকটবর্তী হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। সেখানে নেয়ার পর ডাক্তার তার হৃদকম্পন আর খুঁজে পাননি। আমরা কবি ফররুখ আহমদের কবিতা স্কুলে-কলেজে পড়েছি। ঢাকায় আসার পর গল্প শুনেছি। সহকর্মী ও বন্ধু হিসেবে পেয়েছি আহমদ আখতারকে। ৫৪ বছর বয়সে নিঃস্ব অবস্থায় পরম করুণাময়ের কাছে ফিরে যান 'সাত সাগরের মাঝি' আর 'হাতেম তায়ী'র লেখক। তার বিশাল সংসারের হাল ধরার মতো পরিণত বয়সে তখনো পৌঁছাননি তার সন্তানরা। একধরনের কষ্টের মধ্যে বেড়ে উঠলেও আহমদ আখতারের জীবনবোধের মধ্যে আমরা পিতার স্বপ্নচারিতাই দেখতে পেতাম। এই স্বপ্নে জাগতিকতার কিছু ছিল না। নিজ পুত্রের অকাল মৃত্যুর দুঃখবোধ চেপে রেখে তিনি এক দিন পরেই কর্মক্ষেত্রে হাজির হয়েছিলেন। নয়া দিগন্তের বেশ ক বছরের চাকরিতে আখতার ভাইয়ের কোনো ছুটির দরখাস্ত পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। তার ব্যক্তিগত জীবনের কষ্টের কথা খুব কম মানুষই জানতেন।

হে পরওয়ারদিগার, আমাদের শূন্য চেয়ারটি পূর্ণ করার জন্য আহমদ আখতারকে আর কোনো দিন ফিরে পাবো না। তিনি যেখানে আছেন সেখানে আপনার অনুকম্পাপ্রাপ্ত প্রিয়দের সারিতে তাকে স্থান দিন। জাতীয় প্রেসক্লাবে নামাজে জানাজা শেষে আখতার ভাইয়ের উজ্জ্বল চেহারায় মনে হয়েছে পিতার মতোই আপনার অনুকম্পাপ্রাপ্তদের কাতারে তাকে কবুল করেছেন। হে প্রভু, আহমদ আখতারের পরিবারের জন্য আপনার বিশেষ কৃপায় মঙ্গলময় ভবিষ্যৎ মঞ্জুর করুন। আমরা সবাই আপনার। আপনার কাছেই ফিরে যেতে হবে হে করুণা নিধান দয়ার আধার মহান মালিক আমাদের।

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল

আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবাণীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালরচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ফুলটাইম হিফ্‌জুল কোরআন ক্লাস

ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোর্‌আন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখ্‌লাক, ফিক্‌হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।

সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা
ভর্তি চলছে!

সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পরিচালক ঃ শায়েখ মুফতি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।

Al-Mansoor Cultural Center
Learning • Reflecting • Celebrating

ভর্তি চলছে

Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

চেয়ারটা এখনো খালিই আছে

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

মাসুম খলিলী

অফিসে এসে কাজে বসার পর প্রথমেই নজর পড়ে সামনের চেয়ারটায়। এটি এখনো খালি আছে। এখানে বসতেন সৈয়দ মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান। যাকে আমরা কবি আহমদ আখতার হিসেবে চিনি। আশির দশকের এই কবি চল্লিশের দশকের সাড়া জাগানো কবি ফররুখ আহমদের ছেলে। আখতার ভাইয়ের চেহারা আর ঈগল চোখ দেখলে কাউকে চেনানোর প্রয়োজন হতো না। এই জাগতিক নিরাসক্ত মানুষটি কবি ফররুখ আহমদের প্রিয় পুত্র যাকে তিনি দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জ্ঞানার্জনে পাঠানোর জন্য বেছে নিয়েছিলেন। ঢাকা আলিয়া মাদরাসা থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নেন আহমদ আখতার। তত দিনে কবি ফররুখ তার প্রিয় প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেছেন।

সম্ভবত ১৯৮৪ সালেই প্রথম দেখি আহমদ আখতারকে। তখন তিনি দৈনিক সংগ্রামের মফস্বল বিভাগের সহ-সম্পাদক। আমি শিশু-কিশোরদের একটি পত্রিকা 'কিশোর কণ্ঠ'র প্রকাশনার সাথে যুক্ত ছিলাম আবু জাফর মুহাম্মদ ওবায়েদুল্লাহর সাথে। আমাদের সাথে কাজ করতেন কবি ও কথাশিল্পী ডা. বুলবুল সরওয়ার। বুলবুল তখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। কিশোর কণ্ঠের শিশুতোষ ছড়া-কবিতার জন্য কবি আহমদ মতিউর রহমানের কাছে যেতাম। আহমদ আখতার তার পাশের টেবিলে বসে কাজ করতেন। আমি তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পরীক্ষা দিয়ে স্থায়ীভাবে ঢাকায় চলে আসি। প্রথম দিকে বড় ভাই মাহফুজ খলিলীর সাথে তার ধানমন্ডির মধুবাজারের বাসায় উঠি। তখন তিনি কবি আবদুল কাদিরের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। আর এ সময়টাতে কবি ও ছান্দসিক আবদুল কাদির জীবনের শেষ পর্যায়ের অবসর কাটাচ্ছিলেন। তার জীবনের নানা বর্ণাঢ্য গল্প শোনার সুযোগ ঘটে এ সময়।

পরে বড় ভাইয়ের বাসা থেকে কলাবাগান ও কাঁঠালবাগানে মেস ধরনের আবাসে উঠি। এখানে থাকাকালেই ১৯৮৫ সালে সংগ্রামের সে সময়ের নির্বাহী সম্পাদক মুহাম্মদ কামারুজ্জামান আমাকে ডেকে এনে বসিয়ে দেন পত্রিকাটির ইন্টারন্যাশনাল ডেস্কে। এরপর আমি হয়ে যাই আহমদ আখতারের সহকর্মীদের একজন। একজন মিতভাষী মানুষের ভেতর যে মজলিসি চরিত্র আর দুর্দান্ত রসবোধ সুপ্ত থাকে তার উদাহরণ সম্ভবত ছিলেন আহমদ আখতার। আহমদ মতিউর রহমান ও আহমদ আখতার দু'জন যখন একসাথে টেবিলে থাকতেন তখন নানা রম্য কথাবার্তা আর খুনসুটি লেগেই থাকত। এই হালকা পরিবেশের মধ্যমণি ছিলেন মাহমুদুল হক দুলাল ভাই। ইরানি প্রিন্সের চেহারার এই মানুষটির ভেতরে যে কঠিন রোগ বাসা বেঁধে আছে তা কখনো বোঝা যেত না তার ভুবন ভুলানো হাসি আর রসমিশ্রিত কথায়।

সহ-সম্পাদকদের এই সরস আলোচনায় টেবিলে কাজের চাপের মধ্যেও ইন্ধন দিতেন শিফট ইনচার্জ শেখ এনামুল হক। পত্রিকার চিফ রিপোর্টার সালাউদ্দিন বাবরও মাঝে মধ্যে যোগ দিতেন এতে। কাজপাগল সিনিয়র রিপোর্টার আনোয়ার হোসেইন মঞ্জুও মাঝে মাঝে যোগ দিতেন। এ সময় শিফট ইনচার্জ ও সহ-সম্পাদক হিসেবে কর্মরত সিনিয়র সহকর্মীদের মধ্যে সাদাত হোসেইন, বাকের হোসেন, আশরাফুল ইসলাম, মুজতাহিদ ফারুকী আর ওয়ালিউল হক ছিলেন উল্লেখযোগ্য। সাজ্জাদুল ইসলাম, সাদ বিন রাবি, নেয়ামত উল্লাহ, নুরুন্নবী দুলাল, আহসান হাবিব বুলবুলও এ সময় সহ-সম্পাদক হিসেবে কাজ করতেন। পাশে বসে আঁকিবুঁকি করতেন ইব্রাহিম মন্ডল। হামিদুল ইসলামও আসতেন, কিশোর কণ্ঠের কাজের জন্য অফিসের চেয়েও হাতিরপুলের বাসাতেই তার সাথে যোগাযোগ বেশি হতো।

বছরখানেক সহ-সম্পাদক হিসেবে কাজ করার পর আমাকে রিপোর্টার হিসেবে বদলি করা হয়। তবে সম্পাদনা টেবিলের সেই আড্ডায় অংশীদারই থেকে যাই। এই আড্ডায় আহমদ আখতারের কাছে কখনো তার খ্যাতিমান বাবা বা পরিবারের গল্প শুনিনি।

নানা টানাপড়েন ও উত্থান-পতনের মধ্যদিয়ে সংগ্রামে এক যুগের বেশি সময় পার করার পর বৈরী পরিস্থিতিতে বেতন একেবারেই অনিয়মিত হয়ে পড়ায় আমি কর্মস্থল পাল্টানোর চিন্তা করি। চিফ রিপোর্টার বাবর ভাই রিপোর্টিং বিভাগের জুনিয়র সহকর্মীদের শুধু পেশাগত গাইডই করতেন না, ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধায় পাশে দাঁড়াতেন। আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু ভাইয়ের নতুন ঢাকা ডাইজেস্টে কাজ করার সুবাদে তার পরামর্শও সব সময় পেতাম। মঞ্জু ভাই ছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র কিন্তু কাভার করতেন সংসদ ও অর্থনৈতিক ইভেন্ট। মঞ্জু ভাইয়ের ব্যস্ততা বেড়ে গেলে বাবর ভাই আমাকে অর্থনৈতিক বিট কাভার করার দায়িত্ব দেন। এরপর মাঝে মধ্যে রাজনৈতিক, সংসদ বা অন্য বিটের অ্যাসাইনমেন্ট করতে হলেও আমার মূল দায়িত্ব দাঁড়ায় অর্থনৈতিক বাণিজ্য ও জ্বালানি সংক্রান্ত বিষয়। এসব বিষয়ে দীর্ঘ দিন কাজ করার সুবাদে সংবাদপত্র জগতে রিপোর্টার হিসেবে কিঞ্চিৎ পরিচয়ও তৈরি হয়। আর এ সময় একই সাথে দৈনিক ইনকিলাব, যায়যায়দিন ও দিনকালে যোগদানের প্রস্তাব আসে। শেষ পর্যন্ত আমি দৈনিক দিনকালে বিশেষ সংবাদদাতা হিসেবে যোগ দেই। এর মধ্যে আহমদ আখতার সংগ্রাম ছেড়ে যোগ দেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থায়।

আমাদের মধ্যকার আগের নিত্য যোগাযোগে কিছুটা ছেদ পড়ে। তবে প্রেসক্লাবে গেলে আখতার ভাইয়ের সাথে দেখা হতো। তাকে বেশির ভাগ সময় পাওয়া যেত প্রেসক্লাব লাইব্রেরিতে গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এসব বই হতো ইতিহাস সংস্কৃতি ও সাহিত্যবিষয়ক। বাসায়ও আহমদ আখতারের একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি ছিল। প্রায় তার হাতে এক বা একাধিক বই দেখা যেত যেগুলো পল্টনের পুরনো বইয়ের দোকান থেকে কেনা বিরল ধরনের বই।

২০০৭ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর এর প্রভাব পড়ে সরকারি সংবাদ সংস্থা– বাসসে। বাসস থেকে আগের সরকারের সময় নিয়োগ পাওয়া অনেককে বিদায় নিতে হয়। সেই তালিকায় আহমদ আখতারও পড়ে যান।

এ নিয়ে টানাপড়েনের মধ্যে একদিন বলেছিলাম, বাসসে কোনো সমস্যা হলে বলবেন, আমাদের এখানে ব্যবস্থা করা যায় কি না দেখব। আমি এর আগেই দৈনিক দিনকাল থেকে ইনকিলাবে যোগদানের পর সেখানে সাড়ে চার বছর কাজ করে দৈনিক নয়া দিগন্তে চিফ রিপোর্টার হিসেবে যোগ দিই। পত্রিকার প্রথম বার্তা সম্পাদক আযম মীর শহীদুল আহসানকে গ্রুপের অন্যতম প্রতিষ্ঠান দিগন্ত টেলিভিশনের পরিচালকের (বার্তা) দায়িত্ব দেয়া হলে কর্তৃপক্ষ আমাকে অর্পণ করে বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব।

আহমদ আখতার বাসস থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করলে আমি নয়া দিগন্তে তার যোগ দেয়ার ব্যাপারে তখনকার ইসি চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মীর সাহেবের সাথে কথা বলি। বাবর ভাইও সম্মতি জানান। এভাবে আহমদ আখতারের নিয়োগ চূড়ান্ত হলে আবার সহকর্মী হিসেবে পাই তাকে। বিরোধী মতের পত্রিকা হিসেবে একপর্যায়ে তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়ে নয়া দিগন্ত। বেতন অনিয়মিত হতে হতে ১৭-১৮ মাস পর্যন্ত বকেয়া জমে যায়।

অর্থনৈতিকভাবে নির্বিকার আহমদ আখতার চাকরির বাইরে অন্য কোনো আয়ের কথা ভাবতেন না। ফলে সংসার নির্বাহে এর প্রভাব পড়ে। মেয়ের অসুস্থতা এবং ছেলের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার খরচ জোগান দিতে নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম হয়। এর মধ্যে পত্রিকাকে আর্থিকভাবে ব্যয় সাশ্রয়ী করতে সীমিতভাবে স্বেচ্ছা অবসরের একটি স্কিমের কথা জানায় কর্তৃপক্ষ। আহমদ আখতার এটি জানার পর আমাকে কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করতে বলেন, যেন তাকে এই স্কিমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বকেয়া বেতন আর গ্র্যাচুইটির টাকা একসাথে পাওয়াটা তখন তার জন্য অনেক বড় কিছু হয়ে যায়।

পরে আখতার ভাই বলেছিলেন, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের কোনো সুযোগ থাকলে সেটি যেন দেখা হয়। সে ধরনের সুযোগের আগেই চলে আসে করোনার ছোবল। করোনা-ভাইরাসে সব কিছুই একধরনের অচল হয়ে যায়। পত্রিকার বিজ্ঞাপন আয় নেমে আসে এক পঞ্চমাংশে। পত্রিকার অবয়ব আর লোকবল এক চতুর্থাংশ কমানোর সিদ্ধান্ত আসে কর্তৃপক্ষ থেকে। চরম এক ক্রান্তিকালে আমরা সংবাদপত্রের তরীটিকে কোনোভাবে ভাসিয়ে রাখার প্রাণান্তকর এক সংগ্রামে যুক্ত হই।

এর মধ্যে আমাদের সাবেক সিনিয়র সহকর্মী ওয়ালিউল হক জানান, আহমদ আখতার অসুস্থ হয়ে গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। আমি পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে বিস্তারিত জেনে তাৎক্ষণিকভাবে ফেসবুকে একটি পোস্ট দিই। নয়া দিগন্তের অনলাইন ও প্রিন্ট সংস্করণে খবরটি বের হওয়ার পর আখতার ভাইয়ের সুহৃদ বন্ধুরা তার দুরবস্থার বিষয় জানতে পারেন। আখতার ভাইয়ের ছেলে দরুদের মাধ্যমে তার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে থাকি। তখন তার কিডনির অবস্থার এতটাই অবনতি ঘটে যে, ডাক্তার বলেন, প্রতি সপ্তাহে তিন দিন ডায়ালাইসিস করতে হবে। অথচ এ ধরনের কোনো সমস্যার কথা ঘনিষ্ঠ কাউকেও তিনি আগে জানাননি। আহমদ আখতারের অসুস্থতার বিষয়টি নিয়ে অনেকের সাথে কথা হয়। ফররুখ পরিবারের শুভার্থী অনেকেই চিকিৎসার ব্যাপারে সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসেন।

গণস্বাস্থ্যে কিডনি চিকিৎসায় কিছুটা উন্নতি হয় আখতার ভাইয়ের। একদিন ফোনে কথাও হয়। এরপর আরেকটু সুস্থ হলে ছেলে দরুদকে নিয়ে আখতার ভাই নয়া দিগন্তে আসেন। তখনো ডায়ালাইসিসের ক্যানোলা তার শরীরে। তিনি বলেছিলেন, নয়া দিগন্তে আবার যোগ দিতে চান। আমার সামনেই আখতার ভাইয়ের বসার চেয়ার ছিল। সে চেয়ার তখনো খালিই রেখেছি। যদি সুযোগ হয় আখতার ভাইকে আবার ফেরানো যায় কি না। তাকে দেখে তখনো কাজে যোগ দেয়ার মতো সুস্থ মনে হয়নি। তবে এত তাড়াতাড়ি তিনি চলে যাবেন তা-ও ভাবতে পারিনি।

ফররুখ পরিবারের বিশেষ ঘনিষ্ঠ শাহ আবদুল হালিম, গবেষণা ফাউন্ডেশনের আবদুল হান্নান, যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ইতিহাসবিদ মুহাম্মদ আবদুল মান্নানের সাথে ফররুখের প্রকাশনা ও গবেষণা কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে তার পরিবারকে কী ধরনের সহায়তা করা যায় তা নিয়ে বিস্তৃত কথাবার্তা হয়। আখতার ভাইকে দায়িত্ব দিয়ে কবি ফররুখের সব প্রকাশিত-অপ্রকাশিত রচনাবলি একসাথে (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الاتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice



Sheikh Salim
Attorney at Law

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে **(Loan Modification)** ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে **(Foreclosure)** ফ্রি সহায়তা
- আরইও **(REO)** বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর **(Taxlien)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের **(Short Sale)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ **(Mix Use)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

---

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



KAKATUA AGENCY
Authorised IRS e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

এস্টোরিয়ার প্রাণকেন্দ্রে বাংলাদেশী ফার্মেসী

আমিন ফার্মেসী

সর্বদা ১০% Off

আমরা মেডিকেইড (বেনিফিট), সিবিএস এন্ড
কেয়ারমার্ক, মেডিকেয়ার, বি এবং ডি, সহ
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি।

MONSUR CHOWDHURY
Pharm D.R.Ph.
Supervising Pharmacist

29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611
Fax: (718) 786-6613

ট্যাক্স রিটার্ন নিয়ে ঝামেলা এড়াতে চান?

তাহলে আজই অভিজ্ঞ সিপিএ প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ নিন
আমরা আপনাদের সর্বোচ্চ সেবায় নিয়োজিত



EAKUB A KHAN CPA PC

Certified public accountant in Queens, New York
7535 31st Ave #206a, East Elmhurst, NY 11370

Hours:
Open · Closes 6PM
Phone: (718) 424-6300

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

ই-মেইল :
শধফবৎরশরনৎরধ@মসধরষ.পড়স

ঠিকানা :
ঝঁৎ ঙ ইধহবব ঝধহমববঃ অপধফবসু
১৪৬ গধৎষেনড়ৎড়ঁময় জড়ধফ
টঢ়ঢ়বৎ উধৎন্ু, চঅ ১৯০৮২

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com



যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।

বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।



Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

As Seen On TV

SPRING IS HERE: ARE YOU WORKING IN CONSTRUCTION?



Perry D. Silver
Attorney at Law
(917) 533-1033

Perry D. Silver
ATTORNEY LICENSED TO PRACTICE LAW
IN THE COURTS OF THE STATE OF NEW YORK

Nazmul Chowdhury
Assistant to Mr. Silver
(917) 533-0287

Office: 212.661.8400
60 East 42nd Street, Suite 2212, New York, NY 10165 • Fax: 212.661.1242

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC
37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

তড়িৎ বাড়ী বিক্রি করে ফোরক্লোজার বন্ধ করুন এবং ক্রেডিট কার্ড রক্ষা করুন এই বিষয়ে আমরা সততার সাথে সাহায্য করি।

Omni Realty
The Realty People



Nurul Huda Harun
Real Estate
Associate Broker

118-18 101 Avenue
Richmond Hill,
NY 11419

Tel: 718-441-7000
Fax: 516-441-3548
Cell: 917-238-4161

nurul@omnirealty.com

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100



* স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
* জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
* মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
* Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা

আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S.



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health
INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভুল তথ্যের ভিত্তিতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
রিমোভ কন্ডিশন
এফিডেভিট অব সাপোর্ট
বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুলাক
রিফিউজি, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্সি ক্যাব ও ফুড ভেন্ডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

কলমকে এত ভয়!

(শেষের পাতার পর)

তাতেই সরকারের ভিত নড়বড়ে হয়ে গেল! সরকার জিনিষটা এতই ঠুনকো! মনে হলো যে লোকটা তাদের সাড়ে সর্বনাশ ঘটিয়ে দিলো! কে এই মোশতাক কাল পর্যন্ড় জানতাম না। কবে কি লিখেছে তার বন্ধু তালিকার কিছু লোক আর সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন ছাড়া ক'জন পড়েছে! আমার ফ্রেন্ডলিষ্টে পাঁচ হাজারের মত সদস্য, একজনের শেয়ার মারফতও তার কোন লেখা আমার কাছে আসে নাই। অথচ লোকটা মারা যাবার পর জানলাম সে এক 'ভয়ংকর' অপরাধি! দশ মাস ধরে জেলে! ছয়বার জামিন আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়েছে! খুনের মামলার আসামী জামিন নিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে, যাবজ্জীবন দন্ডপ্রাপ্ত বা ফাঁসির আসামী শুভংকরের ফাঁক গলিয়ে মুক্ত জীবন যাপন করছে, রাষ্ট্রের হাজার হাজার কোটী টাকা মেরে বীর বাহাদুররা বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে, অথচ মোশতাক নামের একটা হাড়গিলে মানুষ এদের চাইতেও এমন এক ভয়ংকর অপরাধ করেছে রাষ্ট্র তাকে জামিন দেওয়ার সাহস পায় নাই! কালি এবং কলমকে এত ভয়!

কি লিখেছিল মোশতাক? সরকারের সমালোচনা করেছিল। গালমন্দ করেছিল। বা কারও ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছিল। এইতো। কালি কলম দিয়ে এর বেশী আর কি করা যায়! গায়ে না মাখলেই হতো। রাস্ড় ঘাটে দোকানে বাজারে হোটেল রেস্টুরেন্টে বাসে লঞ্চে এইযে নিত্য মানুষ পিন্ডি চটকাচ্ছে, কার কয়টা পশম ছেঁড়া যাচ্ছে তাতে! মোশতাকের পোষ্ট যদি জন নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিতো তাকে ডেকে নিয়ে সাবধান করা যেতো। ফেসবুক এ্যাকাউন্ট বন্ধ করিয়ে দেয়া যেতো। তার ফোনের বাসার নেটসংযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখা যেতো। মামলাও ঠোকা যেতো। তাই বলে দশ মাস ধরে জেলে আটকে রাখতে হবে! ফাটকে পুরে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে হবে, এটা কোন ন্যায়বিচার আমি বুঝি না! আমার জানতে ইচ্ছা করে কোন সে..... উকিল প্রতিবারই তার জামিনের বিরোধীতা করেছে! কোন সে মহামহিম হাকিম বাহাদুর বারবার জামিন আবেদন প্রত্যাখ্যান করে ন্যায়বিচারের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন! এই যে লোকটা সরকারের হেফাজতে মারা গেল, দায়টা কে নেবে? র‍্যাব পুলিশ, না সেই উকিল-হাকিম, জেল অথরিটি!

ভয় মানুষের মনে এমন জেঁকে বসেছে আজকাল বাবা মা'রা বাচ্চাদেরকে রাষ্ট্রীয় শীর্ষ ব্যক্তিদের ছবি আঁকতে দেন না। পাছে যদি ব্যঙ্গচিত্র বলে বেঁধে নিয়ে যায়। হাতে আঁকা ছবি হুবুহ করা যায় না, তার ওপর বাচ্চারা আঁকলে এদিক ওদিক হবেই। অতি উৎসাহী কেউ যদি তাকে ব্যঙ্গচিত্র নাম দিয়ে পাকড়াও করে, কার ঘাড়ে কয়টা মাথা আছে ঠেকাতে আসবে! এই কালাকানুন কোমলমতি বাচ্চাদের মনেও ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে। সমালোচনায় সরকারের কি সর্বনাশ হয় তা তারাই ভাল জানেন আমি তো দেখি কিছুই না! কারন কোন সমালোচনাই তো সরকার গায়ে মাখে না। সামরিক সরকার বা জিয়া-এরশাদ আমলেও দেখেছি পত্র পত্রিকায় কোন অনিয়ম অনাচারের নিউজ বের হলে তার তদন্ড় হতো, সত্যতা প্রমানিত হলে তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা নেয়া হতো। নিউজ লেখার জন্য সাংবাদিককে ধরে পিটুনী দিয়ে হাড়গোড় ভেঙ্গে দেওয়া বা জেলে নেওয়া হয়েছে এমন তো রেওয়াজ ছিল না। এখন তো দেশে গনতন্ত্রের সুবাতাস বইছে! জনগনের ভোটের এবং ভাতের

(বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Internal Medicine
Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG
We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

কলমকে এত ভয়!

(৩৭ পাতার পর)

অধিকার কা
য়েম হয়ে গেছে। সেদিন প্রধানমন্ত্রী মহোদয়াও বললেন জনগনের সমর্থন নিয়ে তাঁরা সরকার চালাচ্ছেন। তাহলে তো জনগন সবাই সরকারের সাথেই। তাই যদি হয় এই জনগনের কে কোথায় কোন পাতায় কি লিখলো তা নিয়ে এত ভয় থাকবে কেন! একটামাত্র লোককেই এত ভয়! সরকারের সমালোচনা যে হচ্ছেনা তা তো না। রাজনৈতিক দলগুলো সীমিত পরিসরে যে যেভাবে পারছে ধুয়ে দিচ্ছে। মিডিয়া বা সংবাদিকদের একটি বড় অংশ নাহয় নীতি-আদর্শ বাদ দিয়ে সরকারের পদলেহনে ব্যস্ড় সময় কাটাচ্ছেন কিন্তু এর বাইরেও তো সাহসী কেউ কেউ আছেন রিস্ক নিয়ে এদিকওদিক কিছু বলার চেষ্টা করেন। এইযে সেদিন একটি প্রভাবশালী বিদেশী প্রচারমাধ্যমে এত কিছু বলা হলো, তাতে কার কি এসে গেছে! ধরলে অনেক কিছু না ধরলে কিছুই না। মোশতাকের লেখা কি আল জাজিরার রিপোর্টের চাইতেও ক্ষতিকর কিছু ছিল!

সোস্যাল মিডিয়ায় কলম চালানো নিয়ন্ত্রণ করতে সরকার আইসিটি এ্যাক্ট বা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নামে কিছু কালাকানুন করেছে। এখানে কঠিন কঠিন সব ধারা। সরকারের সমালোচনা করাকে এতে রাস্ট্রদ্রোহিতা খুন ধর্ষন ব্যাংকলুটের চাইতে খতরনাক অপরাধ হিসাবে 'গণ্য' করা হয়েছে। তার প্রমান সদ্য প্রান দেওয়া মোশতাক। সব অপরাধের জামিন থাকলেও তার অপরাধের জামিন হয় নাই। এই কুখ্যাত কালাকানুনটা যখন করা হয় তখন বিবেকবান মানুষগুলো প্রতিবাদ করেছিল। এই আইন করতে সরকারকে বাধা দিতে প্রধান ভুমিকা পালন করতে পারতেন সরকার সমর্থক সাংবাদিকদের নেতারা, কারন তাদের সাথে সরকারের হর্তাকর্তাদের চমৎকার হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক। কিন্তু নেতারা তখন ক্ষমতার বলয়ে থেকে যার যার আখের গোছানোয় ব্যস্ত থাকায় মত প্রকাশের স্বাধীনতার অন্তরায় এই জঘন্য কালাকানুনটি বেমালুম পাশ হয়ে গেছে। ১৯৭৪ সালে তৎকালীন সকল বিরোধী দল এবং মতের প্রবল বিরোধীতার মুখে কুখ্যাত বিশেষ ক্ষমতা আইন পাশ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই আইন আওয়ামী লীগের ওপরই বেশী প্রয়োগ হয়েছে। এই আইনের বলে হাজার হাজার মানুষকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে, অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে জীবনের তরে পঙ্গু করে দেয়া হয়েছে, কত মায়ের বুক খালি করা হয়েছে কত পরিবার ধ্বংশ করে দেয়া হয়েছে! এই আইনটি যারা বানিয়েছিলেন প্রয়োগ করেছিলেন তারা কোটী কোটী মানুষের বদদোয়া কুড়িয়েছেন। এই অভিসম্পাত বংশ পরম্পরায় তাদেরকে তাড়া করে ফিরছে। এখনকার কুখ্যাত ডিজিটাল আইনগুলোও যারা বানিয়েছেন যারা প্রয়োগের অপব্যবহার করে মানুষকে কষ্ট দিচ্ছেন নির্যাতন করছেন মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছেন তারাও কি একই অভিশাপ থেকে মুক্ত থাকবেন!

আমি বরাবরই বলি স্বাধীনতা মানে যথেচ্ছাচার নয়, মত প্রকাশের স্বাধীনতাও যা খুশী বলে যাওয়ার অধিকার নয়। কতটুকু বলতে পারবো কতটুকু লিখতে পারবো এটা যার যার বিবেক এবং বিচারবোধের বিষয়। অন্যভাবে এটাকে সেল্ফ সেন্সরশীপও বলা যায়। আবার এই সেল্ফসেন্সরশীপ সেন্সও নির্ভর করে ব্যক্তির শিক্ষা রুচী মেধা ও মননশীলতার ওপর। অসভ্য বা অশিক্ষিত দেশ বা সমাজে এটা আশা করা যায় না। সেজন্য অর্দ্ধসভ্য বা অসংস্কৃত সমাজে কিছুটা বিধিনিষেধ থাকতে পারে। সরকার যদি মনে করে আইসিটি এ্যাক্ট বা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ছাড়া তারা নিরাপদ নয়, রাখতে পারে। তবে অনুরোধ করবো দয়া করে গ্রেপ্তারের প্রভিশনটা বাদ দেন। যদি না দেয়া যায় কমপক্ষে আজীবন (যতদিন জীবন আছে) হাজতবাসের ধারাটা উঠিয়ে দিয়ে প্রথম হাজিরাতেই জামিন দেয়ার ব্যবস্থা করুন।

পাঠক, জানতে চাইতে পারেন আমি ওই কুখ্যাত কালাকানুনটি বাতিল দাবী করছি কিনা। না, করছি না। কারন আমি জানি তা বাতিল হবে না। অভিজ্ঞতায় বলে, যে দাবীর প্রতি যত বেশী জনমত প্রকাশ পায় কর্তৃপক্ষ সে দাবী না মানার জন্য তত বেশী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। এটা একটা অদ্ভূত সাইকোলজি। হয়তো মনে করে সবাই যখন চাইছে নিশ্চয়ই তা তাদের জন্য ক্ষতিকর কিছু হবে। জনগনের ওপর আস্থা কম বা না থাকলে এমনটা মনে হয়। কাজেই ধরে নিচ্ছি ওই কুখ্যাত আইন থাকবেই (যেহেতু সবাই বাতিল চাইছে)। অন্তত: যদি জামিনের প্রভিশনটা নিশ্চিত করা যায় তাতেও মনে করা যাবে মোশতাকদেরকে অন্তত: আর জীবন দিতে হবে না!



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT — 8 Weeks Course; 4 Hours Each Class; Total 32 Classes (4 days/week); Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT — 8 Weeks Course; 5 days/week; Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH — 1st Grade to 6th Grade; 8 weeks course; 3 Hrs./day, 4 days/week; Cost : 600.00

Get 25% Discount sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education Is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

করোনায় আক্রান্ত মোহাম্মদ

(শেষের পাতার পর)

ভ্যাকসিন প্রদান। এই করোনায় আক্রান্ত হয়ে এক বছরে বিপুল সংখ্যক যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশী মৃত্যুবরণ করেছেন। আবার সেবা-সুশ্রূষায় হাজার হাজার প্রবাসী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। করোনায় আক্রান্ত হয়ে সুস্থ হয়ে উঠছেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ মোহাম্মদ মুকিত চৌধুরী। ব্রুকসে বসবাসকারী মুকিত চৌধুরী রোববার তার ফেসবুকে পেইজে লিখেছেন তার সুস্থ হয়ে উঠার কথা।

মোহাম্মদ মুকিত চৌধুরী বলেন: আমি ও আমার পরিবার কভিড পজিটিভ ছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে আমরা করোনা থেকে ধীরে ধীরে অনেক সুস্থ হতে যাচ্ছি, ক্লান্তি ভাব কমে যাচ্ছে ইনশাল্লাহ। আগামী ৪ মার্চ পুনরায় টেষ্ট করাবো।

আপনারা অনেকে আমাদের জন্য দোয়া চেয়েছেন ও যারা আমাদের জন্য মনে প্রাণে দোয়া করেছেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ, গত সপ্তাহে আপনাদের দোয়াই ছিল আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ নিয়ামত ও বেঁচে যাওয়ার মনোবলের উৎস।

করোনা পজিটিভ ও স্ত্রীর পিঠে ব্যথার জন্য করোনার সাথে নিউমোনিয়া সন্দেহে তিনি একদিন মাউন্ট সিনাই হাসপাতালে ছিলেন। আমাকে হাসপাতালে যেতে হয়নি তবে কি যে ক্লান্তি অনুভব করেছিলাম বিশেষ করে ৪/৫ দিন পানি মুখে নেওয়ার শক্তি পাইনি। আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবেশীগণ বাসায় সকল খাদ্যের যোগান দিয়েছিলেন, তবে মুখে তুলে খাবার শক্তি ছিল না। এ ভাইরাসে শরীরে ১০/১২টা রোগের উপসর্গের ৭/৮দিনে চতরমূখী হামলা হয় যাকে হ্যারিকেন হামলা বলা যায়। ভাগ্যিস আমাদের বমি ইত্যাদি বেশী হয়নি, তারপরও সহ্য করতে পারিনি। যাদের বেশী হয় তাদের অবস্থা আরো ভয়াবহ হবে মনে হয়। ডাক্তার বলেছেন, সাত রকম সাইজের কভিডের মধ্যে আমাদের না কি নেষটী সাইজের কভিড ধরেছিলো।

কথা হলো, যদি থাকে নসীবে, কি করে কখন, কিভাবে করোনা ঘরে আসবে তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। এবছর করোনা থেকে নিরাপদে থাকতে বেশ সতর্ক ছিলাম। করোনার ভয় ও বাকীটা সামাজিক দায়িত্বশীলতা মনে করে বাইরে গেলেই দুটো মাস্ক পরতাম, হাতে গ্লোভস লাগাতাম। বাসায় এসে দরজার নবগুলো প্রতিবার সেনিটাইজিং করতাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত করোনা এসে আক্রমণ করলো, তাও আবার প্রথম ডোজ ভ্যাকসিন গ্রহণের ৩ দিন পরে। ১২ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ২:৩০ মিনিটে আমরা মডার্ণার প্রথম ভ্যাকসিন নিয়েছিলাম। ভ্যাকসিনের আগে ৩ দিন আমরা বাইরে যাইনি। ভ্যাকসিনের দিন খুব বেশী সময় লাইনে দাঁড়াতেও হয়নি। ভ্যাকসিন প্রয়োগের আগ মূহুর্তে সতর্কতার জন্য ভ্যাকসিন প্রয়োগকারী মহিলাকে বলেছিলাম, তোমার কি আজ জর আছে? না সুচক জবাব দিয়ে সেও আমাকে বলেছিলো, না। সে আমাকে বললো, নিশ্চিত তোমারও জর নেই, তাহলে তো ভ্যাকসিন দিতে আসতে না। ভ্যাকসিন নেয়ার পরও বাহিরে যাইনি। ভ্যাকসিন দেওয়ার ২দিন পর রোববার সকাল থেকে শুরু হয় ঠান্ডা, জর, গাঁয়ে ব্যথা, বমিভাব, কাশি ইত্যাদি। প্রথমে মনে করেছিলাম এসব ভ্যাকসিনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কিন্তু করোনা সন্দেহে আরো ২দিন পর রেপিড টেষ্ট করালে রিপোর্ট পাই আমরা দু'জন পজিটিভ। ছেলে নেগেটিভ, মেয়ে টেষ্ট করেনি। যা হবার তা হয়েছে, সতর্ক থাকা অবস্থায়ও নসীবে ছিল এই করোনা। আগের মত সিদ্ধান্তে থাকলাম যে, করোনা নিয়ন্ত্রণ না হওয়া পর্যন্ত যতবার বাইরে যাবো, আগের মত মাস্ক ও গ্লোভস পরে বাইরে যেতে ত্রুটি করবো না। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া। আমাদের পরিবারকে আপনাদের আন্তরিক দোয়ায় রাখার জন্য এবং এই বিপদে খাদ্য যোগান, ঔষধ সরবরাহ সহ বিভিন্ন ধরণের সহযোগিতার মধ্যে রাখার জন্য, খবরাখবর নিয়ে সাহস যোগানোর জন্য আপনাদের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। কঠিন এক বিপদ থেকে আপাতত আমরা বেঁচে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ। আমাদেরকে আপনাদের দোয়াতে রাখবেন। আল্লাহ আপনাদেরকেও করোনামুক্ত এবং দুনিয়াকে বিপদমুক্ত এবং সকলকে সুখে রাখুন।

এলাকা অনুযায়ী খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী চার্চের নাম ও ফোন

উডসাইড-ইউনাইটেড বেঙ্গলী লূথারেন	৯১৭৬০৫৪৫৬৬
উডহ্যাভেন-ক্রাইস্ট বাংলা	৯১৭৬৮৩৩০৫৯
ওজনপার্ক-ফার্স্ট বাংলা	৯১৭২১৬৬৭৫০
করোনা-সহভাগিতা	৯১৭৩৯২৬৭৭৩
করোনা-ইভাঞ্জেলীক্যাল বাংলা	৬৪৬৩৯৯৩৮১২
জ্যাক্সন হাইটস-বাংলা বাইবেল	৩৪৭৭৪৪৫৯৯৩
জ্যাকসন হাইটস-বেথেল ব্যাপ্টিস্ট	৩৪৭৫৭৩৭৫৯৩
ব্রুকস-শেলম ইভাঞ্জেলীক্যাল	৬০৩৮২০০৬৪৯
সানিসাইড-কুইন্স অব এঞ্জেলস	৭১৮৩৯২০০১১
হিলসাইড-ইমাকুলেট কন্সেপশন	৭১৮৭৩৯০৮৮০

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়দি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিষ্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম

৩৫-৪৬ ৩১ স্টিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Law Firm of Attorney Najmul Alam





এটর্নী নাজমুল আলম, এটর্নী এট ল'
ইউ,এস, সুপ্রীম কোর্ট

ম্যানহাটন অফিসঃ (২১২) ৫৯৯-৭২৯৯
(২৬ ফেডারেল প্লাজার সামনে)
২৯৯ ব্রডওয়ে, সুইট # ১৭০০, নিউইয়র্ক, নিউইয়র্ক ১০০০৭

- Immigration
- Asylum Cases
- Divorce
- Title Insurance
- Real Estate Closing
- Investment Visa E2 EB5
- Deportation Defense
- Criminal Defense Cases
- Citizenship Tests

এসাইলাম, পাবলিক চার্জ, ওয়েভার, সিটিজেনশীপ, মোশন, আপীল সহ সব ধরনের ইমিগ্রেসন কেস।

JUSTICE law firm

Manhattan Office: (212) 599-7299
(In Fornt of 26 Fedarel Plaza)
299 Broadway, Suite # 1700, New York, New York 10007

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- **ইমিগ্রেশন** সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, *EA*
Admitted to practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Member : naea NYSSEA IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।



37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377 • Tel: 718-205-3460, 718-440-6712 • Fax: 718-205-3475 • Email: wasichoudhury@yahoo.com

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্পপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার



স্থান পরিবর্তন

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ইনকাম ট্যাক্স
INCOME TAX

ইনকাম ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন ও জেনারেল সার্ভিসের জন্য একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ১৮ বৎসর ধরে আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

AUTHORIZED e-file Provider

অতি যত্ন সহকারে আপনাদের নির্ভুল ট্যাক্স রিটার্ণ করে দেয়ার দায়িত্ব আমাদেরকে দিন

শুধু ট্যাক্স ফাইলের সময়েই নয় বরং সারা বৎসর ধরেই আমরা আছি আপনাদের পাশে

NOTARY PUBLIC

প্রাইম ব্রোকারেজ

যোগাযোগঃ *আবুল কালাম*
T: **718-274-1908**, F: **718-728-2293**
email: **primebrokerage34@gmail.com**
৩৪-০৩ ৩০ এভিনিউ, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৩

ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশনের কাজে প্রয়োজন বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান,
কারণ আপনার ব্যক্তিগত সকল তথ্যাদি থাকছে প্রতিষ্ঠানটির কাছে।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা **Instructor** দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

6 Hours DDC Class Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call
718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে



Apna Express Pharmacy Inc.

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি, ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি

TEL. 929-208-0602

DISCOUNT COSMETICS. FILM. COLOGNES.
PERFUMES. VITAMINS. NON-PRESCRIPTION DRUGS.
HOUSEHOLD GOODS. BABY NEEDS

74-12 37AVE, Jackson Heights, NY 11372,

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রচেষ্টার প্রশংসা

(শেষের পাতার পর)

ভূয়সী প্রশংসা করলেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেজ। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে মোমেন এর সাথে গত ২৫ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত এক ভার্চুয়াল বৈঠকে এ প্রশংসা করেন জাতিসংঘ মহাসচিব। দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশের অভূতপূর্ব সাফল্যের অতীত রেকর্ডের উদাহরণ টেনে মহাসচিব গুতেরেজ বলেন, কোনো ঝুঁকি নিরসণের বৈশ্বিক নেতৃত্বে বাংলাদেশ সর্বদাই শীর্ষস্থানীয়, তাই কোভিড অতিমারি মোকাবিলায় বাংলাদেশের এ ধরণের সাফল্য দেখে আমি মোটেও অবাক হইনি। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব বিশেষ করে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি তাঁর সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতির উচ্চকিত প্রশংসা করেন। আলোচনাকালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও জাতিসংঘ মহাসচিব উভয়েই সম্মত হন যে কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিনকে 'বৈশ্বিক সম্পদ' হিসেবে বিবেচিত করা উচিত। জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দানে বাংলাদেশ যে উদারতা দেখিয়েছে তার প্রশংসা করেন মহাসচিব। তিনি বলেন, "আমাদের লক্ষ্য অভিন্ন, আর তা হলো রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো"। মহাসচিব আরও বলেন, সমস্যাটির সমাধানে বাংলাদেশকে সহায়তা করতে জাতিসংঘ সদা প্রস্তুত রয়েছে। ভাষাণচরে বাংলাদেশ সরকার গৃহীত পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহাসচিবকে অবহিত করেন এবং সেখানে রোহিঙ্গাদের জন্য জাতিসংঘের মানবিক সহায়তার অনুরোধ জানান। জলবায়ু কর্মসূচিতে জাতিসংঘ মহাসচিবের যে সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে তার প্রশংসা করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি জলবায়ু-অর্থায়নকে সচল করতে মহাসচিবের আহ্বানকে স্বাগত জানান। ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশ জলবায়ু সংক্রান্ত লক্ষ্য অর্জনে এবং এবছর গ্লাজগোতে অনুষ্ঠিতব্য কপ-২৬ সফল করতে জাতিসংঘের সাথে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাবে মর্মে উল্লেখ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করা তাঁর জীবনের যুদ্ধ বলে অভিহিত করে মহাসচিব বলেন, অভিযোজন কৌশল বাস্তবায়নে প্রস্তাবিত জলবায়ু তহবিলের ৫০ভাগ বরাদ্দ পেতে দাতাদের বোঝানোর চেষ্টা করবেন তিনি। উপকূলবর্তী অঞ্চলে ব্যাপক অভিযোজন কর্মসূচি এবং নদী ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ গৃহীত পদক্ষেপসমূহকে অসাধারণ হিসেবে উল্লেখ করেন গুতেরেজ।

বাংলাদেশ এলডিসি ক্যাটেগরি থেকে উত্তরিত হতে যাচ্ছে মর্মে সন্তুষ্টির কথা জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তবে এক্ষেত্রে উন্নয়ন অংশীদার ও আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ উত্তরণ পরবর্তী সময়েও যেন নতুন সহায়তা ব্যবস্থার আওতায় সদ্য উত্তরিত দেশগুলোকে বিবেচনা করে সেজন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে মহাসচিবের দপ্তরের পূর্ণ সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী। উত্তরণ কেবল জিডিপি দ্বারা পরিমাপকৃত কোনো কারিগরি বিষয় নয়, এটি বিবেচনার ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক নাজুক সূচকসমূহেরও ব্যবহার করা যেতে পারে মর্মে মত প্রকাশ করেন জাতিসংঘ মহাসচিব। তিনি বলেন, "উত্তরণ কোনো শাস্তি হতে পারেনা এটি হতে পারে পুরস্কার"।

অন্যান্য বিষয়গুলোর মধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী যুগপৎভাবে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন, শান্তিরক্ষা কার্যক্রম এবং মহাসচিবের পূন-নির্বাচন ইস্যুগুলো নিয়ে আলোচনা করেন। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর উৎসবে অংশগ্রহণ করতে মহাসচিবকে আমন্ত্রণ জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী। ভার্চুয়াল এ বৈঠকে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা উপস্থিত ছিলেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

শুরু হচ্ছে 'কামাল আহমেদ

(শেষের পাতার পর)

কামাল আহমেদ মেধাবৃত্তি' কার্যক্রম। এবি মিডিয়া গ্রুপের উদ্যোগে বাংলাদেশের সিলেট জেলার বিয়ানীবাজারের শিক্ষার্থীদেও মাঝে এই মেধাবৃত্তি প্রদান করা হবে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, মহামারী করোনায় আক্রান্ত হয়ে বিনিয়ানীবাজারের কৃতি সন্তান কামাল আহমেদ গত বছর নিউইয়র্কে ইন্তেকাল করেন। খবর ইউএনএ'র।

এবি মিডিয়া গ্রুপের টেলিভিশন 'এবিটিভি'র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ২৬ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার রাতে আয়োজিত চ্যানেলটির লাইভ বিশেষ অনুষ্ঠানে এবিটিভির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আজিমুর রহমান বুরহান উপরোক্ত তথ্য জানান। অনুষ্ঠানে এবিটিভি'র প্রতিষ্ঠাত এমডি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, সিওও আহমেদ ফয়সাল সহ আরো ৩জন প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক যথাক্রমে মোস্তফা কামাল, মাসুদুল হক ছানু ও মোহাম্মদ রহমান সায়েম অংশ নেন।

প্রবাসের 'মানবতার ফেরিওয়ালা' খ্যাত জনদরদী মানুষ কামাল আহমেদ কোভিড মহামারীতে সম্মুখ সারির যোদ্ধা হিসেবে মানব সেবায় নিজের প্রাণ বিলিয়ে গেছেন। তার আকস্মিক প্রয়াণে শোকে স্তব্ধ ছিল পুরো প্রবাসী কমিউনিটি। তিনি ছিলেন সকলের প্রিয় 'কামাল ভাই'।

কামাল আহমেদের মানব সেবার অনেকগুলো গুণাবলীর মধ্যে ছিল দেশ এবং প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের জন্য কিছু করা, বিশেষ করে বাংলা ভাষা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান রাখা। তিনি প্রথম যুক্তরাষ্ট্র প্রাবাসী বাংলাদেশীদের আমব্রেলা সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটিতে চালু করেন 'বাংলা স্কুল'। এছাড়াও দেশ এবং প্রবাসে শিক্ষা বিস্তারে তার অবদান ছিল অনস্বীকার্য। তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উদ্যোগ এবং সহযোগিতায় সিলেটে গড়ে উঠেছে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাসহ অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আমৃত্যু তিনি সিলেট অঞ্চলে শিক্ষার বিস্তারে নিজেকে নিবেদিত করে গেছেন। শিক্ষানুরাগী মরহুম কামাল আহমেদের মহৎ উদ্যোগকে ধরে রাখতে তার স্মৃতিকে লালন করার উদ্যোগ নিয়েছে এবি মিডিয়া গ্রুপ। তার নামে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে 'কামাল আহমেদ মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন'। চলতি বছরের মার্চ মাস থেকেই এবি মিডিয়া গ্রুপ শিক্ষাবৃত্তি চালু করতে যাচ্ছে। প্রতি বছর তার জন্মস্থান বিয়ানীবাজার উপজেলায় মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই বৃত্তি প্রদান করা হবে। আগামীতে এই কাযর্ক্রম দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে পারব বলে আমাদের প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের।

DHAKA CITY APARTMENT
FOR SALE

3 bedrooms, 3 bathrooms,
kitchen, dining, 3 balconies
1200 sq ft (corner plot)
Location: Road #5, Block C,
House #39
Bonasree, Rampura,
Dhaka 1219
Contact No:
718-496-5455
718-838-0972
**Great schools,
mosques, banks nearby**

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:
- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.
LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh,
Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY
7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

গ্রিনকার্ড ইস্যুতে নিষেধাজ্ঞা

(প্রথম পাতার পর)

প্রত্যাহার করেন। করোনা মহামারিতে মার্কিন নাগরিকদের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার অজুহাতে ট্রাম্প গত বছর এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন।

ট্রাম্পের এই নিষেধাজ্ঞা অনেক পরিবারকে পৃথক করা এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যায় না বলে হোয়াইট হাউসের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে। নিষেধাজ্ঞার কারণে যুক্তরাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের কিছু সদস্য এবং আইনি স্থায়ী বাসিন্দাদের সঙ্গে তাদের পরিবারগুলোর দেখা করতে বিরত রেখেছে। গত এপ্রিল ও জুনে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। গত ৩১ ডিসেম্বর যার মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল।

আমেরিকান ইমিগ্র্যান্ট লয়ার্স এসোসিয়েশনের মতে, করোনা মহামারির কারণে ২০২০ সালের বাজেট অর্থবছরে এ সিদ্ধান্ত নেন ট্রাম্প। এতে কমপক্ষে এক লাখ ২০ হাজার পরিবারভিত্তিক প্রিফারেন্স ভিসা পাননি আবেদনকারীরা । কোনো অভিবাসী যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক না হওয়া পর্যন্ত তার স্ত্রী বা ২১ বছরের কম বয়সী সন্তানের জন্য ভিসার আবেদন করতে পারেন না এবং তাদের জন্য ভিসার আবেদন না করলে পরিবারের এসব সদস্যকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে নিতে পারেন না। কোনো বিদেশি ব্যক্তি যদি স্বাস্থ্যসেবার মতো পেশাদার হন এবং তাতে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ সুবিধা পাওয়া যাবে বলে বিবেচনা করা হয়, তাহলেই তাকে চাকরিভিত্তিক ভিসা দেয়া হয়। এমন অভিবাসীদেরও যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা দেয়া আটকে দিয়েছিলেন ট্রাম্প।

যুক্তরাষ্ট্র সবার কাছেই আকর্ষণের জায়গা। মাঝে মাঝেই তারা স্থায়ীভাবে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য গ্রিনকার্ড দিয়ে থাকে লটারির মাধ্যমে। এ জন্য এক কোটি ৪০ লাখ আবেদনকারীর মধ্য থেকে যে কয়েক হাজার মানুষ ভিসা লটারি জিতেছিলেন তাদের জন্যও ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন ওই নির্দেশের মাধ্যমে। ট্রাম্পের ওই নির্দেশে গ্রিন কার্ড বা ভিসা আটকে গিয়েছে হাজার হাজার মানুষের। এমন হাজারো মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন ক্যালিফোর্নিয়াভিত্তিক ইমিগ্রেশন বিষয়ক আইনজীবী কার্টিস মরিসন। তিনি বলেছেন, ট্রাম্পের ভিসা আটকে দেয়ার ফলে শুধু পরিবারভিত্তিক ৪ লাখ ৩৭ হাজার মানুষ ভিসা পাননি। কিন্তু বাইডেন ওই নির্দেশ প্রত্যাহার করার ফলে এখন আমার ক্লায়েন্টদের জন্য আমি উদ্বেলিত। কারণ, তারা এখন যুক্তরাষ্ট্রে যেতে পারবেন। তবে প্রশাসন যদি তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে, তাহলে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে কয়েক বছর সময় লেগে যেতে পারে।

বিশ্বে করোনায় মৃত্যু ২৫ লাখ ১৫

(প্রথম পাতার পর)

৬ কোটি ৩৯ লাখ ২৬ হাজার ৪৭০ জন।

বিশ্বে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি যুক্তরাষ্ট্রে। শনিবার সকাল পর্যন্ত দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা ২ কোটি ৮৪ লাখ ৮৪ হাজার ৪২৯ জন। আর এই মহামারিতে দেশটিতে মৃত্যু হয়েছে ৫ লাখ ১০ হাজার ৪৫৮ জনের।

যুক্তরাষ্ট্রের পর মৃত্যু বিবেচনায় করোনায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ ব্রাজিল। আক্রান্তের দিক থেকে তৃতীয় স্থানে থাকলেও মৃত্যু বিবেচনায় দেশটির অবস্থান দ্বিতীয়। লাতিন আমেরিকার এই দেশটিতে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ১ কোটি ৪ লাখ ৫৫ হাজার ৬৩০ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২ লাখ ৫২ হাজার ৮৩৫ জনের।

মৃত্যু বিবেচনায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবেশী মেক্সিকো তৃতীয় স্থানে আছে। আক্রান্ত বিবেচনায় দেশটির অবস্থান ১৩ নম্বরে। মেক্সিকোতে শনিবার সকাল পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ২০ লাখ ৬৯ হাজার ৩৭০ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১ লাখ ৮৪ হাজার ৪৭৪ জনের।

আক্রান্তের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ভারত মৃত্যু বিবেচনায় আছে চতুর্থ স্থানে। এ পর্যন্ত দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ১০ লাখ ৬৩ হাজার ৪৯১ জন। আর মৃত্যু হয়েছে ১ লাখ ৫৬ হাজার ৮২৫ জনের।

মৃত্যুতে পঞ্চম ও আক্রান্ত বিবেচনায় চতুর্থ স্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্য। এখন পর্যন্ত দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা ৪১ লাখ ৭৫ হাজার ৩১৫ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১ লাখ ২২ হাজার ৬৪৮ জনের।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীন থেকে সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর বিশ্বব্যাপী এ পর্যন্ত ১৯১টি দেশে ছড়িয়েছে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস। গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারি ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

নিউইয়র্কে এশীয় বংশোদ্ভূতদের ওপর হামলা বাড়ছেই

(প্রথম পাতার পর)

ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। এসব ঘটনার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে আহ্বান জানিয়েছেন এশীয় কমিউনিটির পক্ষে কাজ করা ব্যক্তিবর্গ।

নিউইয়র্কের মেয়র বিল ডি ব্লাসিও জানান, শহরের ঘৃণাসূচক অপরাধ রোধের অফিস ও অন্যান্য সংস্থা সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোর বিষয়ে আলোচনা করতে এশীয় কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক করছেন।

নিউ ইয়র্কে একটি ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে, যেখানে ঘৃণাসূচক অপরাধ সম্পর্কে অভিযোগ জানানো যাবে। ওয়েবসাইটটি 'এশীয়দের ঘৃণা করা বন্ধ করো' নামে হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারণাও চালাচ্ছে।

নিউ ইয়র্ক সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের (এনওয়াইপিডি) তথ্য অনুযায়ী, গত বছর নিউ ইয়র্কে জাতিগতভাবে অনুপ্রাণিত অপরাধের ঘটনা ঘটেছে ২৯টি। এর মধ্যে ২৪টি ছিল করোনা ভাইরাস-সংক্রান্ত কারণে উদ্ভূত ঘৃণাসূচক অপরাধ। ২০১৯ সালে শহরটিতে জাতিগতভাবে অনুপ্রাণিত অপরাধের সংখ্যা ছিল তিন।

এশীয়-আমেরিকান ও এশীয় বংশোদ্ভূতদের ওপর হামলা শুধু নিউইয়র্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্রান্সিসকো বে এরিয়াসহ বেশ কিছু শহরে এশীয়-আমেরিকানদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ গত সেপ্টেম্বরে এশীয়বিদ্বেষীদের উদ্দেশে একটি নিন্দা প্রস্তাব পাশ করে।

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি নিউ ইয়র্কের কুইন্সে ৫২ বছর বয়সি এক এশীয় নারীকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার ঘটনা ঘটে। এতে ঐ নারী মুখমণ্ডলে আঘাত পান এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। ঘটনাটির ভিডিও ভাইরাল হয়। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ৪৭ বছর বয়সি এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঘ... ণাসূচক অপরাধের অভিযোগ আনা হয়নি। এনওয়াইপিডি জানিয়েছে, সামাজিক দূরত্বসংক্রান্ত কারণে এই বিবাদের ঘটনা ঘটেছে।

এশীয়-আমেরিকানদের ওপর হামলার ঘটনায় এশীয় কমিউনিটি থেকে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন অনেকেই। কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং বলেন, 'মহামারি শুরু হওয়ার পর থেকে আমাদের এশীয়-আমেরিকান কমিউনিটি দুটি ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।' তিনি আরো বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যে আমাদের সদস্য ও ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলোকে এশীয়দের প্রতি বিদ্বেষের মহামারির বিরুদ্ধে লড়াই করতে দেখেছি।'এনওয়াইপিডির উপপরিদর্শক ও এনওয়াইপিডি এশিয়ান হেইট ক্রাইম টাস্কফোর্সের প্রধান স্টুয়ার্ট লু জানান, পুলিশ ইতিমধ্যে অন্তত চারটি ঘৃণাসূচক অপরাধ তদন্ত করেছে। তিনি বলেন, 'এটি নতুন কোনো সমস্যা নয়। আরো অনেক বছর আগেই এগুলো নিয়ে অভিযোগ জানানো উচিত ছিল।'

১.৯ ট্রিলিয়ন ডলারের স্টিমুলাস বিল পাস

(প্রথম পাতার পর)

প্রতি ঘণ্টা ৭ দশমিক ২৫ ডলার নির্দ্ধারণ করা হয় ২০০৭ সালে। এরপর বাড়ানো হয়নি। এ অবস্থায় নিউইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়াসহ বিভিন্ন স্টেটের ২৫টিরও অধিক সিটি ও স্টেট তার ন্যূনতম মজুরি ঘণ্টা বাড়িয়েছে।

স্পিকার ন্যান্সি পেলসি আশা করছেন যে, সময়ের দাবি অনুযায়ী সিনেটও বিলটি পাস করবে। সারা যুক্তরাষ্ট্রের ভয়ংকর একটি পরিস্থিতি বিরাজ করছে। অনেক মানুষ দু'বেলা খাবার পাচ্ছে না। শিশুর অধিকাংশই পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে দিনাতিপাত করছে। এটা যুক্তরাষ্ট্রের দৃশ্য হতে পারে না।

এ ছাড়া 'চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট'-এ ভিন্ন মাত্রা আসবে। অর্থাৎ ৬ বছরের কম বয়সীরা মাসিক ৩০০ এবং অনূর্দ্ধ ১৭ বছরের শিশু-কিশোরেরা মাসিক আড়াই শত ডলার করে পাবে। এই বিলে ন্যূনতম মজুরি ঘণ্টা (ফেডারেল কর্মচারীর জন্য) ১৫ ডলার করা হলেও ইউএস সিনেট সেটি দিতে নারাজ। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত হয়তো ন্যূনতম মজুরি ঘণ্টা বিধিটি বাদ যাবে।

এদিকে, ইউএস সিনেটে কোনো বিল পাস হতে হলে ৬০ ভোট লাগে। অথচ ডেমোক্রেটরা হচ্ছেন ৫০ জন এবং রিপাবলিকানও ৫০। এই পঞ্চাশের সাথে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস যোগ দিলে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এই বিল পাস করা সম্ভব হবে। এরপর সেটি যদি 'বাজেট রিকনসিলিয়েশন'র প্রক্রিয়ার আওতায় থাকে (অর্থাৎ এই ১.৯ ট্রিলিয়ন ডলারের কারণে বাজেটে কোনো হেরফের হবে না) তাহলে সেটি প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষর পেলেই আইনে পরিণত হবে।

উল্লেখ্য, ফেডারেল ন্যূনতম মজুরি ঘণ্টা ৭.২৫ ডলার নির্দ্ধারণ করা হয় ২০০৭ সালে। এরপর বাড়ানো হয়নি। এ অবস্থায় নিউইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়াসহ বিভিন্ন স্টেটের ২৫টিরও অধিক সিটি ও স্টেট তার ন্যূনতম মজুরি ঘণ্টা বাড়িয়েছে। সর্বশেষ করোনা স্টিমুলাস বিল অনুযায়ী ৩০০ ডলারের সাপ্তাহিক বেকার ভাতার (ফেডারেল) মেয়াদ শেষ হবে ১৪ মার্চ।

প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার ন্যান্সি পেলসি আশা করছেন যে, সময়ের দাবি অনুযায়ী সিনেটও বিলটি পাস করবে।

উল্লেখ্য, গতবছর মার্চে করোনায় সারা আমেরিকা লকডাউনে যাবার পরই ডনাল্ড ট্রাম্পের আমলে পাস হওয়া ৪ ট্রিলিয়ন ডলারের করোনা স্টিমুলাস বিধি অনুযায়ী প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেক আমেরিকান পেয়েছেন ১২০০ ডলারের চেক, শিশু-কিশোরেরা পেয়েছে ৫০০ ডলারের চেক। মার্চ থেকে জুলাই পর্যন্ত বেকার ভাতায় ফেডারেলের বরাদ্দ ছিল সপ্তাহে ৬০০ ডলার করে। এরপর ট্রাম্পের বিদায়ের প্রাক্কালে আরেকটি স্টিমুলাসে (৯০০ বিলিয়ন ডলার) প্রত্যেক আমেরিকান ৬০০ ডলারের চেক পেয়েছেন। এ বিল অনুযায়ী বেকার ভাতা পাওয়া যাচ্ছে সপ্তাহে ৩০০ ডলার (ফেডারেল থেকে) করা হয়।

বাইডেনের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের চেয়ার জেরমী এইচ পাওয়েল ২৬ ফেব্রুয়ারি বলেন, গত বছর এপ্রিল-মে মাসে বেকারের সংখ্যা ছিল ২২ মিলিয়নের মতো। বর্তমানে তা কমে ১০% এ নেমে এলেও সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ঘুরে দাঁড়াতে আরও সময় লাগবে। এজন্যেই সর্বক্ষেত্রে প্রণোদনার প্রয়োজন রয়েছে।

শুরু হলো স্বাধীনতার মাস

(প্রথম পাতার পর)

এসেছে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অর্থাৎ ৫০ বছর উদ্যাপন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। মুক্তিকামী বাঙালীর সব চেতনার যে সম্মিলন ১৯৭১ সালের মার্চে হয়েছিল, ৩০ লাখ শহিদ আর লাখো লাখো মা-বোনের সম্ভ্রমহানির মাধ্যমে যে স্বাধীনতা এসেছিল, তা আরও একবার বিনম্রচিত্তে স্মরণ করবে জাতি। এ মাসেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার জন্মশতবার্ষিকীর এই সময়টিও যোগ করেছে ভিন্নমাত্রা।

ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের সৃষ্টির কয়েক মাস পরেই আশা ভঙ্গ হয় বাঙালীদের। তারা বুঝতে পারে এ রাষ্ট্র আসলে তাদের নয়। এটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বঙ্গবন্ধুও।

১৯৪৮ পেরিয়ে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালী অনুধাবন করে তার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। এরপর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা এবং উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান পেরিয়ে একাত্তরের মার্চ বাঙালীর জীবনে নিয়ে আসে নতুন বারতা। ওই বছরের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

বঙ্গবন্ধু আসলে বাঙালীকে ধাপে ধাপে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। নানা সময়ে পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে নানা আন্দোলন ও সংগ্রাম-সেই কথাই বলে। স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার পরিস্থিতি তৈরি করা শুরু হয়েছিল মূলত ছয় দফার মধ্য দিয়েই। উনসত্তরের বিশাল গণ-আন্দোলনে সামরিক শাসক আইয়ুব খানের পতন হলো।

নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই বঙ্গবন্ধু সত্তরের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। এ নির্বাচনে বাঙালীরা বঙ্গবন্ধুর ছয় দফার প্রতি সমর্থন জানিয়ে তাকে অভূতপূর্ব একটি বিজয় উপহার দিয়েছিল।

৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে লাখো বাঙালীর সামনে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানী শাসকদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না।

মরতে যখন শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।'

২৫ মার্চের কালরাত্রিতে পাকিস্তানীরা বাঙালীর কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার লক্ষ্যে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে বাঙালী নিধনে নামে। ঢাকার রাস্তায় বেরিয়ে সৈন্যরা নির্বিচারে হাজার হাজার লোককে হত্যা করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হামলা চালিয়ে ছাত্র-শিক্ষককে হত্যা করে। রাত ১টার পর বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানী সৈন্যরা গ্রেফতার করে তার বাড়ি থেকে। অবস্থা টের পেয়ে এর আগেই সুকৌশলে তিনি ঘোষণা করেন, 'বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা'। পরের দিন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার সেই ঘোষণা পুনরায় পাঠ করেন মেজর জিয়াউর রহমান। যে ঘোষণা সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতার সংগ্রামে উজ্জীবিত করে। এছাড়াও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা এমএ হান্নান স্বাধীনতার ডাক দেন।

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত আন্দোলনের সূচনা হয় একাত্তরের পহেলা মার্চ। তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ওইদিন বেতার ভাষণে ৩ মার্চের গণপরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। এ সময় ঢাকা স্টেডিয়ামে (বর্তমান বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম) পাকিস্তান বনাম বিশ্ব একাদশের ক্রিকেট খেলা চলছিল।

ইয়াহিয়া খানের ওই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সব দর্শক খেলা ছেড়ে বেরিয়ে এসে বিক্ষোভে যোগ দেয়। ততক্ষণে হাজার হাজার মানুষ পল্টন-গুলিস্তানে বিক্ষোভ শুরু করে দিয়েছে। সেই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতাসংগ্রামে রূপ নেয়। সেদিন মতিঝিল-দিলকুশা এলাকার পূর্বাণী হোটেলে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল।

বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা সেখানে গিয়ে 'বীর বাঙালী অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো' ইত্যাদি স্লোগানে মুখর করে তোলে গোটা এলাকা। মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকেই ঢাকাসহ সারা দেশের স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা-বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস, কল-কারখানা কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। অচল হয়ে পড়ে দেশ। স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলন দিন দিন তীব্র হয়ে ওঠে।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। বাঙালী যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জন্য ক্ষণ গুনছিল, তখন সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান আকস্মিকভাবে এদিন জাতীয় পরিষদের ৩ মার্চের নির্ধারিত অধিবেশন বাতিল করেন।

অধিবেশন বাতিলের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ফুঁসে উঠে বাংলাদেশ। বিক্ষোভে উত্তাল হয় রাজপথ। পহেলা মার্চ দুপুর থেকেই পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সর্বাত্মক অসহযোগ শুরু হয়। তখন সারা দেশের মানুষ আশা-নিরাশা, আশঙ্কা ও সম্ভাবনার দোলাচলে দুলছিল। সচেতন তরুণরা মনে মনে তৈরি হচ্ছিল কঠিন সংগ্রামের সংকল্প গ্রহণে। মানুষের মনে যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২ ও ৩ মার্চ তৎকালীন পাকিস্তানে সর্বাত্মক হরতাল পালনের ঘোষণা দেন এবং ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জনসভার ঘোষণা দেন। সেই শুরু। একে একে পেরিয়ে আসে বিক্ষুব্ধ ২৫টি দিন। মার্চের উত্তাল দিনের হাত ধরেই নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হয় এই বাংলাদেশ।

গাঁজা বিক্রেতা টাইসন, মাসিক আয় ৫ লাখ

(প্রথম পাতার পর)

হেরেছেন ৬টিতে। ক্যারিয়ারে আয় ছিল ৪ হাজার ৯৫০ কোটি টাকার বেশি (৫৮৪ মিলিয়ন ডলার)। কিন্তু এক সময় মুখ থুবড়ে পড়েন। ধর্ষণ, মাদকসহ নানা অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে।

একটা সময় তাকে 'আয়রন মাইক' বা 'কিড ডায়নামাইট' নামে ডাকা হতো। কিন্তু সর্বস্ব হারিয়ে যখন দেউলিয়া হয়ে পড়েন তাকে 'দ্য ব্যাডেস্ট ম্যান অন দ্য প্যানেট' ডাকা হতো।

ভাবতে পারেন, যে বক্সার একটা সময় টাকার বিছানায় ঘুমাতেন, তিনি রাস্তায় নেমে পড়বেন। চলন ছিল, টাইসন একবেলা খেতে মেঝেও পরিষ্কার করেছিলেন। সেই অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক বিখ্যাত এই বক্সার। এখন বিক্রি করেন গাঁজা। মাসে তার আয় সোয়া ৪ কোটি টাকার বেশি।

নিজের একটি গাঁজার ফার্ম গড়ে তুলেছেন মাইক টাইসন। নাম দিয়েছেন 'টাইসন র‍্যাঞ্চ।' আইনের আওতায় থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে গাঁজার ফার্ম খুলেছেন তিনি। রয়েছে হাজার হাজার গাঁজার গাছ।

স্প্যানিশ দৈনিক মার্কা জানিয়েছে, ৫৪ বছর বয়সী টাইসন নিজেকে হারিয়ে খুঁজছিলেন। একটা সময় ভাবলে গাঁজা প্রেমিদের জন্য নিজ উদ্যোগে কিছু করা। কারণ, নিজের গাঁজা সেবক করেন টাইসন। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। টাইসন র‍্যাঞ্চ ফার্মটি প্রতিষ্ঠা করেছেন ১৬ হেক্টর জমির ওপর।

ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে আগে গাঁজার ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকলেও ২০১৬ সালের নভেম্বরে ২১ বছরের বেশি বয়সীদের জন্য সেটিকে বৈধতা দেওয়া হয়। যে কারণেই, সুযোগ বুঝে কাজে নেমে পড়েছিলেন তিনি।

মার্কা আরও জানিয়েছে, প্রতি মাসে গাঁজার ব্যবসায় থেকে পাঁচ লাখ ডলার আয় করেন টাইসন। নিজের ফার্মের গাঁজা নিজেও সেবন করেন তিনি।

গাঁজা সেবনের ব্যাপারটি নিয়ে টাইসন এক সাংবাদিককে জানিয়েছিলেন, প্রতি মাসে তিনি ও তার অতিথিরা মিলে প্রায় ৪০ হাজার ডলারের গাঁজা সেবন করেন। বাংলাদেশি মুদ্রায় অঙ্কটা দাঁড়ায় প্রায় ৩৪ লাখ টাকা! টাইসনের বন্ধু ও সাবেক এনএফএল খেলোয়াড় এবেন ব্রিটন তো স্বীকার করেই নিয়েছেন, তারা মাসে ১০ টন গাঁজা সেবন করেন।

(প্রথম পাতার পর) হেরেছেন ৬টিতে। ক্যারিয়ারে আয় ছিল ৪ হাজার ৯৫০ কোটি টাকার বেশি (৫৮৪ মিলিয়ন ডলার)। কিন্তু এক সময় মুখ থুবড়ে পড়েন। ধর্ষণ, মাদকসহ নানা অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে।

একটা সময় তাকে 'আয়রন মাইক' বা 'কিড ডায়নামাইট' নামে ডাকা হতো। কিন্তু সর্বস্ব হারিয়ে যখন দেউলিয়া হয়ে পড়েন তাকে 'দ্য ব্যাডেস্ট ম্যান অন দ্য প্যানেট' ডাকা হতো।

ভাবতে পারেন, যে বক্সার একটা সময় টাকার বিছানায় ঘুমাতেন, তিনি রাস্তায় নেমে পড়বেন। চলন ছিল, টাইসন একবেলা খেতে মেঝেও পরিষ্কার করেছিলেন। সেই অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক বিখ্যাত এই বক্সার। এখন বিক্রি করেন গাঁজা। মাসে তার আয় সোয়া ৪ কোটি টাকার বেশি।

নিজের একটি গাঁজার ফার্ম গড়ে তুলেছেন মাইক টাইসন। নাম দিয়েছেন 'টাইসন র‍্যাঞ্চ।' আইনের আওতায় থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে গাঁজার ফার্ম খুলেছেন তিনি। রয়েছে হাজার হাজার গাঁজার গাছ।

স্প্যানিশ দৈনিক মার্কা জানিয়েছে, ৫৪ বছর বয়সী টাইসন নিজেকে হারিয়ে খুঁজছিলেন। একটা সময় ভাবলে গাঁজা প্রেমিদের জন্য নিজ উদ্যোগে কিছু করা। কারণ, নিজের গাঁজা সেবক করেন টাইসন। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। টাইসন র‍্যাঞ্চ ফার্মটি প্রতিষ্ঠা করেছেন ১৬ হেক্টর জমির ওপর।

ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে আগে গাঁজার ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকলেও ২০১৬ সালের নভেম্বরে ২১ বছরের বেশি বয়সীদের জন্য সেটিকে বৈধতা দেওয়া হয়। যে কারণেই, সুযোগ বুঝে কাজে নেমে পড়েছিলেন তিনি।

মার্কা আরও জানিয়েছে, প্রতি মাসে গাঁজার ব্যবসায় থেকে পাঁচ লাখ ডলার আয় করেন টাইসন। নিজের ফার্মের গাঁজা নিজেও সেবন করেন তিনি।

গাঁজা সেবনের ব্যাপারটি নিয়ে টাইসন এক সাংবাদিককে জানিয়েছিলেন, প্রতি মাসে তিনি ও তার অতিথিরা মিলে প্রায় ৪০ হাজার ডলারের গাঁজা সেবন করেন। বাংলাদেশি মুদ্রায় অঙ্কটা দাঁড়ায় প্রায় ৩৪ লাখ টাকা! টাইসনের বন্ধু ও সাবেক এনএফএল খেলোয়াড় এবেন ব্রিটন তো স্বীকার করেই নিয়েছেন, তারা মাসে ১০ টন গাঁজা সেবন করেন।

সৌদির ৭৬ নাগরিকের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা

(প্রথম পাতার পর)

আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। গতকাল শুক্রবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন তাদের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন।

রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাবেক একজন কর্মকর্তা ও রাজকীয় একটি বাহিনীর ওপর আর্থিক নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি সৌদি আরবের ওই ৭৬ জন নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়লেন।

প্রসঙ্গত, অন্য দেশের সরকারের হয়ে ভিন্নমতাবলম্বী, অ্যাক্টিভিস্ট এবং সাংবাদিকদের ওপর হুমকি কিংবা আক্রমণ চালানোর অভিযোগ থাকলে 'খাশোগি নিষেধাজ্ঞা' নামে নতুন এই নীতির আওতায় পড়বেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি কর্মকর্তারা জানান, যাদের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তাদের সঙ্গে তাদের পরিবারের সদস্যরাও এই নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়বেন।

সিআইএর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জামাল খাশোগিকে ২০১৮ সালে হত্যা করার অনুমতি দেন সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মুহাম্মদ বিন সালমান। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন ওই প্রতিবেদন প্রকাশ করলো। তাতে আরো বলা হয়েছে, খাশোগিকে হত্যার পরিকল্পনাটি অনুমোদন দেন সৌদি ক্রাউন প্রিন্স। যদিও সেই অভিযোগ বরাবরই অস্বীকার করে আসছেন তিনি।

যে কোনো সময় ডিভোর্স হতে পারে

(প্রথম পাতার পর)

যুক্তরাজ্যের শীর্ষস্থানীয় এক রিলেশনশীপ বিশেষজ্ঞ। তিনি বলছেন, এটা কেবল এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাত দিয়ে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য ডেইলি স্টারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জানুয়ারিতে হোয়াইট হাউজ ত্যাগ করার পর থেকেই আলাদা অফিস গঠনের চেষ্টা করছেন মেলানিয়া ট্রাম্প। মূলত ডোনাল্ড ট্রাম্পের সংস্পর্শ থেকে পৃথক হতেই তার এ সিদ্ধান্ত। এমনকি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সুপার বল পার্টিতে সাবেক প্রেসিডেন্ট অংশ নিলেও উপস্থিত ছিলেন না তার স্ত্রী। যা তাদের মধ্যকার সম্পর্কের অবনতির ইঙ্গিত বহন করে। এ বিষয়ে যুক্তরাজ্যের শীর্ষস্থানীয় সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ নাদিয়া এসেক্স বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প ও মেলানিয়া ট্রাম্পের মধ্যে এখন কোনো মিল নেই। সাবেক ফাস্ট লেডি যে ট্রাম্পের পাশে থাকা পছন্দ করছেন না তা তার সাম্প্রতিক শারীরিক ভাষায় স্পষ্ট। তাদের মধ্যে ড

বেসমেন্ট ভাড়া

নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড সিটির ৩৯-২৫ ২৪ স্ট্রীট-এ বেসমেন্টে ভাড়া হবে। ভাড়া ১৯০০ ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫৩০-৭২৩৯
মা-০১/০৮

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৬০-১৯ ৮৪ ড্রাইভ-এ গর্জিয়াস দুটি বড় বেডরুম, ওয়াকিং ক্লোজেড, ম্যাসিভ লিভিংরুম, ফুল কিচেন ও ডাইনিং স্পেস, ফুল বাথরুম এবং ব্যাক এন্ট্রেন্স এর বাসা ভাড়া হবে। আলোচনা সাপেক্ষে গাড়ী পার্কিং এর ব্যবস্থা। ই/এফ ট্রেনের পার্সন্স বুলেভের্ড সাবওয়ে ১০ মিটি হাঁটা পায়ের দূরত্ব এবং ৪ মিনিটের দূরত্বে কিউ৬৫, কিউ২৫ ও কিউ৩৪ বাস স্টপেজ। যোগাযোগ: ১+৯১৭-৮২১-১০১৮ অথবা ১+৯১৭-৭৭০-২৯৬৭
মা-০১/০৮

ডুপ্লেক্স বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হলিসের ৯৪-৩০ ১৯৯ স্ট্রীটে ৩ বেডরুম, লিভিং ও কিচেন এর ডুপ্লেক্স বাসা (বেসমন্টে) ১ মার্চ থেকে ভাড়া হবে। দুটি কার পার্কিং-এর জায়গা, ব্যাকইয়ার্ড এবং একাধিক ক্লোজেট রয়েছে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
মা-০১/০৮

বাসা ভাড়া

উডসাইডের ৬৫ স্ট্রীটে এক বেডরুমের সেকেন্ড প্লোর বাসা ভাড়া হবে ১ মার্চ থেকে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫২-৯৫০০ অথবা ৭১৮-৪৭৮-৭০০০
ফে-১৫/২২

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ সংলগ্ন ৮৭ ড্রাইভ ও ১৩৯ স্ট্রীটে রেনোভেটেড ১ বেডরুম, বিগ লিভিংরুম ও ডাইনিং-এর সেমি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। এফ ট্রেন সাবওয়ে ৩ মিনিটের দূরত্ব। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫২৫-৭৩১৫
ফে-১৫/২২

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না, আমরাই জীবনকে জটিল বানাই। আপনার বর্তমান জীবন যাত্রা যাই হোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। যোগাযোগ: ৭১৮-৫২৪-৯৭৭৭
e-mail: everlybrown@yahoo.com
ফে-১৫/২

বাসা ভাড়া

ওজনপার্কে এ এবং জে ট্রেন সাবওয়ের সন্নিকটে ৯১ এভিনিউ ও ৭৬ স্ট্রীটের কর্ণারে মনোরম পরিবেশে তিন বেডরুমের একটি বাসা ১ মার্চ থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২২৩-৩২২৩ অথবা ৬৪৬-২৬৬-২৬০৯
জা-২৫/ফে-০১

বাসা ভাড়া

সম্পূর্ণ রেনুভেটেড ২ বেডরুম, লিভিং, কিচেন, ডাইনিং এবং এক বাথরুম-এর বাসা ভাড়া হবে। কুইন্স বাউন্ড এ ট্রেন গ্র্যান্ড এভিনিউ এবং ৭ ও ৮ বিকিউ বাস স্টপেজ, পিএস ২১৪ আর গ্রোসারী স্টোর কাছাকাছি। ভাড়া ১৮০০ ডলার (গ্যাসবিল সহ)। যোগাযোগ: মজুমদার। ফোন: ৬৪৬-৪৩১-৬০৭১
জা-২৫/ফে-০১

রুম ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার কন্ডোমিনিয়ামে একটি এক রুম ভাড়া হবে। ভাড়া ৮০০ ডলার। যোগাযোগ নজরুল। ফোন: ৩৪৭-২৬১-৮১২১
এইচ-জা-১৮

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্সের ৩৯-২৫ ২৪স্ট্রীট এলআইসি-তে বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৯০০ ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫৩০-৭২৩৯
জা-১৮/২৫

রেষ্টুরেন্ট সেল

জ্যামাইকার ১৬৮-১৮ জ্যামাইকা এভিনিউর খুব ব্যস্ত এলাকায় ফুললি ইকুইপড টার্ন কি ওপারেশন রেষ্টুরেন্ট বিক্রি করা হবে। যোগাযোগ: ৫১৬-৫২৬-৪৩৩৬
জা-১৮/২৫

রুম ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউতে ২ বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টর একটি রুম সিঙ্গেল ফ্যামিলি অথবা ওয়ান ফিমেলের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৯৮-৮৩৮৩
জা-১৮-২৫

১ বেডরুম কন্ডোমিনিয়াম ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার ওভাল সংলগ্ন ইউনিয়ন পোর্ট রোডে বাঙালী গ্রোসারী, মসজিদ এবং ৬ ট্রেন সাবওয়ের কাছে ১ বেড রুমের কন্ডোমিনিয়াম ভাড়া হবে। ভালো ইনকাম এবং ক্রেডিট থাকতে হবে। ভাড়া ১৫০০ ডলার। যোগাযোগ: ৯১৭-২৮৮-১৮৩৫ (সকাল-১০ টা-রাত ৯ টা)

২ বেড রুমের কন্ডোমিনিয়াম ভাড়া

পার্কচেস্টার বাঙালী মার্কেট সংলগ্ন ,খলিল বিরিয়ানীর উল্টোদিকে ২ বেড রুমের একটি কন্ডোমিনিয়াম ভাড়া হবে। ভাড়া ১৮৫০ ডলার। যোগাযোগ: হাবিব রহমান। ফোন: ৩৪৭-২৮০-৭২৬৯

বেসমেন্ট ভাড়া

নিউইয়র্কের ১১২ স্ট্রীট ও ৯৫ এভিনিউ, রিচমন্ড হীলে নতুন কাজ করা ২ বেডরুম, ১ বাথরুম-এর বেসমেন্ট ভাড়া হবে। সাবওয়ে এ, জে ট্রেন এবং কিউ৮ কিউ২৪ ও কিউ৩৭ বাস, মসজিদ কাছে। যোগাযোগ: ১ (৭১৮)-২৯৬-০৩০৬
জা-১১/১৮/২৫

রুম ভাড়া

সুন্দর, ভালো পরিবেশে কর্মজীবি স্বামী/স্ত্রী বা একা প্রয়োজনে ফার্নিচারসহ বড় স্টুডিও রুম (রুমের এক পাশে কিচেন, বাথরুম, ফ্রীজ ও ইন্টারনেট সুবিধাসহ) ভাড়া দেয়া হবে। সি ট্রেনে শেফার্ড এভিনিউর পাশে ৪৩০ এসেক্স ষ্ট্রীট, ব্রুকলীন। যোগাযোগ করুন বা মেসেজ রাখুন। ফোন: ৬৩১-২৩০-০২৩০ অথবা ৭১৮-৩৪৮-৮৪২২
জা-১১/১৮

আবশ্যক

একটি পোলট্রি ফর্মে পার্ট টাইম কাজ করার জন্য পুরুষ অথবা নারী কর্মী আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৭১৮-৮২০-২৪৩৪
ফে-০৮/১৫

বাসা ভাড়া

১৯৬ স্ট্রীট ও ৮৯ এভিনিউর জ্যামাইকা হলিসে হিলসাইড এভিনিউর পাশে বেসমেন্টে এক বেডরুমের সঙ্গে লিভিং, কিচেনসহ একটি বাসা ভাড়া হবে।
যোগাযোগঃ ৯১৭-৪১২-৭৭৩৯

বাসা ভাড়া

ব্রুকলীনের ডাহিল রোডে (এভিনিউ সি এবং চার্চ এভিনিউর মাঝে) লিভিং, কিচেন ও বাথরুমসহ ২ বেডরুমের সেমি বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৩২২-৪০৭১ অথবা ৩৪৭-৭২২-৪১০৯
ফে-২২/মা-০১

বাসা ভাড়া

আগামী ১ মার্চ থেকে জ্যামাইকার ১৭২ স্ট্রীট এবং ৯৩ এভিনিউর উপরে তিন বেড, দুই ফুল বাথ, ব্যাকইয়ার্ডে যাতায়াতের সুবিধা সহ বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮২২-৯০৫২
ফে-২২/মা-০১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৫৩-১১ ১০৭ এভিনিউতে (ই ট্রেন সাবওয়ের কাছে) বিশাল ফাস্ট ফ্লোর, ২ বেডরুম, ২ বাথরুম, কিচেন/ডাইনিং, লিভিং রুম-এর বাসা অতিসত্তর ভাড়া হবে। ভাড়া ১৯৫০ ডলার। যোগাযোগ: সুলতান আহমেদ। ফোন: ৭১৮-৬৮৫-৪৮৬১ অথবা নাহিদা বেগম, **ফোন: ৩৪১-৬২৪-৮৮০০**
জা-০৪/১১

বাসা ভাড়া

পার্কচেস্টার সাউথ কন্ডো, ২ বেডরুম ১ বাথরুম। এক্টি রিয়েলিটি গ্রুপ, এম. খলিল রহমান (এলআইসি রিয়েলটর)
৯১৭-৪০২-৭০৮৪
khalil4na@gmail.com

কন্ডো বিক্রয়

পার্কচেস্টার সাউথ কন্ডো ২ বেড রুম ১ বাথরুম, এক্টি রিয়েলিটি গ্রুপ, এম. খলিল রহমান (এলআইসি রিয়েলটর)
৯১৭-৪০২-৭০৮৪
khalil4na@gmail.com

লিভ ইন ন্যানী আবশ্যক

নিউজার্সীতে স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে আড়াই বছরের এক ছেলে ও এক শিশু বাচ্চাকে দেখাশোনার জন্য লিভ ইন ন্যানী আবশ্যক জানুয়ারি মানস থেকে। বাসায় থেকে কাজ করতে হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগঃ ৪০৪-৫৩৬-২১৯৪
৪০৪-৫৩৮-৪৮৭৫

HELP ANTED

Need Office Assistant/Secretary Real Estate office, Queens, New York. English/Computer must. Contact: 917-523-4451. Email: MKSKARN@gmail.com
N-16/23

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার হাইল্যান্ড এভিনিউ এর উপরে E and F ট্রেন সাবওয়ের খুব কাছে তিন বেডরুমের একটি বাসার দুই বেডরুম আলাদা বাথরুম সহ ভাড়া হবে জানুয়ারী ২০২১ সাল থেকে। ভাড়া আলোচোনা সাপেক্ষ্য।
যোগাযোগঃ ৭১৮-২০০-৮৮০০.
ন-১৬/২৩

হেল্প ওয়ান্টেড

একটি হিন্দু পরিবারের সাহায্যকারী প্রয়োজন। সাহায্যকারীকে পরিবারের সাথে পরিবারের সদস্যের মতো থাকতে হবে। থাকা, খাওয়া ফ্রি এবং অতিরিক্ত মাসিক বেতন ৫০০ ডলার দেয়া হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪৩৬-৬১৬৮
ন-০৯

গ্যাস ষ্টেশনে আবশ্যক

জর্জিয়ার ছোট শহর সাইলোর একটি গ্যাস ষ্টেশনে কাজ করার জন্য একজন কর্মী প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে। যোগাযোগ: ফয়জুল কবির।
ফোন: ৭০৬-৯৭৭-৯১০৬
ফে-০১/০৮

ড্রাইভিং

লারনার পারমিট, রোড টেষ্ট এবং টিএলসি পরীক্ষার জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আর এন্ড আর ড্রাইভিং স্কুল। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৩৬-১২৭৯

বিজ্ঞপ্তি

জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টার ও মসজিদের এডভাইজারী বোর্ডের একটি চেয়ারম্যানও ৮টি সদস্যপদ পূরণের লক্ষ্যে ধার্মিক, শিক্ষিত ও রিসোসফুল ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। অবৈতনিক এই পদগুলো তাদের জন্য যারা মসজিদ ও আল্লাহর জন্য নি:স্বার্থভাবে কাজে আগ্রহী। যোগাযোগ: ৯১৭-৭২২-১৪০৫ অথবা ৬৪৬-৬৮৪-৮৭৬২
ফে-১৫/২২

পাত্রী চাই

আমেরিকায় বসবাসরত ও প্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান, ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, সুদর্শন, এমবিএ ডিগ্রীধারী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৯২৯-৫৩০-৫২৯৩।
ই-মেইল: 3800rahman@gmail.com

মালটি ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি



নিউইয়র্কের বাফেলোতে ফুল রেনোভেটেড মালটি ফ্যামিলি হাউজ বিক্রির জন্য তৈরী। সিরিয়াস আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। **ফোন: ৬৪৬-৩২৭-৬৮৮৯**
ন-৩০/ডি-০৭/১৪

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা এষ্টেট, এফ ট্রেন সাবওয়ের লাস্ট স্টপ সংলগ্ন অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে তিন তলার ৩ বেডরুম, ২ বাথরুমের বড় এপার্টমেন্টে পরিবারের সাথে থাকার জন্য একজন ব্যাচেলার অথবা স্বামী-স্ত্রী'র কাছে ফার্নিসড রুম ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৮-৪২৯০ অথবা ৯১৭-৩০০-৫০০৪

পাত্রী চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৩২ বছর বয়সী, জন্মসূত্রে আমেরিকান সিটিজেন পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক। পাত্র ফোর্ডহ্যাম ইউনিভার্সিটি থেকে বিজন্যাস এন্ড ফাইন্যান্সে গ্রাজুয়েট। বর্তমানে নিউইয়র্কে একটি নামী ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীতে সুপারভাইজার লেভেলে কর্মরত। পাত্রীকে জন্মসূত্রে আমেরিকান নাগরিক, গ্রাজুয়েট বা পড়াশোনার শেষ পর্যায়ে থাকতে হবে। পাত্রীর গড়ন হাল্কা পাতলা এবং সুন্দরী হতে হবে।
যোগাযোগ: ৯১৭ ২৮৮ ১৮৩৫
(সকাল ১১টা থেকে রাত ১০টা)

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিকিউরিটি ক্যামেরা

আপনার বাসা, অফিস বা কর্মস্থল সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে নিরাপদ করুন।
ঘরে-বাইরে, কাছে-দূরে যেখানেই থাকুন আপনার সম্পদ ফোনের পর্দায় দেখুন।
আমরা সবচেয়ে কম খরচে অল্প সময়ে সিকিরিটি ক্যামেরা লাগাই। আজই যোগাযোগ করুন।
ফোন : 917-455-5308
ইমেইল: techlifeusa@gmail.com
Tech Life USA : 179-51 Hillside AV, Jamaica, NY-11432

কাজী অফিস

(সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত)

কাজী মোঃ বেলাল হোসেন
ইউএস এয়ারফোর্সের অধীনে কুয়েতস্থ আমেরিকান এ্যাম্বাসির প্রাক্তন দোভাষী অফিসার
বর্তমান ইমাম : বাইতুন নূর মসজিদ, ওজপনপার্ক।
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। ইংরেজী, আরবী এবং বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা। নিউইয়র্ক সিটির প্রতিটি এলাকায় সেবা প্রদান করা হয়।
যোগাযোগ: 201-839-7579
৮৮-১৯ লিবার্টি এভিনিউ, ওজনপার্ক, নিউইয়র্ক-১১৪১৭

বাসা ভাড়া

বাংলাদেশী অধ্যুষিত এস্টোরিয়ায় (৩৩-০৯, ৩১ এভিনিউ এবং ৩০-৫২, ৩৪ ষ্ট্রীট) এর দুটি এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে ১বেড রুম (ভাড়া: ১৭০০ ডলার), দুই বেড রুম (ভাড়া: ২২০০ ডলার) এর বেশ কয়েকটি এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: হাবিব রহমান
লাইসেন্সড রিয়েল এস্টেট সেলস পার্সন
পার্কচেস্টার ব্রঙ্কস রিয়েলিটি
ফোন: ৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯ (সেল)
৭১৮-৫১৪-৯০৩০ (অফিস)

যা করো না তা বলো না

(শেষের পাতার পর)

পরিণামের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার সাথে দূর্ব্যবহার করা, আল্লাহর পথে আহবানে বাধা দেয়া, সুদী লেনদেন করা, জুলুম করা, মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, মানুষের হক নষ্ট করা, ইয়াতিমের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করা, কৃপণতা করা ও ওজনে কমবেশ করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এগুলো থেকেও আরো মারাত্মক ও ভয়াবহতার সাথে আল্লাহর ক্রোধকে উসকে দেয় অর্থাৎ আল্লাহর বিশাল রাগের কারণ হয় যেই কর্মটি, তা হলো 'নিজে যা করে না, তা অন্যকে বলে বেড়ানো।' আল কুরআনের সুরা সফ-এর ২ ও ৩ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে মু'মিনগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল, যা নিজেরা করো না? আল্লাহর কাছে এটা অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ যে, তোমরা এমন কথা বলো যা করো না।"

সুরা সফ-এর এ আয়াতটির অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট যাই থাক না, এটি একটি সাধারণ বিষয় যা সকল মানুষের বেলায় সমভাবে প্রযোজ্য। আর এ জন্যই পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে এটি একটি ঘৃনার বিষয়। যারা বেশী বলে, বেশী লিখে, বেশী বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে বেড়ায়, অথচ তাদের চরিত্রে পাওয়ারফুল আতশী গ্লাস ব্যবহার করেও এগুলোর কোন চিহ্ন খোঁজে পাওয়া যায় না। বরং অনেক ক্ষেত্রে উল্টো চিত্র বেশী করে পরিলক্ষিত হয়। তখন সে আল্লাহর বিশাল ক্রোধে নিপতিত হওয়ার সাথে সাথে পৃথিবীর সকল ব্যক্তি মানুষেরও ঘৃনার পাত্রে পরিণত হতে হয়। জীবন চলার পথে এ ধরণের চরিত্রওয়ালা লোক খুব একটা কম নয়। এদের মধ্যে যেমন সাধারণ মানুষ আছে তেমনি আছে অনেক বিখ্যাত লিখক, কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবি, রাজ-নীতিবিদ, সরকারী ও বেসরকারী আমলা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বড় বড় পদধারী ব্যক্তিবর্গ, সরকারের মন্ত্রী এমন কি অনেক আলেম ওলামাও। অনেকগুলো বইয়ের লিখক, লেবাসে চেহেরায় দুরস্তভাব, বাহির থেকে একজন বড় ধরণের লিখক ও বড় মনের মানুষও মনে হয়। কিন্তু একান্ত কাছাকাছি এলে তার ভেতরকার এক কুৎসিত চেহেরা বেরিয়ে আসে। তার বইগুলোর কোন কোন জায়গায় এসে আপনার চোখ আটকে যাবে, দেখা যাবে যে, সেই লাইনটির ঠিক বিপরীত চিত্র তার চরিত্রে বিরাজ করছে। এভাবে সমাজের অনেক সুবক্তা, যুক্তিবাদী, কত শত জ্ঞানগর্ব আলোচনা ও উপদেশ বাক্য শোনা যাবে কিন্তু তার ব্যক্তি চরিত্রে এই আলোচনা ও উপদেশের মিল খুঁজে পাওয়া আপনার জন্য দূরূহ হবে। সু-সাহিত্যিক সাহিত্যের কারিশমায় একটি সাধারণ বিষয়কে মর্মস্পর্শীতার সাথে মানুষের সামনে ধরে তুলেন, মানুষ এক গ্রাসে গিলে ফেলতে একটু দ্বিধায় পড়ে না, কিন্ত যখন তার কাছাকাছি এসে বিপরীত দৃশ্য দেখে, তখন তার প্রচণ্ড বদহজম শুরু হয় এবং কষ্ট পায় তার প্রতি প্রচন্ড ক্ষোভ দাঁনা বেঁধে উঠে।

উল্লেখিত মানুষগুলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ক্রোধকে খুব কমই পরোয়া করে না। তারা মনে করে তাদের লেবাস দেখেই আল্লাহ মাফ করে দিবেন অথবা কথা ও কাজে অমিল থাকলেও অন্যান্য মহৎ কাজের জন্য তারা ছাড়া পেয়ে যাবে, যা আল্লাহই ভাল জানেন। সত্যিকার অর্থে এরা মানুষকে ধোঁকা দিয়ে সস্তা বাহবা খুঁজার জন্য এমনটি করে। এগুলোর কি বিচার হবে না? অবশ্যই হবে। আল্লাহ মাফ করুন।

আয়াতে উল্লেখিত 'মাকতান' আরবী অভিধান 'লিসানুল আরব' বলা হয়েছে ঘৃণা, অবজ্ঞা, শুক্রতা ও বিদ্বেষ ইত্যাদি। তাফসীরে ইবনে কাসির ও জালালাইন শরীফে বলা হয়েছে 'আসাদ্দুল বোগধে' ও 'বোগধান শাদিদান' অর্থাৎ কঠিণ ক্রোধ। আল কুরআনের আরো দু'টি আয়াতে তথা সুরা ফাতির-৩৯ ও সুরা মু'মিন-৩৫-এ শব্দটির হুবহু উল্লেখ পাওয়া যায় এবং সেখানে কঠিন ক্রোধের কথাই বলা হয়েছে। ইংরেজীর ভাষায় তরজমায় Hateful (ঘৃণ্য), Odious (অপছন্দনীয়) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার Synonyms বা সমার্থক হিসাবে Unbearable (অসহ-নীয়), Intolerable (অসহ্য), Painful (বেদনাদায়ক), Insufferable (অসহ্য) শব্দগুলো পাওয়া যায়। আবার আয়াতের 'মাকতান' এর সাথে যোগ করা হয়েছে 'কাবুরা শব্দ, যার অর্থ বিশাল। অর্থাৎ বিশাল ঘৃণ্যের কাজ, বিশাল অপছন্দের কাজ, বিশাল অসহ্যের কাজ। একটু গভীরভাবে লক্ষ করুন, আল্লাহর এক নাম সাবুর বা মহাসহিষ্ণু, অথচ এটি এমন কি কর্ম যে, মহাসহিষ্ণু মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার জন্য অসহনীয় বা অসহ্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়? প্রকৃতপক্ষে এটি একটি বিশাল ঘৃণ্যের কাজ। একটু গভীর মনযোগের সাথে চিন্তা করলে আপনার বুঝতে কষ্ট হবে না যে, এটি কতবড় ঘৃণার কাজ।

একজন খাঁটি মুসলমানের চরিত্র এমনটি হওয়ার কথা নয়। একজন মুসলমানের কথা ও কাজে মিল থাকা উচিত। সে যা বলবে তা করে দেখাবে। আর করার সৎ সাহস না থাকলে তা মুখেও আনবে না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এ রকম কথা বলা ও অন্য রকম কাজ করা আল্লাহর দৃষ্টিতে যেমন অত্যন্ত ঘৃণিত তেমনি মানুষের কাছেও জঘন্য ঘৃণিত কাজ হিসাবে চিহ্নিত হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করার দাবী করে তার পক্ষে এমন নৈতিক দোষ ও বদ স্বভাবে লিপ্ত হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 'কোন ব্যক্তির মধ্যে এরূপ স্বভাব থাকা প্রমাণ করে যে, সে মু'মিন নয় বরং মুনাফিক। কারণ তার এই স্বভাব বা আচরণ মুনাফিকির একটি স্পষ্ট আলামত।'

'যা করে না তা বলে বেড়ানো' বিশাল ক্রোধের কারণ হওয়ার পেছনে আরো যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। এ ধরণের স্বভাব বা প্রকৃতির লোক একই সাথে আরো কতগুলো বড় বড় গোনাহের কাজে লিপ্ত হয়।

(ক) প্রথমত তাকে একজন বড় মাপের মোনাফিক হতে হয়। তাকে মিথ্যার মত একটি করীরাহ গুনাহের আশ্রয় নিতে হয়। মোনাফিকের তিনটি বা চারটি লক্ষণের মধ্যে একটি হলো, মিথ্যা বলা। নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মুনাফিকের পরিচয় বা চিহ্ন তিনটি (যদিও সে নামায পড়ে এবং মুসলমান হওয়ার দাবী করে) তাহলো, সে কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করে করে তা ভঙ্গ করে এবং তার কাছে আমানত রাখলে তা খিয়ানত করে। (বুখারী-মুসলিম)

(খ) দ্বিতীয়তঃ এদের ঈমান অবশ্যই ত্রুটিপূর্ণ। একজন প্রকৃত ঈমানদার আল্লাহ তা'আলার চরম গোস্সা কুড়াবেন তো দূরের কথা বরং আল্লাহ তা'আলার সামান্যতম অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে, সে ধরণের কাজের ধারে কাছে তিনি যেতে পারেন না। কারণ প্রকৃত ঈমানদার জানেন যে, আল্লাহ সামিউল বাছির ।

(গ) এ ধরণের লোক সাধারণত লোক দেখানো কাজ করতে বেশী ভালবাসে। মানুষের সস্তা বাহবা কুড়ানোর জন্য বা বাণিজ্যিক ফায়েদা লুটার জন্য সদায় ব্যস্ত থাকে। তার বক্তব্য বা লেখনির মাধ্যমে অন্তত: ২টি মানুষ সংশোধন হয়ে উঠুক বা একটি সৎ সমাজ গড়ে উঠার জন্য তার মেধা সামান্যতম অবদান রাখুক, তা তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হয় না। এ আশা তাদের থেকেই করা যায়, যারা প্রথমত নিজে আগে আমল করে, পরে মানুষকে তার দাওয়াত দেয়।

(ঘ) আল্লাহর চরম গোস্সা তো তারাই বহন করে বেড়াতে পারে, যারা চরম বেপরোয়া বা চরম উদাসীন। সুতরাং যারা নিজেরা করে না, কিন্তু বলে বেড়ায়, তারা অবশ্যই বেপরোয়া ও চরম উদাসীন প্রকৃতির মানুষ।

উল্লেখিত আলোচনায় আয়াতের সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু সুরা সফ ও অন্য দুটি স্থান তথা সুরা ফাতির-৩৯ ও সুরা মু'মিন-৩৫-এর বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো- যারা ইসলামের জন্য জীবনপাত করার লম্বা লম্বা ওয়াদা করতো কিন্তু চরম পরীক্ষার সময় আসলে জান নিয়ে পালাতো সেই সব বাক্যবাগিশদের তিরস্কার করাই এর উদ্দেশ্য।

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি বিক্রেতা প্রতারিত

(শেষের পাতার পর)

সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন-তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটে বিক্রি হয়ে যাবে। এ দলনের বিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ।

কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তরাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে পরিণত করতে পারেন না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত যেসব কথা বলে থাকেন তা নিম্নরূপ:

যোগাযোগ কম: আপনি আশা করেন যে আপনার এজেন্ট আপনার বাড়ি বিক্রির কাজে ব্যস্ত থাকবেন। তার অর্থ হচ্ছে, সে অনেক সময় তার এই ব্যস্ততার জন্য হয়ত আপনার ফোন ধরতে পারবেন না। কিন্তু একজন বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভদ্রতার খাতিওে হয়ত আপনাকে কল ব্যক করবেন কিন্তু আপনার জন্য যে সসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা হয়ত আপনাকে বলতে ভুলে যাবেন, এবং সত্যিকার অর্থেই তারা গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগে ব্যর্থ।

আপনাকে বারবার আশ্বাস দেবে কিন্তু সে আশ্বাস কাজে পরিণত করতে পারবে না: এটা ঘটতে পারে আপনার বাড়ির লিস্টিং অথবা বিক্রির চুক্তি সাক্ষরের ক্ষেত্রে। একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট আপনাকে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রে করে দেওয়ার আশ্বাস দেবে। এজন্য তিনি ওয়েবসাইট, স্যোসাল মিডিয়া, ভিডিও ট্যুরস, প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি-ইত্যাদিও মাধ্যমে বাড়িটি বাজারজাত করার উদ্যোগের কথা বলবেন। কিন্তু দেখা যাবে তিনি যেসব উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছিলেন তার খুব কমই করতে পেরেছেন।

টেনেসিতে জরুরী লোক আবশ্যক

টেনেসির ম্যাম্পীস শহরে বাঙালী মালিকানাধীন গ্যাস ষ্টেশনে জরুরী ভিত্তিতে লোক আবশ্যক। প্রয়োজনে কাজ শেখানো হবে।

যোগাযোগ: মাসুদ হাসান তুর্ন।

ফোন: ৪০৪-৭১৭-৩২৫৫

ডি-১৪/২১

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯

৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতুন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

রাফি সাফওয়ান

ঝামেলামুক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে

সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে যোগাযোগ করুন :

267-992-3201

Park Realty

of Western New York

155 Summer St
Buffalo, NY 14222

Room for Rent

An empty beautiful furnished room with 59" tv mounted on the wall, dresser with mirror, wooden Almirah - including gas & electricity for rent as of 1st October/20; beginning, middle or end of the coming month; it's on second floor of a private three floor building on the Steinway Street in between 28-25th Avenue, right in front of Fatima Pediatric Medical Care & almost next to the Dominos Pizza. Monthly rent is **$800/00** with one month's advance security money — NO NEGOTIATIONS. If interested — Please call :

516-603-5223 or on land phone: **718-545-0706**

ask for ***Khokan, Anwaruddin.***

ফুলটাইম মহিলা নেনী

কর্মজীবি মা ফুলটাইম মহিলা নেনী/বেবীসিটার খুঁজছেন। নিউইয়র্কের ফ্লাশিং (কুইন্স) এলাকায় বেবির বাড়িতে বেতন-সহ থাকার সুন্দর ব্যবস্থা আছে।

বিস্তারিত তথ্য বা সাক্ষাৎকারের জন্য কল্/টেক্সট:

347-766-6412

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib

Bangla Bazar Jame Masjid

1351 Odell St, Bronx, NY 10462

ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea

Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh

Marriage Registrar New York State

(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)

Tel: 347-208-9055

Email:abuleahea@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস



নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত

কাজী মাওলানা ওবায়দুল হক

ইমাম ও খতিব পার্কচেষ্টার ইসলামিক সেন্টার

ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা।

পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন ৩৪৭-৩২০-৭২১৮

13-75 Virginia Avenue, Bronx, New York 10462

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY

KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR

IMAM & KHATUB

MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.

70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
বছরে আয় করুন সর্বোচ্চ $50,000

Hiring HHA & PCA

আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।

প্রশিক্ষণ ক্লাসের জন্য যোগাযোগ করুন

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে



HouseCalls HOME CARE
Being home never felt better

718-731-9750

আমাদের অফিসে রয়েছে বাংলাদেশী স্টাফ

আপনাদের সুবিধার্থে চারটি অফিস

Jackson Heights:
72-16 Roosevelt Ave, NY 11372



Bronx:
1878 Cross Bronx Expwy, NY 10472



Jamaica:
90-50 Sutphin Blvd, NY 11435



Brooklyn:
2440 Fulton Street, NY 11233



বাংলাদেশী কম্যুনিটিতে একমাত্র 'লাইসেন্সধারী' হোম কেয়ার এজেন্সি

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

ওয়াশিংটনে মোমেন-ব্লিনকেন বৈঠক
রোহিঙ্গা ইস্যু ও খুনি রাশেদকে ফেরত নিয়ে আলোচনা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেনের সঙ্গে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (২৩ ফেব্রুয়ারী) বৈঠক করেছেন যুক্তরাষ্ট্র সফররত বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। বৈঠকে রোহিঙ্গা ইস্যু, বঙ্গবন্ধুর খুনি রাশেদ চৌধুরীকে ফেরত দেওয়া, বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগসহ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।



পিলখানার সেই বিভীষিকাময় দিন ২৫ ফেব্রুয়ারী

চূড়ান্ত নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রাষ্ট্র ও আসামিপক্ষের আপিল

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ২৫ ফেব্রুয়ারী ইতিহাসের সেই কালো দিন। ১২ বছর আগে এই দিনে ঢাকার পিলখানায় সাবেক বিডিআর ও বর্তমান বিজিবি সদর দপ্তরে ঘটে এক মর্মান্তিক নৃশংস ঘটনা। সেদিন সকাল ৯টা ২৭ মিনিট। দরবার হলে চলমান বার্ষিক দরবারে একদল বিদ্রোহী বিডিআর সৈনিক ঢুকে পড়ে। সিপাহী মঈন মহ-াপরিচালক মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদের বুকে আগ্নেয়াস্ত্র তাক করে। সূচনা ঘটে ইতিহাসের এক নারকীয় হত্যাযজ্ঞের। বিডিআরের বিদ্রোহী সৈনিকরা সেনা কর্মকর্তাদের ওপর আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা সেনা কর্মকর্তাদের হত্যা করে তাদের পরিবারকে জিম্মি করে ফেলে। পুরো পিলখানায় এক বীভতৎ ঘটনার সৃষ্টি হয়। এ সময় তারা ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জনকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

এ ঘটনায় দায়ের করা হয় দুটি মামলা। সেনা কর্মকর্তা হত্যাকান্ডে দায়ের করা হয় হত্যা মামলা। অপরটি বিস্ফোরক আইনে। দুটি মামলার মধ্যে হত্যা মামলায় নিম্ন আদালত ১৫২ বিডিআর জওয়ানকে মৃত্যুদন্ড দেয়। যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেওয়া হয় ১৬১ জনকে। সর্বোচ্চ ১০ বছর কারাদন্ডসহ বিভিন্ন মেয়াদে সাজা পান আরো ২৫৬ জন। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় খালাস পান ২৭৮ জন। এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেন আসামিরা। ২০১৭ সালে হাইকোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চ ১৫২ জনের মধ্যে ১৩৯ জওয়ানকে মৃত্যুদন্ড দেয়। যাবজ্জীবন দেওয়া হয় ১৮৫ জনকে। বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয় আরো ২০০ জনকে। খালাস পান ৪৫ জন। পিলখানা হত্যা মামলায় হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছেন মৃত্যুদপ্রাপ্ত ৯ আসামি। আপিল বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখায় এ আপিল দাখিল করা হয়।

আইনজীবীরা বলছেন, নৃশংস এই হত্যা মামলার হাইকোর্টের ৩০ হাজার পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ রায়ের অনুলিপি তুলতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৩ লাখ টাকা। এখন আনুষঙ্গিক কাগজাদি (নিম্ন আদালতের রায়, সাক্ষীর জবানবন্দি ও জেরা, আত্মপক্ষ সমর্থন) দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ আপিল করলে তার পৃষ্ঠাসংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ৬৫ হাজারে। ফলে সব মিলিয়ে এক আপিল দায়েরে সম্ভাব্য খরচ পড়বে ১০ লাখ টাকার ওপরে।

হত্যা মামলায় হাইকোর্টের রায়ে খালাস ও সাজা কম পাওয়া আসামিদের মৃত্যুদন্ড চেয়ে লিভ টু আপিল দায়ের করে রাষ্ট্রপক্ষ। এ ধরনের আপিলের সংখ্যা ২০টি। অন্যদিকে, মৃত্যুদন্ড ও যাবজ্জীবন সাজা পাওয়া প্রায় ৩০০ আসামি খালাস চেয়ে আপিল বিভাগে আপিল করেছেন। এ ধরনের আপিলের সংখ্যা ৫১টি। রাষ্ট্র ও আসামি পক্ষের এসব আপিল এখন চূড়ান্ড নিষ্পত্তির অপেক্ষায়। পরে এই আপিল দায়েরের বিষয়টি ব্যয় সাপেক্ষ হওয়ায় মেমো অব আপিলের মাধ্যমে আপিলের জন্য প্রধান বিচারপতির কাছে আবেদন করে আসামি পক্ষ। প্রধান বিচারপতি আসামি পক্ষের আবেদন মঞ্জুর করায় অন্য আসামিদেরকে পূর্ণাঙ্গ পেপারবুক ছাড়াই আপিল দায়ের করার সুযোগ হয়েছে। ফলে তাদের কাউকে ১০ লাখ টাকা থেকে ১২ লাখ টাকা ব্যয় করে আপিল দায়ের করতে হবে না। তারা বড় অংকের অর্থ খরচের হাত থেকে বেঁচে গেছেন বলে জানিয়েছেন আসামি পক্ষের অন্যতম আইনজীবী এম আমিনুল ইসলাম।

বিস্ফোরক আইনের মামলা: ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে বিস্ফোরক আইনের মামলাটি। এই মামলায় আসামি রয়েছেন ৮৩৪ জন।

চলে গেলেন খ্যাতিমান ব্যাংকার ইব্রাহিম খালেদ

ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্ণর, খ্যাতিমান ব্যাংকার, কলামিস্ট ও শিশুসাহিত্যিক খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ আর নেই (ইন্নালিল্লাহি ..... রাজিউন)। বুধবার (২৪ ফেব্রুয়ারী) সকাল পৌনে ৬টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) চিকিৎ-সাধীন অবস্থায় তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন। দেশের মুদ্রা ও পুঁজিবাজারে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাহসী কণ্ঠস্বর হিসাবে ব্যাপক পরিচিত ছিলেন তিনি। স্বনামধন্য অর্থনীতিবীদ খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদের মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি মো.আবদুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা রওশন এরশাদ পৃথক পৃথক বার্তায় শোক প্রকাশ করেছেন। শোকবার্তায় তারা বলেন, প্রবীণ এ অর্থনীতিবিদের মৃত্যুতে দেশের আর্থিক খাতের অপূরণীয় ক্ষতি হলো।



এছাড়াও তার মৃত্যুতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবিরসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের নেতারা শোক জানিয়েছেন। ঢাকায় দুটি এবং পৈতৃক বাড়ি গোপালগঞ্জে তৃতীয় জানাজা শেষে বুধবারই তার লাশ পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

পারিবারিক সূত্র জানায়, করোনায় আক্রান্ত হলে গত ১ ফেব্রুয়ারী ইব্রাহিম খালেদকে রাজধানীর শ্যামলীর বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে তাকে বিএসএমএমইউতে স্থানান্তর করা হয়। ১৯ ফেব্রুয়ারী থেকে ইব্রাহিম খালেদের অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। তার ফুসফুসের ৫০ শতাংশ সংক্রমিত হয়েছিল। অবস্থার বেশি অবনতি হলে ২১ ফেব্রুয়ারী তাকে বিএসএমএমইউর নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) স্থান-ান্তর করা হয়। তার চিকিৎসায় মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়। আর সব চেষ্টা ব্যর্থ করে ২৪ ফেব্রুয়ারী তিনি না ফেরার দেশে পাড়ি জমান।

ব্যাংক ও আর্থিক খাত এবং শেয়ারবাজারের দুর্নীতি ও অনিয়মের বিষয়ে প্রকাশ্যে কথা বলে বিভিন্ন সময়ে ইব্রাহিম খালেদ আলোচনায় এসেছেন। ২০১০ সালে শেয়ারবাজারের ভয়াবহ বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধানে সরকার যে তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল, তার নেতৃত্বে ছিলেন এ অর্থনীতিবিদ। এ সময়ে তিনি রাঘববোয়ালদের নাম তুলে আনার পাশাপাশি তা গণমাধ্যমে প্রকাশ করেন। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে ওই তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করে সরকার।

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ ১৯৪১ সালের ৪ জুলাই গোপালগঞ্জে জন্ম গ্রহণ করেন। বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারে তিনি আর্থিক খাতের সংস্কারে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূগোলে স্নাতকোত্তর ও আইবিএ থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করে ১৯৬৩ সালে ব্যাংকিং পেশায় যুক্ত হন। তিনি ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি), ১৯৯৬ সালে অগ্রণী ব্যাংক এবং ১৯৯৭ সালে সোনালী ব্যাংকের এমডি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৮ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ছিলেন।

২০০০ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত পূবালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের চেয়ারম্যান ছিলেন। সবশেষে তিনি ২০২০ সালের ৯ ডিসেম্বর থেকে পূবালী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে স্বতন্ত্র পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া কচি-কাঁচার মেলার পরিচালক ছিলেন খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ।

ব্যাংকিং ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ইব্রাহিম খালেদকে ২০০৯ সালে 'খান বাহাদুর আহসানউল্লা স্বর্ণপদক' ও ২০১৩ সালে 'খান বাহাদুর নওয়াব আলী চৌধুরী' জাতীয় পুরস্কার দেয়া হয়। ২০১১ সালে বাংলা একাডেমি দেয় সম্মানসূচক ফেলোশিপ।

জানাজা ও দাফন: মরহুম খালেদের প্রথম জানাজা বুধবার বেলা ১১টায় রাজধানী ঢাকার সেগুনবাগিচায় কচি-কাঁচা ভবনে হয়। এরপর বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে বাদ জোহর দ্বিতীয় জানাজা শেষে গোপালগঞ্জে নেওয়া হয়। সেখানে আরেকবার জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়।

শোক: খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ বলেন, বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুষ্ঠু বিকাশে খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ যে মেধা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা এ দেশের মানুষ আজীবন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শোকবার্তায় বলেন, বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুষ্ঠু বিকাশে খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদের অবদানের কথা এ দেশের মানুষ চিরদিন স্মরণ করবে।

জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা রওশন এরশাদ শোকবার্তায় বলেন, 'প্রখ্যাত ব্যাংকার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপসহীন যোদ্ধা খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদের বহুমুখী কর্মজীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল ২০১০ সালে পুঁজিবাজারে ধসের পর তদন্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন। আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সুশাসন নিয়েও গণমাধ্যমে সরব ছিলেন প্রয়াত এ ব্যাংকার।'

শোক বার্তায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির বলেন, ধীরস্থির, দৃঢ়ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, দায়িত্বশীল ও দেশপ্রেমিক খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ আর্থিক খাতের সংস্কার ও উন্নয়ন সাধনে ব্যাপক ভূমিকা রেখে গেছেন। তার মৃত্যুতে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সমগ্র ব্যাংক পরিবার গভীর শোক প্রকাশ করছে।

এছাড়া ইব্রাহিম খালেদের মৃত্যুতে মৎস্য ও পশুপালনমন্ত্রী শ. ম. রেজাউল করিম, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম, বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এমপি ও সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশা এমপি, আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি নির্মল রঞ্জন গুহ ও সাধারণ সম্পাদক আফজালুর রহমান বাবু গভীর শোক প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছেন।



সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.



Mohammed Abdul Khaleque
MLT A.D. (CUNY Bronx Community College)

IATA Accredited
Approved Travel Agent

AUTHORIZED e-file PROVIDER

২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Design, Printing, Flyer, Business Card, Banner, Poster & more!

We Provide
- Individual Tax
- Corporation Tax
- Partnership Tax
- Non-profit Tax
- Gift Tax
- Sale & Payroll Tax
- IRS & State Tax audit Representation
- Immigration
- Accounting
- Bookkeeping
- Business License
- Business Incorporation

লিগ্যাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ
এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+

নাক্টার শাড়ী ঘর



Special Eid-Sale
ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়
শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান কাপড়ের বিশাল সমাহার

এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429
1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472

সিজারিয়ানের পর নরমাল ডেলিভারি কি সম্ভব,

(শেষের পাতার পর)

কাম্য। কিন্তু আপনি যদি আগেই একটি সন্তান সিজার অপারেশনে জন্ম দিয়ে থাকেন এবং আপনি আবার গর্ভবতী হন, তাহলে আপনি আবার সিজার না করেও স্বাভাবিক সন্তান প্রসব চাইতে পারেন। অনেক মায়ের ক্ষেত্রেই সিজারের পর পর্যাপ্ত পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে স্বাভাবিক প্রসব বেদনা ট্রায়াল দেয়া সম্ভব এবং উন্নত বিশ্বে এর সাফল্যের হার ৭০ শতাংশ। এ পদ্ধতি (ভিবিএসি) সবার জন্য সঠিক নয়। প্রথম সিজারের উচ্চ-ঝুঁকিযুক্ত জরায়ু (সেলাইয়ের স্থান) এবং আরও কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আপনার স্বাভাবিক ডেলিভারি (ভিবিএসি) হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয় এবং পদ্ধতিটিকে অনুপযুক্ত করে তুলতে পারে।

বাংলাদেশে অল্পকিছু হাসপাতালে এ সেবা আছে, কারণ জরুরি সব কিছু ম্যানেজ করার মতো প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দক্ষ জনবল নেই। আপনি যদি সিজারের পরে নরমাল ডেলিভারি করতে চান, আপনার চিকিৎসককে জানান এবং তার নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিন।

সিজারের পরে নরমাল ডেলিভারির উপকারিতা

* ভবিষ্যতের গর্ভাবস্থার ওপর প্রভাব- ভিবিএসি আপনাকে একাধিক সিজারিয়ান প্রসবের ঝুঁকি এড়াতে সহায়তা করে।
* অস্ত্রোপচার জটিলতার ঝুঁকি কম। সফল ভিবিএসি শরীরের এক বা একাধিক গভীর শিরায় (গভীর শিরা থ্রোম্বোসিস) অত্যধিক রক্তপাত, সংক্রমণ এবং রক্ত জমাট বাঁধার নিম্ন হারের সঙ্গে সম্পর্কিত। ভিবিএসি জরায়ু (হিস্টেরেক্টোমি) সার্জিক্যাল অপসারণ এবং মূত্রাশয় বা অন্ত্রের মতো পেটের অঙ্গগুলোতে আঘাতের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে।
* অল্প সময়েই মা পরিপূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন।

আপনি কখন সিজারের পরে নরমাল ডেলিভারি করাতে পারবেন

* গর্ভে একটি শিশু (জমজ শিশু না)।
* এক বা দুটি আগে নিম্ন ট্রান্সভার্স সি-সেকশন ইতিহাস থাকে এবং ভিবিএসি প্রতিরোধ করতে পারে এমন কোনো সমস্যা নেই।
* আগে যদি একটি নরমাল ডেলিভারি হয়ে থাকে।

যাদের জন্য সিজারের পরে নরমাল ডেলিভারি নিষেধ

* আগের সিজারে জরায়ুর উল্লম্ব ছেদন।
* অজানা ধরনের জরায়ু অপারেশন এবং এটি সন্দেহ করা হয় যে এটি একটি উচ্চতর ঝুঁকির উল্লম্ব ছেদন ছিল।
* আগেরপ্রসবের সময় জরায়ু ফেটে যাওয়া।
* নির্দিষ্ট ধরনের জরায়ু অপারেশন-
- ফাইব্রয়েড অপসারণ
- দু'বারের বেশি সিজার
* প্রসবকালিন অতিরিক্ত বডি মাস ইনডেক্স থাকে।
* তিন বা তার চেয়ে বেশি সন্তান থাকলে।

সিজারের পর নরমাল ডেলিভারির সম্ভাবনা হ্রাসকারী কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে-

* প্রলম্বিত প্রসব।
* প্রসূতির বয়স ৩৫ বছরের বেশি হলে।
* গর্ভাবস্থা যদি গত ৪০ সপ্তাহ বা তার বেশি সময় অব্যাহত থাকে
* গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধি।
* প্রি এক্ল্যাম্পসিয়া।
* পূর্ববর্তী ডেলিভারি ১৮ মাসের মধ্যে।
* দুই বা ততোধিক সিজার এবং নরমাল ডেলিভারির ইতিহাস নেই।

সিজারের পর নরমাল ডেলিভারির ঝুঁকি

* জরায়ু ফেটে যাওয়া।
* শিশুর জন্য প্রাণঘাতী জটিলতা রোধ করার জন্য জরুরি সিজার এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে জরায়ু (হিস্টেরেক্টোমি) অপসারণ করা হয়।

কীভাবে প্রস্তুতি নেবেন

যদি আপনার আগে সিজার হয়ে থাকে এবং আপনি গর্ভবতী হন তবে আপনি প্রথম সাক্ষাতে চিকিৎসককে ভিবিএসি সম্পর্কে জানান।

আপনার পূর্ববর্তী সিজারের রেকর্ড এবং অন্য কোনো জরায়ুর অপারেশন পদ্ধতির রেকর্ডসহ আপনার সম্পূর্ণ চিকিৎসার ইতিহাস রয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করুন।

আপনার চিকিৎসক আপনার সব ইতিহাস পর্যালোচনা করে বলতে পারবেন যে আপনার একটি সফল ভিবিএসি হবে। এছাড়াও জরুরি সিজার হতে পারে তার জন্য মানসিক প্রস্তুতি রাখুন।

গর্ভাবস্থায় VBAC-এর ঝুঁকি এবং সুবিধা নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যান, বিশেষত যদি কিছু ঝুঁকির কারণ দেখা দেয়।

সিজারের পর নরমাল ডেলিভারির পদ্ধতি

* এমন একটি হাসপাতাল নির্বাচন করা হয় যেখানে মা ও নবজাতক শিশুর সব চিকিৎসা আছে।
* শুরুতেই মা ও তার গর্ভে অবস্থানকারী শিশুর পূর্ণ সুস্থতা নিশ্চিত করা হয়।
* স্বাভাবিক প্রসবব্যথা শুরু হলে মা, শিশু ও প্রসব প্রক্রিয়া একসঙ্গে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়।
* প্রয়োজন হলে ব্যথামুক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।
* যে কোনো মুহূর্তে সিজারের সব প্রস্তুতি রাখা হয়।
* দক্ষ প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

আমরা প্রতিটি মা ও তার শিশুর শতভাগ সুস্থতা চাই। তাই একটি সিজারের পরে নরমাল ডেলিভারি চাইলে অবশ্যই মায়ের সঠিক গর্ভকালীন চেকআপ নিশ্চিত করতে হয়।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, অবস অ্যান্ড গাইনি বিভাগ, আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ধানমন্ডি, ঢাকা।

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special

সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি
টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি
Domestic & International





Bahalul Syed (uzzal)
President

স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স

Emirates | ETIHAD AIRWAYS | SAUDIA | QATAR AIRWAYS | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | AmericanAirlines

DESIGN & PRINTING
- BANNER
- FLYER
- MAGAZINE
- POSTER
- CALENDAR
- BUSINESS CARD

PASSPORT PHOTO

168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

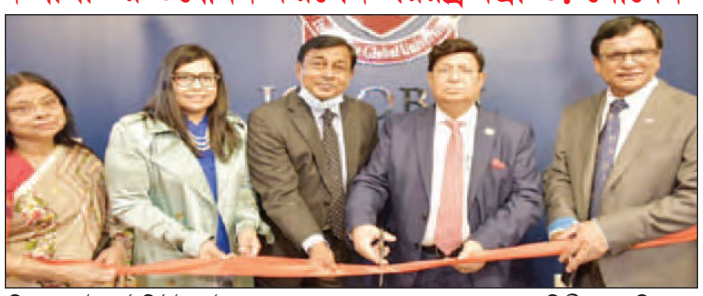
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
□ Low Closing Cost □ Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO CPA

ভার্জিনিয়ায় 'আই গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি'র উদ্বোধন করলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন

আমেরিকায় বাঙালীর স্বপ্ন-সারথী

বিশেষ প্রতিনিধি: ওয়াশিংটন ডিসি সংলগ্ন ভার্জিনিয়ায় বাংলাদেশী-আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিপ মালিকানাধীন 'ইনোভেটিভ গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি'র (আইজিইউ) আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী (বাকি অংশ ২৩ পাতায়)



ফিতা কেটে আইজিইউ'র উদ্বোধন করছেন ড. মোমেন (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ছবিতে বা থেকে রোকেয়া হায়দার, ফারহানা হানিপ, রাষ্ট্রদূত এম শহীদুল ইসলাম ও আবু হানিপ

মুশতাকের মৃত্যুর তদন্ত চায় যুক্তরাষ্ট্র

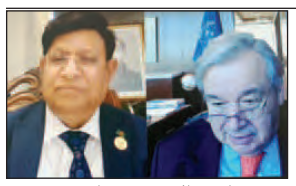
বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: লেখক মুশতাক আহমেদের কারাগারে রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনার স্বচ্ছ তদন্ত চেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর। শুক্রবার রাতে এক অফিসিয়াল টুইট বার্তায় যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র নেড প্রাইস বলেন, মুশতাকের মৃত্যুর ঘটনার সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ তদন্ত চায় যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী দেশগুলোর ঢাকায় কর্মরত ১৩ রাষ্ট্রদূতের এক যৌথ বিবৃতির পর তিনি এ আহ্বান জানান। (বাকি অংশ ২২ পাতায়)



যা করো না তা বলো না

জাফর আহমাদ

আল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় অনেকগুলো নাফরমানীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এগুলোর ভয়াবহ (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)



ড. মোমেন ও গোতেরাস

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রচেষ্টার প্রশংসা করলেন জাতিসংঘ মহাসচিব

নিউইয়র্ক: কোভিড-১৯ অতিমারি কারণে সৃষ্ট স্বাস্থ্যগত ও আর্থ-সামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ গৃহীত ব্যাপকভিত্তিক পদক্ষেপের (বাকি অংশ ৪১ পাতায়

সাঈদ তারেক-এর কলাম

কলমকে এত ভয়!



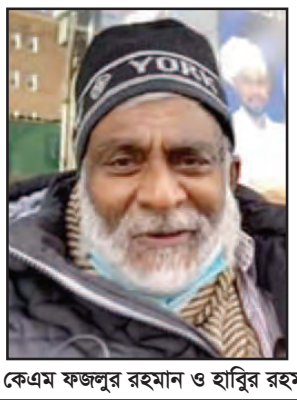
আচ্ছা সরকারের সমালোচনা করলে কি সরকার পড়ে যায়? সরকারের সমালোচনা আর রাষ্ট্রদ্রোহিতা কি এক ব্যাপার? লক্ষ লক্ষ এ্যাকাউন্ট ফেসবুকে। কে কোথায় দু'কলম কি লিখলো (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আ. লীগের সভানেত্রী মমতাজ শাহনাজসহ অনেকেই আক্রান্ত

করোনায় তিন বাংলাদেশীর মৃত্যু

বিশেষ প্রতিনিধি: মহামারী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে নিউইয়র্ক ও ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশী মৃত্যুবরণ করেছেন। গেলো সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ৪/৫জন বাংলাদেশীর মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এছাড়াও অনেকে সপরিবারে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রান্তদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মমতাজ শাহনাজ রয়েছেন। জানা যায়, সিলেট গোলাপগঞ্জ উপজেলা ভাদেশ্বর মাইজভাগের আলাউর রহমান আলাউদ্দিন (৬৬) করোনায় আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি শনিবার (২৭ ফেব্রুয়ারী) (বাকি অংশ ২১ পাতায়)







ছবিতে বাঁ থেকে আলাউর রহমান, কেএম ফজলুর রহমান ও হাবিুর রহমান

মিশিগানে পাবলিক লাইব্রেরিতে যুক্ত হলো 'বর্ণমালা বাংলা কর্নার'

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের হ্যামট্রামেক সিটি পাবলিক লাইব্রেরির একটি অংশে যুক্ত হলো 'বর্ণমালা বাংলা কর্নার'। ২১ ফেব্রুয়ারীতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে এটির উদ্বোধন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন হ্যামট্রামেক সিটির মেয়র ক্যারণ মাজেস্কি। (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

এস্টেরিয়া ওয়েলফেয়ার ও সিলেট সদর সমিতির উদ্যোগে কভিড টেষ্ট

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: এস্টেরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ইউএসএ ও সিলেট সদর সমিতি ইউএসএ ইনক'র উদ্যোগে কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের মাঝে আবারো মাস্ক, হ্যান্ড সেনিটাইজার ও গ্রোসারী সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও করোনা টেষ্ট করা হয়।(বাকি অংশ ২৩ পাতায়)

'রসমতী সম্মাননা' পেলেন লেখক জহিরুল ইসলাম

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ পশ্চিমবঙ্গের কুলো ক্রিয়েটিভ সোসাইটি ২০২১ সালে তিনজন কবিকে 'রসমতী সম্মাননা ২০২১' প্রদান করেছে। তারা হলেন ভারতের কবি অরুণ চক্রবর্তী, কোরিয়ার কবি কিম হিয়ং এবং নিউ ইয়র্ক প্রবাসী কবি কাজী জহিরুল ইসলাম। দুই বাংলার অসম্ভব জনপ্রিয় গান 'লাল পাহাড়ের দেশে যা, রাঙামাটির দেশে যা' অরুণ চক্রবর্তীর (বাকি অংশ ২৩ পাতায়)

হেলথ টিপস

সিজারিয়ানের পর নরমাল ডেলিভারি কি সম্ভব

ডা. শারমিন সিদ্দিকা ইসলাম (রুমকী): মাতৃত্ব এক স্বর্গীয় অনুভূতি। স্বাভাবিক প্রসবের পর সুস্থ মায়ের কোলে সুস্থ শিশু সব পরিবারের (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়

এবি মিডিয়া গ্রুপের উদ্যোগ

শুরু হচ্ছে 'কামাল আহমেদ মেধাবৃত্তি' কার্যক্রম

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক'র সভাপতি মরহুম কামাল আহমেদ স্মরণে শিগগিরই শুরু হচ্ছে (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন



এম কামাল: এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসাবে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়

করোনায় আক্রান্ত মোহাম্মদ মুকিত চৌধুরী'র কথা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মহামারী করোনাভাইরাস নতুন রূপে আবির্ভূত হচ্ছে। সংশ্লিস্টরা এমন কথাই বলছেন। পাশাপাশি ছলছে (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়

প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিবের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন খোকন



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক।- প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব আশরাফুল আলম খোকন নিজ পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন (বাকি অংশ ২৬ পাতায়

যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সামছুদ্দীন আজাদ



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান (বাকি অংশ ২৬ পাতায়)

খেলার খবর

ভারত-আফগানিস্তানকে নিয়ে সিরিজ আয়োজন করবে বিসিবি

স্পোর্টস ডেস্ক: চলতি বছরের নভেম্বরে ভারত ও আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে নিয়ে একটি ত্রিদেশীয় (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

J.K. GAIN MULTISERVICES
A company you can trust ....
• Tax Services
• Life Insurance
• Health Insurance
• Auto Insurance
• Home Insurance
• Business Insurance
• TLC Insurance
• DDC. (6 hrs.)
MassMutual
LOW COST GUARANTEE
Authorized e-file Provider
Notary Public
Jaydeb Gain
ছয় ঘন্টার ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স
10% Insurance Cost Deduction
Up to 4 points Removal
Tel: 347-536-5107
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
Email: gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA Approved Travel Agent
সেরা সবচেয়ে মূল্যে! নিউইয়র্ক-ঢাকা ৬৪৯+ Tax
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
(বিস্তারিত ৫১ পাতায়)

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রের অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ।
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
KUWAIT AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com